কোহিনূর

[ঐতিহাসিক নাটক]

সোনাই দীঘি, মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য্যসেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত প্রণেতা

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত

—কলিকাতার সু-প্রসিদ্ধ—

নট্ট কোম্পানির দলে অভিনীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

৩৬৮, রবীন্দ্র সরণী কলিকাতা-৬

—প্রকাশক—
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
৩৩৮, রবীন্দ্র সরণী,
কলিকাতা—৭০০০০৬

আষাঢ়, ১৩৫১

—ছেপেছেন—
শ্রীকাশীনাথ ধর
ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩৭৯, রবীন্দ্র সরণী,
কলিকাতা—৩

নট্ট কোম্পানি যাত্রাপার্টির সুদক্ষ পরিচালক

অভিনেতা, নর্ত্তক, গায়ক, গীতিকার, সুরকার,

দেহে মনে অমিত শক্তিমান

বর্ষীয়ান যুবক

যাত্রাজগতের "গুরুমশাই"

শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার দত্ত মহাশয়ের

করকমলে—

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটকাবলী—

রাজা দেবিদাস—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত। নট্ট কোম্পানির বিজয়-শঙ্খ। দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক। ছাতকের রাজা দেবিদাস রায়ের দেশপ্রেম, ইসলাম ও সোফিয়ার রাজভক্তি, কার্ত্তিক রায় ও দায়ুদ খাঁর মহানুভবতা, শিখিধ্বজের বিশ্বাসঘাতকতা, সোলেমান কররাণীর ক্রূর ষড়যন্ত্রের জীবন্ত আলেখ্য, এতবড় একজন যোদ্ধা কি করিয়া ঘরভেদী বিভীষণের চক্রান্তে রাজ্যহারা সর্ব্বহারা হইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, তারই অশ্রুসিক্ত কাহিনী পাঠ করুন। দাম ৫'০০ টাকা।

গরীবের মেয়ে—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। অম্বিকা নট্ট কোম্পানিতে অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। রামায়ণের জন্মদুঃখিনী সীতার মতই এ যুগের আর একটি সীতার করুণ কাহিনী অপূর্ব্ব ভাষায় রূপায়িত। রাজপুত্র থাকে প্রাসাদে, গরীবের মেয়ে থাকে কুটিরে। প্রজাপতি সম্বন্ধ গড়ে তুললেন, মানুষ দিল ভেঙ্গে। কনিষ্ঠ রাজকুমার জুড়ে দিল ছিন্নতার। অলক্ষ্যে হাসল নিষ্ঠুর নিয়তি। তারপর? নীলকণ্ঠের ষড়যন্ত্র, শঙ্করের পত্নীত্যাগ, মহারাণীর নিষ্ফল প্রতিরোধ। বয়ে গেল অশ্রুর বন্যা, মাটির বুকে আঁকা রইল রক্তের আলপনা। গরীবের মেয়ে কলির সীতা কোথায় গেল? স্বর্গে না পাতালে? দাম ৫'০০ টাকা।

বাঙালী—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। আর্য্য অপেরা ও নব রঞ্জন অপেরার বিজয় পতাকা। দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক। বাংলার শেষ পাঠান নবাব দায়ুদ খাঁর চমকপ্রদ কাহিনী সুনিপুন তুলিকায় চিত্রিত। নবাবের সমদর্শী বিচার, মোবারকের মহাপ্রাণতা, আলি মনসুরের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ছবির চোখের জল মিশাইয়া কি অপূর্ব্ব নাট্য সম্ভার রচনা করিয়াছে অভিনয় করিয়া ও পড়িয়া তৃপ্ত হউন। দাম ৫৲

সোহরাব রুস্তম—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত। অম্বিকা নট্ট কোম্পানির বিজয়-বৈজয়ন্তী। দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক। পারস্ত বীর দিগ্বিজয়ী রুস্তমের বৈচিত্র্যময় জীবনালেখ্য। দাম ৫'০০ টাকা।
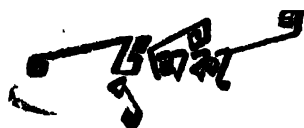
"কোহিনূর" নাটক পতনশীল মোগল সাম্রাজ্যের আলেখ্য। অত বড় মোগল সাম্রাজ্য মাত্র কয়েক পুরুষের মধ্যে তাসের ঘরের মত ধ্বসিয়া পড়িল কি কারণে, ছাত্রাবস্থা হইতেই এ বিষয়ে আমার কৌতূহলের অন্ত ছিল না। প্রধানতঃ যে দোষ এত বড় বংশটার এত শীঘ্র ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছিল, তাহা ইহাদের অসাধারণ বিলাসিতা। জীবন্ত মানুষগুলিকে দাবার ঘুঁটি সাজাইয়া যাহারা খেলা করে, তাহাদের ধ্বংসের বীজ তাহাদের স্বভাবেই নিহিত ছিল।

সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সময়ে মারাঠাদস্যু সিন্ধে ভারতের রাজা-রাজড়াদের কাছে বিভীষিকার সৃষ্টি করেন। এই দস্যুরই সহায়তায় সম্রাটের নিমজ্জমান তরী রক্ষা পায়। অথচ এই সিন্ধের মত শত্রু শাহ আলমের আর ছিল না। শরণাগতকে রক্ষার জন্য শত্রুতা ভুলিয়া এই জীবন-পণ উদ্যম হিন্দুর চিরন্তন নীতি।

এই দুটিমাত্র কথাই "কোহিনূর" নাটকে বলা হইয়াছে; আর সব অলঙ্কার মাত্র। ইতি—

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি,

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটকাবলী—

একটি পয়সা—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর অনন্ত আঙ্গিকের সার্থক সৃষ্টি। লোকনাট্যের পাদ প্রদীপের উজ্জল দীপশিখা। কাব্যলক্ষীর আশীর্ব্বাদ ধন্য অবিস্মরণীয় যাত্রা নাটক। একটি পয়সার কাহিনীতে নূতন পথের ইঙ্গিত। একটি পয়সার সংলাপে মানবাত্মার নব উচ্ছ্বাস। একটি পয়সার দৃশ্যসজ্জায় চলচ্চিত্রের আনাগোনা। কাহিনী—সংলাপ—দৃশ্য-সজ্জার বরণডালা একটি পয়সা। তারসাম্যহীন সমাজ ব্যবস্থার পূর্ণ প্রতিকৃতি ভুজঙ্গ নারায়ণের শোষণ। মানবাত্মার অবমাননাকারী ম্যানে-জারের বৈচিত্র্যময় উন্মাদনা, মানুষের মনে ঘুমন্ত শ্বত্বাকে জাগাতে পারবে কি? পারবে কি, শবরী, রাঙ্গা জেলেনী, রূপনারায়ণ, মৌসুমীর দুঃখ মানুষের চোখে জল আনতে? জানেন কি মিছিলের মানুষ পাগলা কবিকে? যদি না চেনেন, তাহলে দীপনারায়ণকে, হীরালাল হালদারকে বিপ্লবী শ্রমিক নেতা অশোক ও যাত্রাভিনেতা অলোককে জিজ্ঞাসা করুন। ভয় পাবেন না—পাগলা বাবা, হনুমান দাস, পিয়ার আলি, মঙ্গল সিং-এর সার্থক ছদ্মবেশী দিবাকরকে দেখে। দিবাকর আপনার দলের—আপনার মনের কথা দিবাকরের মুখে—দিবাকরের স্বপ্ন আপনার বুকে। তাকে দেখুন, নিজেকে চিনুন, আর মনে মনে হিসাব করুন,—কোটি কোটি মানুষের ভ্রুকুটি ভয়াল জিজ্ঞাসা—একটি পয়সার কত দাম? দাম ৫'০০ টাকা।

শিবাজী—শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। গণেশ অপেরায় অভিনীত। দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক। পিতার অজ্ঞাতে নিরক্ষর শিবাজী কিরূপে হিন্দুজাতিকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন, কি কৌশলে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া "খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত" ভারতকে "এক ধর্ম্মরাজ্য পাশে" আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন,তাহারই চমকপ্রদ আলেখ্য নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত। "সত্য যাহা স্বপ্নের মত দীপ্ত ইন্দ্রজালে", রাজ-বৈরাগী শিবাজীর সেই বিচিত্র কাহিনী পড়িয়া তৃপ্ত হউন। দাম ৫'০০।

—পুরুষ—

শাহ্ আলম [দ্বিতীয়]	...	...	দিল্লীর সম্রাট।
আকবর হোসেন }	...	...	ঐ পুত্রদ্বয়।
বাহাদুর	...	...	আকবরের পুত্র।
মেহেদী	...	...	হোসেনের ভৃত্য।
জাফর	...	...	আকবরের নফর।
গোলাম কাদের	...	...	রোহিলখণ্ডের নবাব।
খোদাবক্স	...	...	ঐ পিতা।
আলমামুন	...	...	সৈন্যাধ্যক্ষ।
রহমত	...	...	মনসবদার।
মহাদাজি সিন্ধিয়া	...	...	মারাঠাদস্যু।
রঘুপন্থ	...	...	ঐ অনুচর।

দরবেশ, মুসাফির, ভগ্নদূত, রক্ষী।

—স্ত্রী—

রোশেনারা	...	...	দিল্লীশ্বরের বেগম।
কোহিনূর	...	...	দিল্লীশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্রী।
নসীবন	...	...	খোদাবক্সের স্ত্রী।

বাঁদী, সহচরীগণ, হারেম-রক্ষিণী।

—:•:—

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটকাবলী—

আঁধার ঘরের আলো বা সংগ্রাম—শ্রীকানাইলাল নাথ প্রণীত। অম্বিকা নট্ট-কোম্পানির যশের উৎস। সামাজিক নাটক। বিষয় সম্পত্তির লোভ মানুষকে যে কত নীচে নামাতে পারে তারই জীবন্ত আলেখ্য—"আঁধার ঘরের আলো"। দাম ৫·০০ টাকা।

লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার- শ্রীরঞ্জন দেবনাথ প্রণীত। অশ্রুঝরা সামাজিক নাটক। অগ্রদূত নাট্যসংসদে অভিনীত। ঘুঘুডাকা, ছায়ায় ঘেরা যে গ্রামটি দেখছেন, তারই নাম পলাশডাঙ্গা। বকুলবীথীর পাশে, ঝাউবনের ধারে ওই ভাঙা বাড়ীটাই ছিল শচীন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তির বাড়ী। এই ত সেদিনের কথা, প্রাসাদোপম বিশাল বাড়ীতে ছিল কত মানুষের আনাগোনা। নাটমন্দিরের চত্বরে দাঁড়ালে আজও শুনতে পাবেন, নৃত্য পটিয়সী নর্ত্তকীর পায়ের পায়েল রুম-ঝুম রুম-ঝুম। শচীন্দ্রনাথের খেয়ালের রথ তখন দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে। লক্ষ্মীপ্রতিমা লক্ষ্মীপ্রিয়ার বাধাও মানলেন না। উঠল ধ্বংসের ঝড়। বন্ধুর মুখোস পরে এল পুরন্দর··· বিশ্বাস ও বিলাসের ছুরিতে নিহত হল লক্ষ্মীপ্রিয়ার সুখের স্বপ্ন। দাম ৫·০০

শেষ অঞ্জলি—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত। তরুণ অপেরায় অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। মাড়বারের উপর দিল্লীর আকস্মিক আক্রমণ, মাড়বারপতির বিরুদ্ধে তাঁর পিতৃব্যের ঘরভেদী চক্রান্ত, রাজভক্ত প্রতাপ সিংহের দেশের কল্যাণে সর্ব্বস্ব বলিদান! দেশের ডাকে বিবাহ অসম্পূর্ণ রেখে দেশভক্ত দলীপ সিং ঝাঁপ দিল রণসমুদ্রে। পাশা উল্টে গেল। বাদশাহী সেনার উঠল নাভিশ্বাস। বেইমানের ছুরী তাকে ধরাশায়ী করল। শ্মশানের শয্যায় বিবাহ সম্পূর্ণ হল। দেশের ডাকে বুকের রক্ত ঢেলে শেষ অঞ্জলি দিল দেশের সন্তান। দাম ৫·০০ টাকা।

কবি চন্দ্রাবতী—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত। নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। রামায়ণের রচয়িত্রী চন্দ্রাবতীর শোচনীয় জীবনের মর্ম্মস্পর্শী আলেখ্য। দাম ৫·০০ টাকা।

কোহিনূর

—:(*):—

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লীর রাজপ্রাসাদের একাংশ।

একখানি আর্সিহস্তে কোহিনূরের প্রবেশ।

কোহিনূর। ও বাবা, এ কে গো? এই শাহাজাদী কোহিনূর? ইস্, কি রূপ দেখেছ? আমার নিজেরই ভালবাসতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমি ত এতদিন লক্ষ্যই করি নি। আল্লাতালার আর যেন খেয়ে দেয়ে কাজ ছিল না। এত রূপ নিয়ে আমি কি ধুয়ে জল খাব? দেখ দেখি, এখন আমি সাদি করি কাকে?

শাহ্ আলমের প্রবেশ।

শাহ্ আলম। এই যে কোহিনূর।

কোহিনূর। কি বাপজান, এত শীগ্‌গির দরবার শেষ হয়ে গেল?

শাহ্ আলম। তা কি করি বল্? তোর মা কাল আমায় দাবা খেলায় হারিয়ে দিলে, আজ তাকে না হারিয়ে আমি জল গ্রহণ করব না।

কোহিনূর। সুতরাং দরবার মাথায় থাক, প্রজারা উচ্ছন্ন যাক।

শাহ আলম। মন্ত্রীটা বেঘোরে মারা গেল, নইলে—

কোহিনূর। মন্ত্রীর দোষ নয় বাপজান, দোষ রাজার।

শাহ আলম। কি রকম?

কোহিনূর। এত বড মোগল-সাম্রাজ্য জাহান্নামে গেল শুধু তোমাদের এই বিলাসিতার জন্যে। সম্রাট আলমগীরের মৃত্যুর পর একশো বছরও কাটলো না, এরই মধ্যে বিশাল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সোনার বাংলায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কায়েম হয়ে বসল, হীরার খনি গোলকুণ্ডা হাতছাড়া হলো, বীরভুম, রাজস্থান স্বাধীনতা হাসিল করে নিলে, মোগল সাম্রাজ্য ক্ষয়ে ক্ষয়ে একটা জায়গীরে পরিণত হল, তবু বাদশাহের দাবার নেশা ঘুচলো না, গোলাপ জলে স্নান করার শখ মিটল না, আতরের ফোয়ারাগুলো ভেঙ্গে গডিয়ে পড়ল না।

শাহ আলম। মন্ত্রীটা যদি মাঠে মারা না যেত, তাহলে গজের কিস্তি—

কোহিনূর। যাও বাবা, যাও, গজের কিস্তি দিয়ে ঘোড়ার আস্তাবল জয় করগে। মা বোধহয় দাবার ছক বিছিয়ে বসে আছেন। দেরী হলে দাসীগুলো মার খেয়ে মরবে।

শাহ আলম। ওই রাগই আছে, চালটালগুলো এখনও দশবছর শিখতে হবে। তুমি চল না, দেখবে আজ কি হাল করি।

কোহিনূর। তুমি এগিয়ে যাও। তোমার মন্ত্রী মরেছে, তুমি ওঁর বাপ-মাকে ধরে এনে কবর দাও।

শাহ আলম। আচ্ছা, এস তুমি। [প্রস্থানোদ্যোগ]

আকবরের প্রবেশ।

আকবর। পিতা, রোহিলানায়ক গোলাম কাদের দূত পাঠিয়েছে।

শাহ্ আলম। গোলাম কাদের! সেই কালো কুৎসিত দুশমনটা? সে আজ রোহিলখণ্ডের নবাব হয়েছে, না? শুনেছি, লোকটা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

আকবর। হ্যাঁ পিতা, উত্তরভারতে তার মত শক্তিশালী পুরুষ আজ খুব কমই আছে।

শাহ্ আলম। যেমন কুৎসিত, তেমনি শয়তান! ওর বাপ ছিল ভিস্তিওয়ালা। সে আজ বাদশার দরবারে দূত পাঠায়! কি বলছে দূত?

আকবর। আপনার কাছেই বলবে। আপনি মন্ত্রণাকক্ষে আসুন পিতা।

শাহ্ আলম। আমি এখন যেতে পারব না।

কোহিনূর। মা দাবার ছক বিছিয়ে বসে আছেন। দূতকে অপেক্ষা করতে বল।

আকবর। ওকে আজই ফিরে যেতে হবে পিতা।

শাহ্ আলম। তবে চলে যেতে বল!

কোহিনূর। না দাদা, তাকে এখানেই নিয়ে এস, আমিই চলে যাচ্ছি।

শাহ্ আলম। দেখ দেখি, সময় নেই, অসময় নেই, দূত একটা এলেই হল? শুনবই বা কি? গোলাম কাদের নিশ্চয়ই কোন সওগাত পাঠিয়েছে। তাকে বলে দিলে না কেন, মোগলবাদশা যার তার সওগাত গ্রহণ করেন না।

আকবর। কথাটা শুনতে আপত্তি কি?

শাহ্ আলম। তবে যাও, নিয়ে এস। [আকবরের প্রস্থান।] সওগাত! একটা ভিস্তিওয়ালার ছেলে, হলোই বা আজ সে রোহিল

খণ্ডের নবাব, তার সওগাত মোগলবাদশা গ্রহণ করতে পারেন না। এই সামান্য কথাটা শুনিয়ে দেবার জন্য আমায় দরকার হল ? ছেলে দুটি হয়েছে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য।

কোহিনূর। তাইত বাবা, তোমার যে বড় বেলা হয়ে গেল। এর পরে গজের কিস্তি সাজাবেই বা কখন, আর ঘোড়ার আস্তাবলই বা ভাঙবে কখন ?

শাহ আলম। বুঝতে পাচ্ছি, আজও আমায় হেরে মরতে হবে। যত সব অকর্ম্মণ্য অপদার্থের দল,—একটা মুখের কথা বলে দিতে পারে না। বাদশা কি সবই নিজের হাতে করবেন ?

আকবর ও আলমামুনের প্রবেশ।

আলমামুন। দিল্লীশ্বরের জয় হোক।

আকবর। একি কোহিনূর, তুমি এখনও এখানে ! যাও বলছি।

কোহিনূর। [স্বগত] ওঃ, জাতটা রসাতলে গেছে। বিষ নেই, তার কুলোপনা চক্কর !

[প্রস্থান।

আলমামুন। আমায় ক্ষমা করুন সম্রাট। শাহাজাদী এখানে উপস্থিত আছেন জানলে আমি প্রবেশ করতুম না।

আকবর। অপরাধ তোমার নয়, শাহাজাদীর।

শাহ আলম। বল যুবক, কি তোমার বক্তব্য।

আলমামুন। সম্রাট,—

শাহ আলম। তারপর কি ?

আলমামুন। আমার প্রভু সুলতান গোলাম কাদের—

শাহ আলম। সওগাত পাঠিয়েছে ?

আলমামুন। না জাঁহাপনা।

আকবর। তবে কি? ইতস্ততঃ কচ্ছ কেন? এতক্ষণ ত তোমার কোন দ্বিধা দেখি নি।

আলমামুন। এতক্ষণ সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের পুত্রদেরই দেখেছি, ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দেখি নি।

শাহ আলম। কি বলতে এসেছ তুমি? কি বলে পাঠিয়েছে গোলাম কাদের?

আলমামুন। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে।

শাহ আলম। কি? একটা ভিস্তিওয়ালার ছেলের এত সাহস যে, দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করতে চায়?

আলমামুন। আপনি দিল্লীর সম্রাট, আমাদের সম্মানের পাত্র। কিন্তু রোহিলখণ্ডের অধিপতিও অসম্মানের পাত্র নন জনাব।

শাহ আলম। রোহিলখণ্ডের অধিপতি! ক্ষুদ্র রোহিলখণ্ড, তার ক্ষুদ্র নবাব—

আকবর। ক্ষুদ্র হলেও নবাব ত বটে।

শাহ আলম। নবাব হলেও তার ভিস্তিওয়ালার রক্তটা ত মুছে যায় নি, তার কালো কুৎসিত দুশমনের চেহারাটা ত বদলায় নি। স্পর্দ্ধা বটে এই বর্ব্বর দস্যুর যে, মোগল বাদশাহের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করতে চায়।

আলমামুন। প্রার্থীর অধিকার চাওয়ার, দাতার অধিকার দেওয়া বা না দেওয়ার, এর মধ্যে অমর্য্যাদার কিছু নেই সম্রাট। আপনার বক্তব্য শুনতে পেলে বিদায় গ্রহণ করি।

শাহ্ আলম। বক্তব্য? আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী কোহিনুর সেই কৃষ্ণ-কায় কুৎসিত ভিস্তিওয়ালার ছেলেকে দাসত্বে নিয়োজিত করতে পারে, পতিত্বে নয়।

আলমামুন। আমি কি আমার প্রভুকে এই কথাই বলব?

শাহ্ আলম। হ্যাঁ। আরও বলবে, তার পিতা একদিন আমার বাগানে জলসেচন করত। তার কিছু বেতন বাকি আছে, গোলাম কাদের যেন নিয়ে যায়।

আলমামুন। তাহলে আমি আসি জাঁহাপনা।

আকবর। দাঁড়াও। পিতা, গোলাম কাদের অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ, অনর্থক তাকে শত্রু করে তুলবেন না।

শাহ্ আলম। কি করতে বল তুমি? তোমার ভগ্নীকে তার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাও?

আকবর। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আপনি যার সঙ্গে ইচ্ছা বিবাহ দিতে পারেন। তা বলে কোন প্রার্থীকে কটূক্তি করবার অধিকার আপনার নেই।

শাহ্ আলম। তবে কি করতে বল? করযোড়ে আমার কথা প্রত্যাহার করতে হবে?

আকবর। দূতকে বলে দিন যে আপনি অসম্মত।

শাহ্ আলম। শোন দূত, তোমার প্রভুকে গিয়ে আরও বলো, সে যেন তার এই অসঙ্গত প্রস্তাবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আলমামুন। বলব সম্রাট। [প্রস্থানোদ্যত হইয়া ফিরিলেন]

আকবর। ফিরলে যে?

শাহ্ আলম। আর কোন কথা আছে?

আলমামুন। আছে জাঁহাপনা। আমার প্রভু বর্ত্তমানে দিল্লীর

খুব বেশী দূরে নেই। তিনি না বললেও আমার বিশ্বাস, একপক্ষ কালের মধ্যে তিনি দিল্লী আক্রমণ করবেন।

শাহ্ আলম। ক্ষুদ্র একটা ভূঁইয়া দিল্লী আক্রমণ করবে?

আল্মামুন। ভূঁইয়া ক্ষুদ্র হলেও তাঁর সৈন্যদল ক্ষুদ্র নয়। আর সে সৈন্যেরা তরবারি ধরতেই জানে, সরাবের বোতল ধরতে জানে না। দিল্লীশ্বর দ্বিতীয় শাহ্ আলম জানেন না যে, তিনি চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে আছেন। এখানে আসতে আসতে দিল্লীর পথে ঘাটে যত মাতাল আর বাঈজী আমি দেখেছি, তার এক চতুর্থাংশ সৈনিক আমি দেখি নি। দেউড়ীতে রক্ষীর দল মদ খেয়ে টলছে, আর কুৎসিত আলাপ কচ্ছে। উজীর, নাজির, আমির, ওমরাহ্ কত আছে দেখলুম, কিন্তু কারও চোখ সাদা দেখলুম না। এই শক্তি নিয়ে কারও আক্রমণই আপনি রোধ করতে পারবেন না।

আকবর। সত্য পিতা।

শাহ্ আলম। সত্য হোক আর মিথ্যা হোক, তুমি দূত—তোমাকে এ কথা বলবার অধিকার দিয়েছে কে?

আল্মামুন। বিলাসী বাদশাহী বংশের অসংখ্য শাখা প্রশাখার তুচ্ছ একটা ফল আমি। বাদশাহী বংশের এককণা অনুগ্রহও আমি পাই নি, তবু এ বংশটাকে আমি ভালবাসি। তার অধঃপতনের কথা লোক মুখেই শুনেছি, স্বচক্ষে কখনও দেখি নি। আজ দেখে চোখ ফেটে জল আসছে।

আকবর। তবে গোলাম কাদেরের দাসত্ব কচ্ছ কেন?

আল্মামুন। পেটের দায়ে। গোলাম কাদের আমায় ক্ষুদ্র সৈনিকের পদ থেকে সৈন্যাধ্যক্ষ্য করে দিয়েছেন।

আকবর। কি নাম তোমার?

আল্‌মামুন। আল্‌মামুন।

শাহ আলম। [অর্দ্ধ স্বগত] বিখ্যাত যোদ্ধা আল্‌মামুন তুমি ! এই নবনীতকোমল যুবক ! [প্রকাশ্যে] তুমি গোলাম কাদেরকে ত্যাগ করে এস যুবক ! আমি তোমাকে সহকারী সিপাহ্‌শালার করব।

আল্‌মামুন। পাঁচ বছর আগে পেটের দায়ে আপনার কাছেই এসেছিলুম। আমার নবনীতকোমল দেহ দেখে আপনি আমাকে একটা শাস্ত্রীর পদও দেন নি। আজ আর ফিরতে পারি না জাঁহাপনা, আপনার এই রাজধানী আক্রমণ করতে হয়ত আমিই এগিয়ে আসব।

শাহ আলম। তোমাকে যদি সে সুযোগ আমি না দিই ?

আল্‌মামুন। কি করবেন ?

শাহ আলম। যদি বন্দী করি ?

আল্‌মামুন। তাহলে বুঝব, সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম শুধু শক্তিহীন নয়, অত্যন্ত নীচ।

আকবর। আল্‌মামুন। [তরবারি নিষ্কাসন]

আল্‌মামুন। [ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি দ্বারা আকবরের তরবারি হস্তচ্যুত করিলেন] তবু আপনাকে আমি ভালবাসি সম্রাট। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে একমুহূর্ত্ত আমি দেখেছি। আমি চাই না যে মোগলরাজ বংশের এমন অপরূপ সুন্দরী কন্যা আমার প্রভুর অঙ্কশায়িনী হয়। কিন্তু আমি ভৃত্য, প্রভুর আদেশে হয়ত আমাকেই দিল্লী আক্রমণ করতে হবে। আমার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে আপনার এই মাতাল সৈন্যবাহিনীর সাধ্য নেই।

শাহ আলম। যুদ্ধক্ষেত্রেই তা দেখা যাবে।

আল্‌মামুন। তখন দেখে আর লাভ হবে না। যদি রাজ্য আর

কন্যাকে রক্ষা করতে চান, আমার চেয়ে যে বহুগুণে শক্তিমান, তার শরণাপন্ন হোন।

শাহ্ আলম। কার কথা বলছ তুমি? কে সে?

আল্‌মামুন। আপনার পরম শত্রু ভারতের আতঙ্ক মহাদাজি সিন্ধিয়া।

[প্রস্থান।

শাহ্ আলম। মারাঠাদস্যু সিন্ধে?

আকবর। না পিতা, তা হয় না।

শাহ্ আলম। সে আমার অধিকৃত বহু নগরী লুণ্ঠন করেছে। তার গ্রেপ্তারের পরোয়ানা নিয়ে এখনও আমার গুপ্তচরেরা দেশে দেশে ফিরছে। শুধু আমার নয়, সমগ্র ভারতের এত বড় শত্রু আর নেই।

কোহিনূরের প্রবেশ।

কোহিনূর। শত্রুতা ভুলে সে যদি তোমায় সাহায্য করে বাপজান?

আকবর। তাহলেও আমরা তার সাহায্য নিতে পারি না।

কোহিনূর। কেন, দস্যু বলে? দস্যুতা ছাড়া কে কার রাজ্য জয় করেছে দাদা? মোগল-সাম্রাজ্যের গোড়ার ইতিহাসটা তলিয়ে দেখ দেখি! সম্রাট বাবর কি মন্ত্রবলে দিল্লীর সিংহাসনটা অধিকার করেছিলেন? তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এত বড় সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন কি লোকের গায়ে হাত বুলিয়ে? তবে মারাঠাদস্যুর সাহায্য নিতে তোমাদের কিসের এত আপত্তি?

আকবর। মুসলমান-বাদশা একটা হিন্দুর সাহায্যে রাজ্যরক্ষা করতে পারেন না।

কোহিনূর। জাত যাবে, না? ওঃ,—রাজোর রক্তে রক্তে নীচতা ঢুকেছে। পিপাসায় মরবে, তবু বিধর্ম্মীর হাতে জল খাবে না।

আকবর। মরার ভয় আকবর করে না।

শাহ আলম। কিন্তু মরেও ত তোমার ভগ্নীকে রক্ষা করতে পারবে না।

আকবর। আপনি নিজেই ত এ অনর্থ ডেকে আনছেন। বিবাহের প্রস্তাব করেছে বলেই একটা লোককে কটূক্তি করা যায় না।

শাহ আলম। কটূক্তি না করলেও সে প্রত্যাখ্যান সহ্য করত না।

আকবর। প্রত্যাখ্যান করাই বা এমন কি কারণ ছিল? হাজার হোক সে শক্তিশালী পুরুষ তার উপর নবাব।

শাহ আলম। নবাব ত দূরের কথা, সে যদি গোটা ভারতের অধীশ্বর হয়, তবু ভিস্তিওয়ালার ছেলেকে আমি কন্যাদান করব না। রাজ্য যায় যাক, তবু বাদশাহী রক্ত আমি কলঙ্কিত হতে দেব না।

আকবর। তোমার কি মত কোহিনূর?

কোহিনূর। অনধিকারচর্চ্চা আমি করি না দাদা। পিতার মত হলে আমার মুচির ঘরে যেতেও আপত্তি নেই।

শাহ আলম। এইজন্যই তোকে যার তার হাতে দিতে পারি না।

আকবর। না দিয়েই বা উপায় কি?

শাহ আলম। মোগলসেনা কি এতই দুর্ব্বল যে, ক্ষুদ্র একটা ভূঁইয়ার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবে না? এরা তবে করেছে কি এতদিন?

কোহিনূর। পরের সম্পত্তি লুট করেছে, পিপে পিপে মদ খেয়েছে, আর নারী নিয়ে ঢলাঢলি করেছে।

শাহ আলম। এতদিন এ কথা আমায় জানাও নি কেন ?

আকবর। জানিয়েছি, পিতা। আপনি বহুদিন এ দুর্নীতিদমনের সঙ্কল্পও করেছেন, কিন্তু—

কোহিনূর। দাদার ছক দেখে সব ভুলে গেছেন।

আকবর। পিতা, আমরা ইচ্ছা করলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য পেতে পারি।

কোহিনূর। বিদেশী বেণিয়ার জুতোর তলায় মাথা গলাতে লজ্জা নেই, যত লজ্জা প্রতিবেশী হিন্দুর সাহায্য নিতে। হিন্দু যদি বিধর্ম্মী বলেই ঘৃণার পাত্র হয়, ক্রেস্তানকে কোন লজ্জায় ঘরে ডেকে আনবে দাদা ? আপন ভাইয়ের পানির চেয়ে পরের হাতের সরাব কি এতই মিষ্টি ?

আকবর। বেরিয়ে যা অসভ্য বাচাল। রাজনীতির কথার মধ্যে কে তোকে মাথা গলাতে বলেছে ? এই মেয়েটাই রাজ্যের বিপর্য্যয় ডেকে আনবে।

শাহ আলম। বিপর্য্যয় আনবে তোমরা এই অসার সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে।

আকবর। পিতা,—

শাহ আলম। বেণিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গলা দেশটা দখল করে বসেছে, নবাব সিরাজদ্দৌলাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তারা যদি দিল্লীতে প্রবেশের পথ পায়, তাহলে যে তরবারি দিয়ে তারা আমার শত্রুকে হঠিয়ে দেবে, সেই তরবারি আমার বুকেও বসিয়ে দেবে।

আকবর। এ আপনার অমূলক সন্দেহ। একটা ধর্ম্ম ত আছে।

শাহ আলম। ধর্ম্ম ! বেণিয়ার ধর্ম্ম শুধু জমা-খরচ।

কোহিনূর। ঠিক বলেছ বাবা।

শাহ আলম। যা'ও, আজই মারাঠাদস্যু সিন্ধের কাছে লোক পাঠিয়ে দাও।

আকবর। সে আপনাকে সাহায্য করবে কেন?

শাহ আলম। বলেই দেখ না। না করে মরতেও ত পারবে।

আকবর। কিন্তু যুদ্ধ শেষে তার তরবারিও ত আপনার বক্ষ-ভেদ করতে পারে?

শাহ আলম। তবু সে দেশের ছেলে, ভাই। ক্লাইভের হাতে মরার চেয়ে তার হাতে মরা অনেক ভাল।

[প্রস্থান।

কোহিনুর। কি দাদা, দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও—

আকবর। যা—যাঃ। আমি লোক পাঠাতে পারব না।

কোহিনুর। বেশ, আমি পাঠাচ্ছি। তুমি ঘোমটা টেনে ঘরে যাও।

আকবর। আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোর মাথাটাই কেটে ফেলি।

কোহিনুর। আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে মেয়ে সাজিয়ে কাঁচের আলমারিতে বসিয়ে রাখি।

[প্রস্থান।

আকবর। মেয়ে জাতটাই সর্ব্বনেশে। এরা শৈশবে মায়ের রক্ত খায়। বাল্যে ভাইদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে, আর যৌবনে পিতার দাঁত ভাঙ্গে। উচ্ছন্ন যাক্ হতভাগী।

[প্রস্থান।

—:০:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

হোসেনের প্রবেশ।

হোসেন। মেহেদি,—

মেহেদীর প্রবেশ।

মেহেদী। হুঁজুর,—

হোসেন। সরাপ দে। [মেহেদী সরাপ দিলে হোসেন পান করিল] তুই একটু খাবি?

মেহেদী। না হুজুর।

হোসেন। খেয়ে ভাখ না ব্যাটা, এ বড় আচ্ছা চিজ্।

মেহেদী। মৌলভীর কাছে শুনেছি হুজুর, সরাব আর বিষ্ঠা সমান হুজুর।

হোসেন। সমান হুজুর? আমি তবে এ কি খাচ্ছি?

মেহেদী। ওই জিনিষটাই খাচ্ছেন, যা মানুষে খায় না, কুকুরে খায়।

হোসেন। চোপরাও বেয়াদব। আমাকে এত বড় কথা বলতে তোব সাহস হয়?

মেহেদী। হয়।

হোসেন। আমি তোকে কোতল করব।

মেহেদী। কবে সে শুভদিন আসবে হুজুর? কবে আমি এ নরক থেকে উদ্ধার পাব?

হোসেন। নরক?

মেহেদী। নরক নয়ত কি? এত বড় রাজবাড়ী, হাজার হাজার মানুষ গিস গিস কচ্ছে, এর মধ্যে কি দু' চারটে মানুষ থাকতে নেই, যারা মদ খায় না? আপনার মার কাছে গেলুম, তিনি অবশ্য মদ খান না,—তাহলে কি হয়? সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত দাবার ছক পেতে বসে আছেন; দাবার ঘুঁটিগুলো আবার কাঠের নয়, রক্ত-মাংসের। ক্রীতদাসীদের ঘুঁটি সাজিয়ে দাবা খেলা আর কোথাও আছে হুজুর?

হোসেন। আরে হতভাগা, আমাদের বংশে চিরকাল এ খেলা চলে আসছে।

মেহেদী। এমন ছোটলোকের বংশে জন্মেছেন আপনি?

হোসেন। ব্যস, আর কথা নয়, আজই তোর গর্দ্দান নেব। নে, তাড়াতাড়ি করে খেয়ে নে।

মেহেদী। গর্দ্দান যখন যাবে, তখন আর ছোটলোকের ভাত খাব না।

হোসেন। চোপরাও ব্যাটা চামার।

মেহেদী। চামার হলেও আমরা মদ খাই না হুজুর। আমরা মড়া জন্তুর চামড়া দিয়ে জুতো বানাই, আপনারা জ্যান্ত মানুষের চামড়া তুলে নিয়ে স্ফূর্ত্তি করেন।

হোসেন। উপমাটা ত বেশ দিয়েছিস। তুই অলঙ্কার-শাস্ত্র পড়েছিস?

মেহেদী। আমি কিছুই প'ড়ি নি।

হোসেন। আলবাৎ পড়েছিস। নইলে এ উপমা কোথায় পেলি?

মেহেদী। দুঃখের পাঠশালায় হুজুর।

হোসেন। তুই বুঝি বড় দুঃখি?

মেহেদী। নইলে কি এ বয়সে ছোটলোকের চাকরি করি?

মেহেদী। গীত।

হায়, দুঃখে ভরা বুক।
জনমিয়া দেখি নি গো, সুখের কেমন মুখ।
দুদিন পরে পিলে মরে ছেড়ে গেল বাপ,
রেখে গেল দেনার বোঝা হাজার অভিশাপ,
শুধু দুঃখ, শুধুই জ্বালা,
হয়েছে মোর গলার মালা,
শিখেছি যা, কেউ শেখে নি শাস্ত্র পড়ে চারি যুগ।

হোসেন। বাহ্‌রে, তুই ত বেশ গাইতে পারিস? তোর বাড়ী কোথায় ছিল?

মেহেদী। বাঙ্গলায়।

হোসেন। বাঙ্গলার কথা বলতে তোর চোখে জল এল যে?

মেহেদী। হুজুর, আমার সোনার বাঙ্গলা আজ ইংরেজরা দখল করেছে। যে ঘরে আমার মা মরেছে, বাবা মরেছে, সেখানে তারা গির্জ্জা বানিয়েছে। সাবধান শাহ্‌জাদা, বাঙ্গলা যখন গেছে, তখন আর কেউ বাদ যাবে না। এখনও যদি আপনারা বিলাসিতা না ছাড়েন, তাহলে একদিন ওই লালকেল্লায় ইংরেজের দরবার বসবে।

[প্রস্থান।

হোসেন। ইংরেজের নাম শুনলে কেন আমার মনটা এমন চঞ্চল হয়ে উঠে? ইংরেজ দেখলে কেন তার গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে হয়?

রোশেনারার প্রবেশ।

রোশেনারা। হোসেন,—

হোসেন। একি মা? তুমি এখানে? দাবা খেলা হয়ে গেছে?

রোশেনারা। আজ আর দাবাখেলা হল না।

হোসেন। সে কি মা? সূর্য্য ত আজও পশ্চিম দিকে ওঠে নি। পিতা কোথায়?

রোশেনারা। তিনিই আমায় তোমার কাছে পাঠালেন।

হোসেন। কি তাঁর আদেশ মা?

রোশেনারা। তুমি বোধহয় শোন নি বাবা, রোহিলখণ্ডের নবাব গোলাম কাদের কোহিনূরকে বিবাহ করার প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে।

হোসেন। 'গোলাম কাদের'—বললে না? সেই ভিস্তিওয়ালার ছেলে ত?

রোশেনারা। হ্যাঁ, তার বাবা আমাদের বাগানে জল দিত।

হোসেন। তা দিক। কিন্তু লোকটা বড় কুৎসিত মা, আর স্বভাবটা তার চেয়েও কুৎসিত। তোমার অমন মেয়েকে এমনি একটা গর্দ্দভের হাতে দিয়ে দেবে?

রোশেনারা। না হোসেন, আমার প্রাণ থাকতে তা দেব না। সম্রাট তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হোসেন। বেশ করেছেন।

রোশেনারা। কিন্তু এ অপমান সে নীরবে সইবে না হোসেন।

হোসেন। অপমান আবার কি? আমার মেয়ে, আমি দেব না, ব্যস।

রোশেনারা। সে তা বুঝবে না। খুব সম্ভব সে দিল্লী আক্রমণ করবে।

হোসেন। আনন্দের কথা।

রোশেনারা। তার আক্রমণ রোধ করার ক্ষমতা বোধহয় আমাদের নেই।

হোসেন। না হয় রাজ্যটা নেবে।

রোশেনারা। শুধু রাজ্য নয়, কোহিনূরকেও জোর করে বিবাহ করবে।

হোসেন। তাহলে কি করতে চাও? মেয়েটাকে আগে থেকেই মেরে রেখে দেবে? মারবে কে? আমি?

রোশেনারা। ওরে, না—না, আমরা চাই এখনি তার বিবাহ দিতে।

হোসেন। এমন অসময়ে পাত্র কোথায় পাবে?

রোশেনারা। পাত্র আমার ঘরেই আছে।

হোসেন। কে?

রোশেনারা। তুমি।

হোসেন। তোবা! তোবা! বসো মা, বসো; সুস্থ হও। দাবা ত আজ খেল নি, তবে মাথাটা এমন গরম হল কেন মা? এখানে পাখাও নেই যে হাওয়া করি।

রোশেনারা। কি বাজে বকছ বাবা? তোমার জবাবের উপর মেয়েটার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে; বিবাহ হয়ে গেলে গোলাম কাদের বোধহয় আর এদিকে পা বাড়াবে না।

হোসেন। অতএব হোসেন, তুমি কোহিনূরকে বিবাহ কর।

রোশেনারা। কেন বাবা, সে কি তোমার অযোগ্য?

হোসেন। কি বলছ পাগলের মত? ভাইবোনে বিয়ে!

রোশেনারা। কেন, চাচাত ভাইবোনে বিবাহ তুমি আর দেখ নি?

হোসেন। চাচাত হোক, আর মামাত হোক, জন্মের পর থেকে সে তোমাকে বলছে 'মা', পিতাকে বলছে 'বাবা'। কত তাকে মেরেছি, কত কোলে করে বেড়িয়েছি; কত ভাবে তাকে কল্পনা করেছি; কিন্তু স্ত্রী বলে ত কখনো ভাবি নি মা।

রোশেনারা। এইবার ভাব।

হোসেন। ছি মা, ছি! তোমার দুধ সেও খেয়েছে, আমিও খেয়েছি। এক মায়ের সন্তান আমরা, আমি তার দুধুভাই।

কোহিনূরের প্রবেশ।

কোহিনূর। ছোড়দা,—

হোসেন। দুধুভাই বল ছুঁড়ি।

কোহিনূর। দুধুভাই বলব কেন?

হোসেন। নইলে তুই গেলি।

কোহিনূর। কোথায় গেলুম।

হোসেন। জাহান্নামে।

রোশেনারা। কি পাগলামি কচ্ছ হোসেন?

হোসেন। ওই দেখ, মা এখনও হাল ছাড়েন নি। বল ভাই, দুধুভাই বল।

কোহিনূর। দুধুভাই।

হোসেন। ব্যস—ব্যস, আর ভয় নেই। এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে শোন,—মা আমায় বলছেন, তোকে বিয়ে করতে।

কোহিনূর। ছি-ছি,—

হোসেন। তোর কোন ভয় নেই। ওই যে বললি 'দুধুভাই', ব্যস্, ওতেই হয়ে গেল।

রোশেনারা। তাহলে সম্রাটকে আমি কি বলব হোসেন?

হোসেন। বলবে যে ভাইবোনে বিয়ে হয় না।

রোশেনারা। হতভাগা ছেলে, তাহলে পাত্র এনে দে, আমি দুদিনের মধ্যে বিবাহ দেব।

হোসেন। আচ্ছা, আমি চললুম, পাত্র না নিয়ে আমি ফিরছি না।

কোহিনূর। দাঁড়াও। পাত্র পরেও পাবে। এখন তোমাকে মারাঠাদস্যু শিন্ধের কাছে যেতে হবে।

রোশেনারা। কেন? দস্যুর কাছে যাবে কেন?

কোহিনূর। সম্রাটের নাম করে তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করতে।

রোশেনারা। এরা কি সবাই পাগল হয়েছে? একে দস্যু, তার উপর শত্রু, তার উপর হিন্দু। তার সাহায্য চাইবেন দিল্লীর বাদশাহ?

কোহিনূর। এ ছাড়া কোন উপায় নেই মা।

রোশেনারা। উপায় না থাকে, আমরা সবাই মিলে মরতেও কি পারব না?

হোসেন। মরতে আমার বিশেষ আপত্তি আছে।

রোশেনারা। তাবলে একটা হিন্দুর সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে?

কোহিনূর। কোকিল কালো, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর কালো নয় মা।

রোশেনারা। তার সাহায্যে রাজ্যটা যদি রক্ষা পায়, সে নিজেই হয়ত কোহিনূরকে চাইবে।

হোসেন। না মা, তা সে চাইবে না। হিন্দুরা সব ছাড়তে পারে, কিন্তু সমাজ ছাড়বে না।

কোহিনূর। তুমি যাও মা, এ সম্রাটের আদেশ।

রোশেনারা। আমি জানি, দাবা না খেললে ওঁর মেজাজ ঠিক থাকে না। যা ইচ্ছা, তোমরা কর; কিন্তু কোন হিন্দুকে যেন আমার হারেমে ঢুকিও না।

[প্রস্থান।

হোসেন। গোলাম কাদের নিজে এসেছিল?

কোহিনূর। না, তার সৈন্যাধ্যক্ষকে পাঠিয়েছিল।

হোসেন। সৈন্যাধ্যক্ষটি কে?

কোহিনূর। সেই যে কি নাম,—আল—আল—আলমামুন।

হোসেন। বিখ্যাত যোদ্ধা আলমামুন। সেই অপরূপ সুন্দর যুবক? তুই দেখেছিস তাকে?

কোহিনূর। তা দেখেছি।

হোসেন। আচ্ছা ভাই কোহিনূর, এই সোজা নামটা বলতে তুই দু'বার হোঁচট খেলি কেন? আর তোর মুখখানাই বা এমন লাল হয়ে উঠল কি কারণে?

কোহিনূর। কি বাজে বলছ?

হোসেন। বল না ভাই লক্ষীটি,—তুই কি তাকে মনে মনে—

কোহিনূর। আবার?

হোসেন। বড় কঠিন কাজে হাত দিয়েছিস দিদি। তবে শালা বড় সুন্দর। তোর সঙ্গে বেশ মানাবে। আচ্ছা, তুই ভাবিস নি। আমি ঘটকালি করব। আমি চললুম। তুই আমার চাকরটাকে দেখিস, ও বড় দুঃখী।

[প্রস্থান।

কোহিনূর। ভাইজানের মুখ রেখো খোদা।

খোদাবক্সের প্রবেশ।

খোদাবক্স। ও কেডা? দিদি? সেলাম দিদি সেগাম। হ্যাদে, কত বড় হয়েছে দেখ। দশ বছর দেখি নি কিনা। মুই ভেবেছিনু, সেই এত্তটুকখানিই রয়ে গেছ তুমি। হেঃ-হেঃ-হেঃ।

কোহিনূর। তুমি কে?

খোদাবক্স। কও দি, আমি কে? তা আর বলতি হয় না। যাচ্ছিনু এই পথে, ভাবনু—হ্যাদে, আমা'র দিদিকে একবার দেখে যাই। তুমি আর কি জানবে বল? কিচ্ছুটি ত আর মনে নেই। কত আমি ঘোড়া সেজেছি, কত তুমি আমার পিঠে চড়েছ, কাম করতে দিয়েছ নাকি ছাই? কত বকা খেয়েছি বড় শাহাজাদার কাছে। জাঁহাপনা বলতেন,—"তুই ব্যাটা মেয়েটাকে নিয়ে কবরে যাবি।"

কোহিনূর। তুমি লোকটা কে? এখানে এলে কি করে?

খোদাবক্স। এনু কি করে? শোন কথা। বুড়ো খোদাবক্সকে না চেনে কেডা? উজীর, নাজির, সেপাই,—শাস্ত্রী—তোমাদের দোয়ায় কেউ মোরে আটকায় না।

কোহিনূর। তুমি এখানে আগে চাকরি করতে বুঝি?

খোদাবক্স। চাকরি না ছাই? তোমার ঘোড়া সাজব না বাগানে জল দেব?

কোহিনূর। তুমি—তুমি–

খোদাবক্স। আমি খোদাবক্স ভিস্তিওয়ালা—তোমার সেই বুড়ো ভাইজান। হেঃ-হেঃ-হেঃ। আসতে আসতে ভাবনু, দিদির জন্নে কি আর নোব? গোটা দুই লাড্ডু নিয়ে যাই। এই যে, ওঃ—খাও দিদি, খাও।

কোহিনূর। তুমি নবাব গোলাম কাদেরের পিতা?

খোদাবক্স। আরে দুত্তোর নবাব! ব্যাটা আমাকে শুদ্ধ দামী জামা জুতো পরিয়ে নবাব বানিয়ে দিলে। গা কুটকুট করে, গরমে মরি। এক ফাঁকে দে ছুট; একজন মানষির সাথে জামা-কাপড় বদল করে তবে রক্ষে। আর আমি সেখানে যাই? এ বলে 'হুজুর' ও বলে 'জনাব', ধুত্তোর জনাবের নিকুচি করেছে।

কোহিনূর। আশ্চর্য্য !

খোদাবক্স। কই, জাঁহাপনা কোথায় ?

শাহ আলমের প্রবেশ।

শাহ আলম। শোন হোসেন। কে ?

খোদাবক্স। আমি জাঁহাপনা,—খোদাবক্স। সেলাম।

শাহ আলম। তুমি এখানে কি মনে করে ?

খোদাবক্স। দিদিকে দেখতে এনু, আর মাইনেটা নিতে এনু।

শাহ আলম। সে কি খোদাবক্স, তোমার ছেলে নবাব—

খোদাবক্স। ছেলে নবাব, আমি ত আপনার গোলাম জনাব। দিন, মাইনে দিন। দশ বছরে হল গিয়ে একশো কুড়ি মাস। পাঁচ টাকা করে মাইনে হলে কত হয় দিদি ?

কোহিনুর। ছ'শো টাকা।

খোদাবক্স। আর বকেয়া ছেল পাঁচ টাকা। কত হল ?

কোহিনূর। ছ'শো পাঁচ।

খোদাবক্স। দিন জাঁহাপনা, আবার ও-মাসে আসব।

কোহিনুর। কাজ না করেই বেতন নেবে ?

খোদাবক্স। কাজ ত কখনও করি নি দিদি, তবু মাইনে কাটা যায় নি। যতদিন বাঁচব, এমনি করেই মাইনে নিয়ে যাব।

শাহ আলম। আজব দুনিয়া কোহিনূর। নবাবের পিতা এসেছে আমার কাছে গোলামীর বেতন নিতে, আর নবাব চায় আমার কন্যাকে বিবাহ করতে।

খোদাবক্স। কি বললেন ? কোন নবাব ?

শাহ আলম। তোমার পুত্র গোলাম কাদের।

খোদাবক্স। কি চায় বললেন?

শাহ আলম। আমার কন্যা এই কোহিনূরকে বিবাহ করতে চায়।

খোদাবক্স। আমার দিদিকে? মুখটা তার খসে গেল না? আমার বাপ আপনার চাকরি করেছে, আমি এখনও চাকরি করছি, আর আমার ছেলে—ছি-ছি-ছি, এ কথা শুনে যে আমার মরতে ইচ্ছে হচ্ছে। আপনি কি তাকে বলেছেন জনাব?

শাহ আলম। আমি তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি।

কোহিনূর। কিন্তু আর যা বলেছ, তা না বললেই ভাল হত।

শাহ আলম। খোদাবক্স, খাজাঞ্চির কাছ থেকে বেতন নিয়ে যাও। এই বোধহয় আমার বেতন দেওয়া শেষ।

খোদাবক্স। কেন জাঁহাপনা?

শাহ আলম। গোলাম কাদের দিল্লী আক্রমণ করতে আসছে।

খোদাবক্স। আপনি তার মাথাটা কেটে নিতে পারবেন না?

কোহিনূর। শক্তি নেই খোদাবক্স। রাজ্য যাবে, পিতাকেও হয়ত বন্দী করবে,—

শাহ আলম। কোহিনূরকে হয়ত জোর করে বিবাহ করবে।

খোদাবক্স। না—না, তা হবে না। এমন বেহেস্তের পরী আমার ছেলের হাতে তুলে দেবেন না জাঁহাপনা। আমার ছেলেকে আমি চিনি, সে যেমন কুচ্ছিৎ, তেমনি শয়তান। তার চেয়ে আর যদি কিছু না পারেন, ওর বুকে ছুরি বসিয়ে—না-না, তাই বা কি করে হবে?

শাহ আলম। যা হয় হোক, আর ভাবতে পারি না।

খোদাবক্স। জাঁহাপনা, হাজার হোক, আমি তার বাপ। আমার মরণ সে চাইবে না। আমাকে আপনি জামিন রাখুন। যদি সে সত্যিই আসে, আমার মাথাটা নিয়ে,—

শাহ্ আলম। আজব দুনিয়া কোহিনূর।

কোহিনূর। তুমি চলে যাও ভাইজান। তোমার মাথা জামিন রেখে যদি যুদ্ধ করতে হয়, সে জয় আমরা চাই না।

শাহ আলম। তার চেয়ে তুমি খোদাকে ডাক। আমাদের ডাক তাঁর কাছে পৌঁছায় না, তোমার ডাক তিনি নিশ্চয়ই শুনবেন।

খোদাবক্স। খোদা, রক্ষা কর; খোদা রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

কোহিনূর। চল বাপজান।

শাহ আলম। তুমি ঠিক বলেছ কোহিনূর। বিলাসিতা আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। চারিদিকে বিলাসের স্রোত, কর্ম্মের উন্মাদনা কোথাও নেই। সৈনিক অস্ত্র ধরতে জানে না, মুন্সীর কলম ধরতে হাত কাঁপে; উজির, নাজির, আমির, ওমরাহ্ সবাই নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। গোলাম কাদের যদি বা ফিরে যায়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফিরবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি, ক্লাইভ বাঙ্গলা দেশে বসে শ্যেনদৃষ্টিতে দিল্লীর দিকে চেয়ে আছে। ওঃ, যৌবনটা যদি ফিরে পেতুম।

গীতকণ্ঠে দরবেশের প্রবেশ।

দরবেশ। **গীত।**

ঘুমের ঘোরে রইবি কত, ওঠরে মায়ের ছেলের দল,
আঁখি মেলে দেখ্ না চেয়ে মায়ের চোখের অশ্রুজল।
জোরসে তোদের বোনের শাড়ি,
ফিরিঙ্গিরা নিচ্ছে কাড়ি,
তোদের ভায়ের মাথা কেটে রক্তে ধোয়ায় চরণতল।
হাহাকারে ফাটছে ধরা,
তোরাই কি সব জ্যান্তে মরা?
আগুনে যার জ্বলছে দেহ, কোন লাজে সে ঘুমায় বল।

শাহ আলম। কি দরবেশ, কোথা থেকে আসছ?

দরবেশ। বাঙ্গলা থেকে। সাবধান সম্রাট, সাবধান, ফিরিঙ্গিরা বাঙ্গলা নিয়েছে, এরপর গোটা ভারতই জয় করবে। বাঙ্গলার মাটিতে ক্লাইভকে দেখলুম। চোখ দুটো তার এইদিকে, হাতে গোটা ভারতের মানচিত্র! সাবধান।

[প্রস্থান।

কোহিনূর। এস বাপজান।

শাহ আলম। তোরা তিন ভাইবোনে ঘা দিয়ে আমার যৌবনটা ফিরিয়ে আনতে পারিস মা? আমি ফিরিয়ে আনব আমার হারানো সাম্রাজ্য, ফিরিয়ে আনব আকবর-আলমগীরের জগদবিশ্রুত গৌরব। ধ্বংস করব এই বিলাসের রঙিন প্রাসাদ, গড়ে তুলব তুষারশুভ্র আর একটা কর্ম্মের তাজমহল!

[কোহিনূর সহ প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ।

চিত্রহস্তে গোলাম কাদেরের প্রবেশ।

গোলাম। শোভানাল্লা! এমন খাপসুরত মেয়ে আমার জীবনে কখনও দেখি নি। নূরজাহান এঁর কাছে কোন ছার! নাদিরশাহ যে কোহিনূর নিয়ে গেছে, তার চেয়ে দামী এই রক্ত-মাংসের কোহিনূর। একে আমার চাই।

গীতকণ্ঠে বাঈজীর প্রবেশ।

বাঈজী। **গীত।**

চাইলে কি সব মেলে?
দুনিয়াটা অলে যেত সব চাওয়াটি পেলে।

গোলাম। তার অর্থ?

বাঈজী। **পূর্ব্ব-গীতাংশ।**

সবাই ভেসে বানের জলে,
আসেনি দুনিয়াতলে,
মোদের মত দেয়নি সবাই কূলের মুখে মুড়ো জেলে।

গোলাম। ভাল গান গা। [কশাঘাত]

বাঈজী। **পূর্ব্ব-গীতাংশ।**

সকল সাপই নয়কো ঢোঁড়া,
কেউটে আছে বিষে পোরা,
গোখরো আছে ল্যাজ মাড়ালে, কবরখানায় দেবে ঠেলে।

গোলাম। মাসে মাসে কাঁড়ি কাঁড়ি মাইনে দিই এইসব গান শোনবার জন্তে? [কশাঘাত] .

খোদাবক্সের প্রবেশ।

খোদাবক্স। এই কেন মাচ্ছিস মেয়েটাকে? আরে মলো, এইটুকুটুকু মেয়ে, বাপ-মা ছেড়ে চাকরি করতে এয়েছে, ওকে এমনি করে চোরের মার? কাঁদিস নি মা, কাঁদিস নি, এই নে টাকা। [টাকার থলে দিল] বল এইবার, "খোদা, রক্ষে কর"।

বাঈজী। খোদা রক্ষে কর, খোদা রক্ষে কর।

[প্রস্থান।

গোলাম। তুমি আবার কোত্থেকে আসছ বাবা? এতদিন ছিলে কোথায়?

খোদাবক্স। রাস্তায়।

গোলাম। আবার রাস্তায়ই যাও।

খোদাবক্স। যাব না ত কি। তোর রুটি আমি খাব ভেবেছিস? তার চেয়ে ছাই খাব।

গোলাম। তবে কেন এসেছ তুমি? আমার মান-মর্য্যাদা রেখে যদি প্রাসাদে থাকতে না পার, বেরিয়ে যাও এই মুহূর্ত্তে।

খোদাবক্স। কি আমার মান রে! ব্যাটা ভিস্তিওয়ালার ছেলে নবাব হয়েছে; কত তার মান!

গোলাম। ভিস্তিওয়ালা তুমি, আমি নই।

খোদাবক্স। কার নুন খেয়ে মানুষ হয়েছিস ব্যাটা? বাদশার রুটি এখনও যে পেটে বজ্ বজ্ কচ্ছে। তার সঙ্গে নেমকহারামি?

গোলাম। নেমকহারামি কিসে হল?

খোদাবক্স। হল না? তার মেয়েকে তুমি সাদি করতে চাও' ব্যাটা? কাঙালের ঘোড়া রোগ! তোর বাপ দিনে দশবার তার জুতো সাফ করেছে, ঘোড়া সেজে তাকে পিঠে চড়িয়েছে, হররোজ তার চাবুক খেয়ে হেসেছে,—তুই চাস তাকে সাদি করতে?

গোলাম। হ্যাঁ, চাই।

খোদাবক্স। ব্যাটার যেমন মোষের চেহারা, তেমনি মোষের বুদ্ধি।

গোলাম। যাও,—কথা বাড়িও না।

খোদাবক্স। চলে আয় বলছি। বাদশার পায়ে ধরে মাপ চেয়ে নিবি, আর তার মেয়ের পায়ের ধুলো জিভ দিয়ে চাটবি। চলে আয় ছোটলোকের বাচ্ছা।

গোলাম। তুমি বেরুবে কিনা?

খোদাবক্স। চাবুক দেখাচ্ছিস কি শূয়ার? মারবি না কি? মার দেখি, তুই কতবড় নবাব হইছিস! অসভ্য, ছোটলোক, ইতর, নিজের কানে তুই শুনিস নি, আমি বলি তাকে দিদি, সে বলে আমায় ভাইজান? শরমে আমার মাথা কাটা গেছে, বাদশার মুখের দিকে আমি চাইতে পার'ব নি।

গোলাম। কোথায় দেখলে তুমি বাদশাকে?

খোদাবক্স। কেন, তার ঘরে। আমি যে মাইনে আনতে গিয়েছিনু।

গোলাম। কি? কি আনতে গিয়েছিলে?

খোদাবক্স। মাইনে। দশ বছরের বকেয়া ছশো, আর এ মাসের পাঁচ টাকা।

গোলাম। সেই টাকাই বুঝি বাঈজীকে দিলে? কে তোমাকে বেতন আনতে বলেছিল?

খোদাবক্স। বলবে আবার কে? তুই ব্যাটা নবাব, আমি এখনও বাদশার গোলাম, সারাজীবনই তার কাছ থেকে মাইনে নেব।

গোলাম। ওঃ—এ হীনতাও আমাকে সইতে হল? এর চেয়ে তোমার মৃত্যু হোল না কেন? যাও,—মুহূর্তে বেরিয়ে যাও। আমি ভুলে যাব যে তুমি আমার পিতা।

খোদাবক্স। আমিও ভুলে যাব যে তুই আমার ছেলে। ডাক্ শয়তান তোর মাকে ডাক। আমি তাকেও নিয়ে যাব।

গোলাম। কোথায়?

খোদাবক্স। রাস্তায়।

গোলাম। নবাবের মা ভিক্ষুকের সঙ্গে যাবে না।

খোদাবক্স। নবাবের মা! ঘুঁটেকুড়ুনী আজ নবাবের মা হয়েছে। থাক তার নবাব ছেলে নবাবী নিয়ে; আমি যখন তার খসম, আমার সঙ্গেই তার যেতে হবে। আমি বাদশার বাগানে জল দেব, আর সে ঝাঁট দেবে।

নসীবনের প্রবেশ।

নসীবন। কোন্ দুঃখে? খাওয়া পরার অভাব আছে কিছু?

খোদাবক্স। আরে না-ই থাক অভাব। ওর রুটি তুই খেতে পাবি নে।

নসীবন। কেন, ওর দোষটা কি?

খোদাবক্স। শুনিস নি কিছু? ব্যাটা বাদশার মেয়েকে সাদি করতে চায়।

নসীবন। তা-নবাবের ঘরে বাদশার মেয়ে না হলে মানাবে কেন?

খোদাবক্স। ওঃ—নবাবের মায়ের নবাবীটে দেখ। বাদশার

মেয়েকে ঘরে আনবে! আরে জাতের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। সে মেয়ের রূপ দেখেছিস? পরীর বাচ্ছা!

নসীবন। পরীর বাচ্ছাই আমি চাই।

খোদাবক্স। সে তোর মোষমার্কা ছেলেকে বিয়ে করবে কেন?

গোলাম। বাবা,—

নসীবন। ভদ্রলোকের মত কথা না বলতে পার, রাস্তায় গিয়ে মর!

খোদাবক্স। ভিস্তিওয়ালার পরিবার ভদ্দর লোক হয়েছে। সাজ দেখ একবার। যেন কয়লার গাড়িতে আগুন লেগেছে! খোল সাজ, চলে আয়।

নসীবন। আমি এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে ছেড়ে কোথায় যাব?

খোদাবক্স। তোর খসম আগে, না ছেলে আগে?

নসীবন। ছেলে আগে।

খোদাবক্স। তবে থাক মাগি, থাক; বুঝবি এর পরে ঠ্যালা। ছেলে যখন তোকে এমনি করে চুলের মুঠি ধরে—[চুলের মুঠি ধরিল, নসীবন কাদেরের চাবুক লইয়া স্বামীর পৃষ্ঠে আঘাত করিল]

গোলাম। কি কচ্ছ মা?

নসীবন। কুকুরটাকে বের করে দে।

খোদাবক্স। আমি কুকুর? হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস তুই নসীবন। আমি কুকুর বলেই তোর পেটে এমন কুকুর জন্মেছে।

[প্রস্থান।

গোলাম। মান-অপমান-বোধ কি তোমাদের এখনও হল না? অসভ্যের মত দিনরাত চিৎকার করবে, আর যা করতে নেই তাই করবে? চাবুক না মেরে মুখে বলতে পারলে না?

নসীবন। মুখের কথার মানুষ নাকি?

গোলাম। যাও, ভেতরে যাও, দাসী চাকরগুলো হাঁ করে চেয়ে আছে।

নসীবন। চেয়ে আছে? আচ্ছা, যাচ্ছি আমি, সবার চোখ গেলে দেব। তুমি বাপু শীগগির করে বাদশার মেয়েকে ঘরে নিয়ে এস। বাদশার মেয়ে পা না টিপলে আমার আর ঘুম হবে না।

[প্রস্থান।

গোলাম। কি আমার অপরাধ? ভিস্তিওয়ালার ছেলে কি ভিস্তিওয়ালাই হবে? সে কি কখনও জাতে উঠতে পাবে না। কর্ম্মবলে সে যদি নবাবী অর্জ্জন করতে পারে, বাদশার মেয়েকে বিবাহ করার যোগ্যতা তবু কি তার হবে না?

আলমামুনের প্রবেশ।

আল্‌মামুন। না জনাব।

গোলাম। কে বললে?

আল্‌মামুন। দিল্লীর সম্রাট।

গোলাম। কন্যা দেবে না?

আল্‌মামুন। না।

গোলাম। বললে যে, ভিস্তিওয়ালার ছেলের হাতে আমি কন্যা-দান করব না? বললে যে, কৃষ্ণকায় কুৎসিত গোলাম কাদেরের জন্য এমন আশমানের পরীর জন্ম হয় নি? কি, কথা বলছ না যে আল্‌মামুন? আরও বলেছে না যে, ভিস্তিওয়ালার কিছু বেতন বাকি আছে, তার ছেলেকে নিয়ে যেতে বলো?

আল্‌মামুন। জাঁহাপনা—

গোলাম। অন্তর্য্যামী, কেমন? না আল্‌মামুন, আমি এই বাদশাহী বংশকে চিনি। এরা ভাঙ্গে, তবু মচকায় না। শাহ আলমের সর্ব্বস্ব গেছে, যায় নি বিলাসিতা আর বাদশাহী অহংকার। আজও এরা

ক্রীতদাসীদের ঘুঁটি সাজিয়ে দাবা খেলে। ইংরেজ আসছে, শাহ্ আলমের টুঁটি টিপে দিল্লীর মসনদ কেড়ে নেবে, গোটা ভারতে বিদেশী বেণিয়ার রাজত্ব কায়েম হবে। আমি তা হতে দেব না। দিল্লীর সিংহাসন আমার চাই—আশমানের হুরী কোহিনূরকে আমার চাই।

আল্‌মামুন। অসমানের বিবাহ কখনও সুখের হয় না।

গোলাম। অসমান! ইসলামধর্মে কখনও অসমতা নেই। আমীর আর ফকিরের একই আসন। অসাম্য যারা জিইয়ে রাখতে চায়, তারা ইসলামের শত্রু।

আল্‌মামুন। আমি ভাবছিলুম,—

গোলাম। ভাবনার কিছু নেই, সৈন্যচালনা কর।

আল্‌মামুন। আমায় দয়া করুন জনাব, আর কোন সৈন্যাধ্যক্ষের উপর সৈন্যচালনার ভার দিন।

গোলাম। কেন? মোগল-বাদশাহ তোমার জ্ঞাতি বলে? জ্ঞাতি সেদিনও ছিল, যেদিন তার কাছে আশ্রয় না পেয়ে আমার সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলে। তখন ত এ কথা বল নি যে জ্ঞাতির বিরুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করব না?

আল্‌মামুন। এ কথা আমি কল্পনাও করি নি।

গোলাম। আজ কল্পনা কর। আপত্তি আমি শুনব না আল্‌মামুন। জ্ঞাতির বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করতে হবে।

আল্‌মামুন। তাতে আপনার জয় নাও হতে পারে।

গোলাম। অর্থাৎ, আমার শিলনোড়া দিয়ে তুমি—আমারই দাঁতের গোড়া ভাঙবে। প্রবৃত্তি হয়, তাই কর, ইতিহাসের পাতায় কলিজার রক্ত দিয়ে আমিও লিখে যাব যে, মোগল-বাদশাহী বংশ শুধু বিলাসী নয়,—বেইমান।

আলমামুন। থাক, থাক জনাব, আমি যাচ্ছি। দিল্লীর মসনদ আমি অধিকার করে দেব, কিন্তু আমার একটা অনুরোধ,—

গোলাম। অনুরোধটা বোধহয় এই যে শাহাজাদীকে আমি বিবাহ করব না?

আলমামুন। জাঁহাপনা সর্ব্বজ্ঞ।

গোলাম। সর্ব্বজ্ঞ জাঁহাপনার সৈন্যাধ্যক্ষ এই আশ্বাস নিয়ে যেতে পারেন যে, গোলাম কাদের শাহাজাদীকে বিবাহ করবে সত্য, কিন্তু তার অসম্মতিতে তাঁকে নিয়ে ঘর করবে না। আমার প্রাসাদের সর্ব্বোচ্চ কক্ষে আমি তাঁকে শাহাজাদীর মতই স-সম্মানে সাজিয়ে রাখব। ছমাস পরেও যদি তিনি আমাকে গ্রহণ করতে না চান, আমি তাঁকে তালাক দেব। তখন আলমামুন তাকে ইচ্ছে করলে নিকে করতে পারবেন।

আলমামুন। এ আপনি কি বলছেন?

গোলাম। শাহাজাদীকে দেখে এসেছ বোধহয়? চোখে প্রেমের সুর্ম্মা লেগেছে। দেখ, যেন যুদ্ধের সময় সুর্ম্মায় চোখের তারা ঢেকে না যায়। রূপের সেবা রাত্রের অবসরেই ভাল, দিনের কাজের মধ্যে নয়। [প্রস্থান।

আলমামুন। লোকটা যেমন কুৎসিত, তেমনি শয়তান। এই প্রাসাদে বসে একটা চোখ দিয়ে গোটা পৃথিবীটাকে দেখতে চায়! এর যদি দুটো চোখ থাকত, তাহলে বোধহয় দুনিয়ায় আর কোন রাজা থাকত না। কিন্তু আমি শাহাজাদীকে—না—না, এ সম্পূর্ণ মিথ্যা। [মাটি হইতে কোহিনূরের ছবি তুলিয়া লইল] কার তসবীর? শাহাজাদীর নয়? রূপ বটে! কোহিনূর সত্যই কোহিনূর। [দেখিতে লাগিল]

[গোলাম কাদের আসিয়া আলমামুনের পশ্চাতে দাঁড়াইল, নিঃশব্দে আলমামুনের হাত হইতে ছবি লইয়া তরবারি তুলিয়া দিল; আলমামুনের সলজ্জভাবে প্রস্থান। গোলাম কাদের হাসিয়া প্রস্থান করিল।]

চতুর্থ দৃশ্য।

শিবির।

সিন্ধিয়া ও রঘুপন্থের প্রবেশ।

সিন্ধিয়া। ছাউনি তোল রঘুপন্থ।

রঘুপন্থ। সে কি?

সিন্ধিয়া। ভুল করেছি। এ দেশ আমরা লুণ্ঠন করব না।

রঘুপন্থ। কারণ?

সিন্ধিয়া। এ অযোধ্যা, এইখানে একদিন রামচন্দ্র রাজত্ব করতেন; দেখ,—দেখ, জন্মদুঃখিনী সীতার অশ্রুজলে এখনও এর মাটি সিক্ত হয়ে আছে। মারাঠাদস্যু সিন্ধের আগমন সংবাদ শুনে অযোধ্যাবাসীরা ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাচ্ছে, অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী বুঝি নিঃশ্বাস ফেলছেন। থাক, থাক, অযোধ্যা সুখে থাক; এর এক কণা শস্য নিয়েও আমি হস্ত কলঙ্কিত করব না। ছাউনি তোল রঘুপন্থ।

রঘুপন্থ। তাহলে এখন আমরা কোনদিকে যাব?

সিন্ধিয়া। বাঙ্গলার দিকে।

রঘুপন্থ। বাঙ্গলায় আর আছে কি? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে প্রজারা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে।

সিন্ধিয়া। প্রজারা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে, কিন্তু জগৎশেঠের ধন-ভাণ্ডার ত শূন্য হয় নি, রাজবল্লভ, উমিচাঁদের শয়তানির লভ্যাংশ কোটি কোটি টাকা ত ফুরিয়ে যায় নি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজকোষ আর হেষ্টিংসের চুরি করা অর্থ সবই ত বিলেতে চালান হয়ে যায় নি রঘুপন্থ।

রঘুপন্থ। আপনি কি বাঙ্গলার উপর ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার প্রতিশোধ নিতে চান?

সিন্ধিয়া। না রঘুপন্থ, নিরীহ বাঙালীর সোনার ক্ষেতে বর্গীর পঙ্গপাল ছেড়ে দিয়ে ভাস্কর পণ্ডিত যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিলেন, মৃত্যু দিয়ে তিনি তার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। আমরা যাব আরও প্রায়শ্চিত্ত করতে, বাঙ্গালীর নুন খেয়ে যারা বাংলার বুকে ছুরি বসিয়েছে, তাদের টাকার গাদিতে বসে দাঁত বার করে হাসতে আমরা দেব না। চল।

রঘুপন্থ। বাঙ্গলায় না গেলে ভাল হত সর্দার।

সিন্ধিয়া। কেন?

রঘুপন্থ। দিল্লীর সম্রাট আপনাকে ধরবার জন্য চারিদিকে জাল পেতেছে। আজ পর্য্যন্ত আপনাকে কেউ বন্দী করতে পারে নি। কিন্তু হেষ্টিংস—

সিন্ধিয়া। আমাকে বন্দী করবে? তারপরও তার কাঁধে মাথাটা থাকবে? তবে তুমি আছ কি করতে রঘুপন্থ?

রঘুপন্থ। সর্দারজি, ইংরেজরা সংখ্যায় ক্ষুদ্র, কিন্তু শক্তিতে ক্ষুদ্র নয়। আর এই হেষ্টিংস যেমন কুটিল, তেমনি নিষ্ঠুর।

সিন্ধিয়া। তাহলে চল, আগে হেষ্টিংসের লোহার সিন্দুকটাই হাল্কা করে দিই, তারপর জগৎশেঠের আতিথ্য গ্রহণ করব।

রঘুপন্থ। আমি ভাবছি, সম্রাট শাহ আলম—

সিন্ধিয়া। শাহ আলম আমাকে দেখবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর কয়েকটি রাজ্য আমি লুণ্ঠন করেছি কি না। তাঁর সাধও আমি অপূর্ণ রাখব না। বাঙ্গলার কাজ শেষ করেই আমি তাঁর সঙ্গে দিল্লী গিয়ে সাক্ষাৎ করব।

রঘুপন্থ। সাক্ষাৎ করবেন? দিল্লীশ্বরের সঙ্গে?

সিন্ধিয়া। হ্যাঁ। তার কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে। বিলাসী অকর্ম্মণ্য সম্রাটের হাত থেকে সে সম্পদ ইংরেজরা ছিনিয়ে নেবে। সুতরাং আমি তা আমার রাজভাণ্ডারে এনে নিরাপদে রক্ষা করব। কি বল ?

রঘুপন্থ। আপনি যে কি বলেন, আমি বুঝতে পারি না। সম্রাট যদি আপনাকে বন্দী করেন, তাহলে কি হবে ?

সিন্ধিয়া। প্রাণদণ্ড হবে।

রঘুপন্থ। প্রাণদণ্ড !

সিন্ধিয়া। আমার নয়, তাঁর।

রঘুপন্থ। এ আপনার অসম্ভব কল্পনা।

সিন্ধিয়া। মারাঠাদস্যু মহাদাজি সিন্ধিয়ার অভিধানে অসম্ভব শব্দ নেই। সম্রাট শাহ আলম ভেবেছেন, দু দশটা গুপ্তচর পাঠিয়ে আমায় বন্দী করে নিয়ে যাবেন। গোটা ভারতবর্ষই যখন আমার শত্রু, তখন আমার রক্ষার জন্য একখানা তরবারিও গর্জ্জে উঠবে না। সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে ঢাকঢোল বাজিয়ে আমাকে বধ্যভূমিতে জবাই করে রাজ্যটা নিষ্কণ্টক করবেন। তাঁর বধ্যভূমিতে আমি তাঁকেই বলি দেব।

সৈনিকসহ তোসেনের প্রবেশ।

রঘুপন্থ। এ আবার কে ?

সৈনিক। এই লোকটা আমাদের শিবির প্রদক্ষিণ কচ্ছিল, দশ-জন শাস্ত্রী একে বন্দী করবার জন্য একসঙ্গে আক্রমণ করে। এ ব্যক্তি একাই দশজনকে শুইয়ে দিয়েছে। তারপর নিজেই এসেছে শিবিরের মধ্যে ; কারও নিষেধ শুনলে না।

রঘুপন্থ। [তরবারি বাহির করিলেন] সর্দ্দারজি ! এ নিশ্চয়ই সম্রাটের গুপ্তচর। আমি একে হত্যা করব।

সিন্ধিয়া। তার আগে শাস্ত্রীদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা কর।

রঘুপন্থ। যাও সৈনিক। শিবিরের চারিদিকে যেন কড়া প্রহরা মোতায়েন থাকে।

সিন্ধিয়া। কোন প্রয়োজন নেই। তুমি যাও। [সৈনিকের প্রস্থান।] চারিদিকে চেয়ে কি দেখছ যুবক ?

হোসেন। দেখছি—আপনিই ত মারাঠাদস্যু সিন্ধে ?

সিন্ধিয়া। হ্যাঁ।

হোসেন। বহুদিন ধরে বহু রাজ্য আপনি লুণ্ঠন করেছেন। এত ধনদৌলত সব ফুঁকে দিয়েছেন নাকি ?

রঘুপন্থ। তোমার সে কথায় কাজ কি ?

হোসেন। তুমি থাম না।···শিবিরের মধ্যে কোন ঐশ্বর্য্যের চিহ্নও ত দেখছি না। আপনার পোষাক পরিচ্ছদ দেখেও ত ঘুঁটেকুড়ুনীর ছেলে বলে মনে হয়।

রঘুপন্থ। যুবক !

হোসেন। আঃ, কেন বিরক্ত কচ্ছ ? যাও, নিজের কাজে যাও।

রঘুপন্থ। তুমি সম্রাটের গুপ্তচর ?

হোসেন। চর বটে, তবে গুপ্ত নই। আচ্ছা, এত লুটের টাকা আপনি করলেন কি ?

সিন্ধিয়া। যাদের জন্য লুট করেছি, তাদের সেবায়ই লেগেছে।

হোসেন। গণ্ডা আষ্টেক ছেলেমেয়ে আছে বুঝি ? পরের ধন লুট করে খুব সংসার কচ্ছেন ?

সিন্ধিয়া। দুঃখের বিষয়, আমি এখনও বিবাহই করি নি।

হোসেন। বেঁচে গেছেন। বিবাহ মেয়েদের দরকার, পুরুষের বিবাহ না করাই ভাল।

সিদ্ধিয়া। তাহলে মেয়েরা বিবাহ করবে কাকে?

হোসেন। এ একটা কথা বটে! আমি এ কথা কখনও ভাবি নি।

রঘুপন্থ। বাজে কথা রাখ, তুমি এখানে কেন এসেছ?

হোসেন। আপনার এ লোকটা বড় বেহায়া। বলছি তুমি যাও; যাবে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্ত করবে।

সিদ্ধিয়া। আমার চেলারা সবাই এই রকম।

হোসেন। বড় খারাপ।

সিদ্ধিয়া। এবার তোমার পরিচয় দিয়ে বাধিত কর।

হোসেন। পরিচয় এখনও দিই নি বুঝি? আমার ওই এক দোষ, কিছু মনে থাকে না। আমার পিতা—অর্থাৎ সম্রাট বলেন—

সিদ্ধিয়া। সে কি? সম্রাট আপনার পিতা? আপনি শাহাজাদা—

হোসেন। হোসেন খাঁ—

সিদ্ধিয়া। অভিবাদন শাহাজাদা। আসন গ্রহণ করুন।

হোসেন। তা কচ্ছি, কিন্তু—

রঘুপন্থ। স্বয়ং শাহাজাদার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য?

হোসেন। বলছি। আচ্ছা দস্যুমশায়, আপনার এখানে মদটদ আছে? [রঘুপন্থকে] এক বোতল আনিয়ে দাও না হে।

রঘুপন্থ। মাতালের মাতলামি চরিতার্থ করতে আমি অক্ষম।

হোসেন। আরে চট কেন মশায়? সংসারে পাপী আছে বলেই ধার্ম্মিকের এত আদর।

সিদ্ধিয়া। শাহাজাদা, আপনি কি আমাকে বন্দী করতে এসেছেন?

হোসেন। না, আমি নই, সে জন্য অন্য লোক আছে। কিন্তু আর ত দেরী করা যায় না; চলুন।

রঘুপন্থ। কোথায় ?

হোসেন। দিল্লীতে।

সিন্ধিয়া। আপনার পিতাকে গিয়ে বলুন, দিল্লীতে আমি যাব, তবে এখন নয়।

হোসেন। এখন না গেলে আর দরকার হবে না।

সিন্ধিয়া। তার অর্থ ?

হোসেন। অর্থটা এখনও বুঝতে পারেন নি ? দিল্লীর মসনদ টল-টলায়মান।

সিন্ধিয়া। কিসে ?

হোসেন। শত্রুর আগমনে।

সিন্ধিয়া। কোন শত্রু ?

হোসেন। গোটা দেশময় দস্যুতা কবে বেড়ান, আর এ খবরটা রাখেন না ? তাহলে বলি শুনুন। বলা অবিশ্যি শক্ত, কাবণ অনেকক্ষণ মদ্যপান না করে গলাটা কাঠ হয়ে গেছে। রোহিলখণ্ডেব নবাব গোলাম কাদেরের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন, যেহেতু সেও আপনারই মত দস্যু। ভদ্রলোক আমাব চাচাত ভগ্নী কোহিনূরকে সাদি করতে চান। পিতা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অতএব তিনি দিল্লীর মসনদ নেবেন, শাহাজাদীকেও নেবেন।

রঘুপন্থ। তাতে আমাদের কি ?

হোসেন। তুমি তা বুঝবে না। [সিন্ধিয়াকে] তাহলে আপনি চলুন।

সিন্ধিয়া। আমাকে কি করতে হবে ?

হোসেন। শত্রুর দলকে হটিয়ে দিতে হবে।

রঘুপন্থ। তোমাদের শত্রুর সঙ্গে আমরা লড়তে যাব কেন ?

হোসেন। কারণ আমরা শক্তিহীন।

রঘুপন্থ। তোমরা উচ্ছন্ন যাও, তাতে আমাদের কি? গোলাম কাদেরের মত আমরাও তোমার শত্রু।

হোসেন। তার চেয়েও বেশী।

রঘুপন্থ। তবে? সাহায্যের জন্য শত্রুর কাছে কেন এসেছ?

হোসেন। মিত্র কেউ নেই বলে।

সিন্ধিয়া। আমাদের মাথা নেবার জন্যে আপনার পিতা বহু-দিন ধরে চেষ্টা কচ্ছেন।

হোসেন। করাই উচিত।

সিন্ধিয়া। তবে আমরা আপনাদের সাহায্য করব কেন?

হোসেন। না করবেন কেন? শুনতে পাচ্ছেন ত আমরা বিপন্ন? বিপন্নকে রক্ষা করাই শক্তিমানের ধর্ম্ম। যেহেতু আপনি শক্তিমান এবং আমরা বিপন্ন, সেই হেতু আমাদের রক্ষা করতে আপনি বাধ্য।

সিন্ধিযা। বাধ্য?

হোসেন। নিশ্চয়ই। বলি মহাভারত পড়েছেন ত? না, বিদ্যা স্থানে ভয়ে বচ?

রঘুপন্থ। বেরিয়ে যাও।

হোসেন। আঃ।...[সিন্ধিয়াকে] আপনাদের কৌরব-পাণ্ডবেরা শুনেছি আদায় কাঁচকলায় ছিল। হলে কি হয়? কৌরবেরা যখন গন্ধর্ব্বের হাতে বন্দী হল, তখন পাণ্ডবেরাই তাদের উদ্ধার করেছিল। কি মশায়, এইবার বুঝেছেন ত? হাসছেন যে? বোঝেন নি? আপনার মাথায় কিচ্ছু নেই।

রঘুপন্থ। এই বাচালকে এখনও আপনি সহ্য কচ্ছেন?

সিন্ধিয়া। কি করব বল? অতিথি নারায়ণ।

হোসেন। নারায়ণ কিন্তু আর অপেক্ষা করতে পারবে না মশায়। আপনি তৈরি হয়ে নিন।

সিন্ধিয়া। আচ্ছা শাহাজাদা, আপনি ত জানেন, আপনার পিতা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে রেখেছেন। আমি যদি গোলাম কাদেরকে হটিয়ে দিয়ে আপনাদের রক্ষা করতে পারি, তখন আমার কি হবে?

হোসেন। প্রাণদণ্ড হবে।

সিন্ধিয়া। প্রাণদণ্ড হবে!

রঘুপন্থ। তাহলে তোমাদের উপকার করে আমাদের লাভ?

হোসেন। লাভ উপকার করা, আবার কি?

সিন্ধিয়া। শাহাজাদা, আমি বাদশাহের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম।

রঘুপন্থ। গ্রহণ করলেন? আপনি বলেন কি সর্দ্দার? এতবড শত্রুকে সাহায্য করার জন্য আপনি নিজের জীবন বিপন্ন করবেন?

সিন্ধিয়া। করব রঘুপন্থ। শুনলে না, বিপন্নকে রক্ষা করাই শক্তিমানের ধর্ম্ম? মহাদাজি সিন্ধিয়া শক্তিমান বলে সবাই জানে। শরণাগতের জন্য তার তরবারি যদি গর্জ্জে না ওঠে, তবে বৃথাই তার শক্তিব সাধনা।

রঘুপন্থ। কিন্তু আপনি যার জন্য তরবারি ধরতে যাচ্ছেন, সেই বাদশা ত আপনার উপর থেকে প্রাণদণ্ডের পরোয়ানাটাও সরিয়ে নেন নি?

সিন্ধিয়া। আমার ধর্ম্ম বিপন্নকে রক্ষা করা, বাদশার ধর্ম্ম বাদশাই জানেন।

হোসেন। মহাদাজি সিন্ধিয়া!

সিন্ধিয়া। এগিয়ে যান শাহাজাদা, আমি অচিরেই দিল্লীতে উপস্থিত হবো।

হোসেন। সিন্ধিয়া! আমি মোঘল-বাদশাহের বংশধর, চিরদিন মাথা উঁচু করেই চলেছি। এ মাথা পিতামাতা ছাড়া কারও কাছে নত হয় নি। হে মহানুভব দস্যু, এত ঐশ্বর্য্য থাকতেও যার কিছুই নেই, তারই কাছে আমি অবনত মস্তকে অভিবাদন জানিয়ে চলে যাচ্ছি। আদাব, আদাব।

সিন্ধিয়া। আদাব।

[হোসেনের প্রস্থান।

রঘুপন্থ। এ আপনি করলেন কি?

সিন্ধিয়া। ঠিকই করেছি। ছাউনি তোল। আমি অযোধ্যায় নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নদীর ওপারে তোমার সঙ্গে মিলিত হব।

রঘুপন্থ। এতবড় একটা শত্রুকে আপনি হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলেন?

সিন্ধিয়া। শত্রু নয়,—শত্রু নয়, ওরে পাগল, এ স্বর্গের দেবতা—কারও শত্রু হতে পারে না।

রঘুপন্থ। কিন্তু আমি বুঝতে পাচ্ছি না, বাদশাকে আমরা কেন রক্ষা করব? গোলাম কাদেরকে কন্যাদান করলেই ত তার সব বিপদ দূর হয়ে যায়।

সিন্ধিয়া। গোলাম কাদেরকে তুমি ত দেখেছ রঘুপন্থ। কোহিনূরকে তার হাতে তুলে দিতে কোন পিতাই পারে না।

রঘুপন্থ। এতই সুন্দরী কোহিনূর?

সিন্ধিয়া। [অঙ্গাবরণের মধ্য হইতে চিত্র বাহির করিয়া দেখাইলেন] এ নারীকে তুমি চেন?

রঘুপন্থ। একি! এ ত সেই দলপৎ সিংহের ভগ্নী,—আপনার বাগ্‌দত্তা—

সিন্ধিয়া। বাদশাহের ভ্রাতুষ্পুত্রী কোহিনূর এরই কন্যা।

রঘুপন্থ। সে কি! আপনার বাগ্‌দত্তা স্ত্রীকে—

সিন্ধিয়া। বাদশা জোর করে নিয়ে গিয়ে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। এ বিবাহেরই ফল কোহিনূর। বাদশাকে আমার শত্রু বলেই তোমরা জান; কিন্তু সে যে কতবড় শত্রু, তা ত জান না। তবু তিনি শরণাগত,—আর যে কোহিনূরের জন্য এ যুদ্ধ, সে আমারই লীলাবতীর কন্যা। ছাউনি তোল, ছাউনি তোল, দ্বিধা নেই—অবসর নেই। জয় বিশ্বনাথ।

[প্রস্থান।

রঘুপন্থ। এমন শত্রুকে রক্ষা না করে তিলে তিলে দগ্ধ করাই ধর্ম্ম।

[প্রস্থান।

—:০:—

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য ;

কক্ষসম্মুখ।

শাহ আলমের প্রবেশ।

শাহ আলম। ধিক্ এ জীবনে। এ অপরিসীম লজ্জার চেয়ে মৃত্যুও ভাল ছিল। খোদা শেষে এই করলে ?

কোহিনূরের প্রবেশ।

কোহিনূর। বাপজান !

শাহ আলম। বল, সবাই মিলে বল ; আজ বলবার দিন পেয়েছিস। কিন্তু এ লজ্জা চিরদিন থাকবে না। কাল আবার আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াব।

কোহিনূর। কিসের লজ্জা বাবা ? অন্যায় তারাই করেছে, তুমি ত কোন অন্যায় কর নি।

শাহ আলম। অন্যায় না হলেও ভুল করেছি কোহিনূর ; নইলে এমন করে গজের কিস্তিটা মারা যেত না।

কোহিনূর। পোড়া কপাল আমার। তুমি বুঝি দাবা খেলার কথা বলছ ?

শাহ আলম। মন্ত্রীটা যখন চেপে দিলুম,—

কোহিনূর। মন্ত্রী জাহান্নামে যাক। আমি বলছি যুদ্ধের কথা।

শাহ আলম। যুদ্ধ ! ও হ্যাঁ, যুদ্ধ ত করতেই হবে।

কোহিনূর। কে করবে? তুমি খেলছ দাবা, বড়দা কচ্ছে দাপাদাপি, ছোড়দা ত এখনও ফেরেই নি।

শাহ্ আলম। এখনও ফেরেনি? কি কচ্ছে সে এতদিন? আকবর কেন এখনও যুদ্ধের আয়োজন কচ্ছে না শুনি?

কোহিনূর। বড়দা ত যুদ্ধ চায় না।

শাহ্ আলম। তবে কি চায় সে?

কোহিনূর। সন্ধি।

শাহ্ আলম। ভিস্তিওয়ালার ছেলের সঙ্গে বাদশাহ্ করবেন সন্ধি! হবে না কোহিনূর। দুনিয়ার রাজত্ব পেলেও আমি বাদশাহী রক্ত কলঙ্কিত করব না। সেই কৃষ্ণকায় একচক্ষু শয়তান তোকে বেগম করবে, আর আমি দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ করব, এ আমি ভাবতেও পারি না।

কোহিনূর। বাবা,—

শাহ্ আলম। কি কোহিনূর, গলাটা কাঁপছে যে?

কোহিনূর। সন্ধিই তুমি কর বাবা।

শাহ্ আলম। এ তুই বলছিস কি?

কোহিনূর। এ ছাড়া উপায় নেই। বাইরে গিয়ে দেখ, সৈন্য-গুলো এখনও নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে। সিপাহ্‌শালার, মনসবদার, হাবিলদার—সবারই চোখ ঘোলাটে আর লাল। আমীর, ওমরাও কেউ যুদ্ধের কথা ভাবছে না। আর তোমার বড়ছেলে আমাকে দেখলেই লাফিয়ে ওঠে।

শাহ্ আলম। তুমি ভেবো না মা। আমি এখনও মরি নি।

কোহিনূর। তুমি যুদ্ধে গেলে দাবা খেলবে কে?

শাহ্ আলম। গজের কিস্তিটা হঠাৎ মেরে দিলে কোহিনূর, নইলে তোর মা আমাকে হারিয়ে দেয়! তুই কিছু ভাবিসনে মা। তোর

বাপ তোকে আমার কাছে রেখে গেছে, আমি তার সঙ্গে বেইমানি করব না। সব ঠিক হয়ে যাবে। শুধু এই গজের কিস্তিটা যদি মারা না যেত।

কোহিনূর। সব কিস্তিই তোমার মারা যাবে। নইলে যুদ্ধের সময়ও দাবা! শত্রু এগিয়ে আসছে, আর তুমি গজ আর কিস্তি নিয়ে এখনও মেতে আছ?

শাহ্ আলম। তাইত কোহিনূর। চালে ভুল হয়ে গেছে।

কোহিনূর। ডাক তোমার বড় ছেলেকে। জিজ্ঞাসা কর, কেন সে এখনও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছে? সিপাহশালারের কাছে কৈফিয়ৎ দাবি কর, কেন তার সৈন্যগুলো এখনও মদ খেয়ে খোয়াব দেখছে? চাবুক মার সৈন্যদের পিঠে, জানিয়ে দাও সবাইকে যে বাদশাহ্ শাহ আলম এখনও মরেন নি।

শাহ্ আলম। ঠিক বলেছিস মা। শাহ্ আলম এখনও মরে নি। সিংহ বৃদ্ধ হলেও সিংহ। আমি ভেঙ্গে ফেলব এই বিলাসের ঠাট, সবাইকে বুঝিয়ে দেব যে, আমি শাসন করতে জানি। নিয়ে আয় চাবুক, নিয়ে আয় তরবারি। কৈ হ্যায়, যুবরাজ আর সিপাহ্শালারকো সেলাম দে।

কোহিনূর। ওঠ ত শাহানশাহ্। বিলাসের জড়তা কাটিয়ে একবার তুমি জেগে ওঠ ত সম্রাট। গোলাম কাদের ভয়ে মুর্চ্ছিত হোক। দুনিয়া জানুক যে, আলমগীরের বংশ বিলুপ্ত হয় নি।

শাহ্ আলম। আলমগীর বেঁচে আছেন। তুই ভাবিসনে মা।

কোহিনূর। বাবা, আমার জন্য আমি ভাবছি না। কিন্তু তোমাদের এই নিষ্ক্রিয় বিলাসিতা দেখে কি যে অপরিসীম দুঃখ আমার, কাকে তা বলব? মসনদ যাক, কোহিনূর যাক, কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু

তোমাকে যে গোলাম কাদের বন্দী করবে, এই দুঃখই আমায় পাগল করে তুলেছে।

শাহ্ আলম। মসনদ দেব না, কোহিনূর দেব না, আমি বন্দী হব না, বন্দী করব।

গীতকণ্ঠে মেহেদীর প্রবেশ।

মেহেদী। **গীত।**

সিংহের সন্তান, হও তবে আগুয়ান;
হুঙ্কারে ধরা হোক ফাঁক।
ফেরুপাল যত সব,
নিমেষে হইবে শব,
ডর ভয় যাক দূরে যাক।
হাতে তোল খঞ্জা বীর, বিলাসের খোল ফাঁস,
জন্ম করেছে যারে শত্রুর মহাত্রাস,
ঘুমায় না আঁখি তার,
জাগো রণে দুর্ব্বার,
জন্মভূমির এল ডাক।

শাহ্ আলম। ঠিক,—ঠিক। আমি সিংহের সন্তান, সহস্র ফেরু-পালকে আমি গ্রাহ্য করি না। বৃদ্ধ হলেও আমি জরাগ্রস্ত নই, গোলাম কাদেরকে আমি সবংশে চূর্ণ করব। নইলে বৃথাই আমি আলমগীরের বংশধর।

কোহিনূর। চল বাবা, সৈন্যগুলোকে একবার দেখবে চল।

মেহেদী। আর দেখতে হবে না। ছোট শাহাজাদার চাবুক খেয়ে তারা সব সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোহিনূর। ছোড়্দা এসেছে?

মেহেদী। এসেই সিপাহশালারের হাত থেকে মদের বোতল কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে; সে ব্যাটা ভয়ে ছুটে পালিয়েছে। সৈন্যগুলো নাচগান কচ্ছিল, শাহাজাদা এসেই চাবুকের পর চাবুক।

কোহিনূর। তারা কিছু বলছে না?

মেহেদী। বলবে আর কি? একহাতে পিঠে হাত বুলিয়ে অন্য হাতে তলোয়ার ধরে দাঁড়িয়েছে।

শাহ্ আলম। মানুষ এসেছে। ওরে কোহিনূর, বাদশাহী বংশে মানুষ এসেছে।

ঝটিকার বেগে হোসেনের প্রবেশ।

হোসেন। পেশোয়ারী, খোরাসানী, তুর্কী, হাব্সী, মোঘল এক বগল খাড়া হো যাও। শির উচা রাখ, ইমান ঠিক রাখ।

[বাদশা, কোহিনূর, মেহেদী সারি দিয়া দাঁড়াইলেন।]

হোসেন। আল্লা হো আকবর।

সকলে। আল্লা হো আকবর।

হোসেন। এক, দো, তিন,—একি? পিতা? অপরাধ ক্ষমা করুন জনাব, আমি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলুম।

শাহ্ আলম। এমনি আত্মবিস্মৃত হয়েই তুমি বাদশাহী বংশের মানরক্ষা কর পুত্র। সিপাহ্শালার যায় যাক, তোমাকেই দিলাম আমি সিপাহ্শালারের গুরুভার।

হোসেন। সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য্য।

কোহিনূর। সিপাহ্শালারের জয় হোক।

হোসেন। পিতা, নিষ্ক্রিয় বিলাসিতার জন্য সৈন্যদের আমি কশাঘাত করেছি, কিন্তু তারা ছমাস বেতন পায় নি। তাদের বেতন দিন পিতা।

কোহিনূর। ছ মাসের বেতন বাকি? কত টাকা?

হোসেন। সাত লক্ষ টাকা।

শাহ আলম। রাজকোষে সাত'শ টাকাও বোধহয় নেই হোসেন।

মেহেদী। রাজকোষে না থাক, রাজ-পরিবারের গায়ে ত আছে।

কোহিনূর। ঠিক, ঠিক; ছোড়দা, উপবাসী সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ জয় করা চলে না। বেতন মিটিয়ে দাও তুমি। এই নাও ভাই পঞ্চাশ হাজার টাকা। [কতকগুলি গহনা খুলিয়া দিল]

শাহ আলম। এই নাও পুত্র তিন লক্ষ। [কণ্ঠহার খুলিয়া দিলেন]

হোসেন। কোহিনূর!

কোহিনূর। কি দাদা?

হোসেন। বাদশাহের আত্মীয় বলে যারা পরিচয় দিতে চায়, তাদের সবার গা থেকে গহনা নিয়ে এস। আতর, কুঙ্কুম, কস্তুরি যেখানে যা আছে, টেনে ছুঁড়ে ফেলে দাও। এর পরেও যারা বিলাসের সেবা করতে চায়, তাদের প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে বল।

কোহিনূর। এই ত শাহাজাদার যোগ্য কথা।

শাহ আলম। যৌবন বুঝি ফিরে এল কোহিনূর। আমার তরবারি নিয়ে আয়। আমি এবার ভিস্তিওয়ালার ছেলেকে মুখোমুখী দেখব।

হোসেন। মেহেদি,—

মেহেদী। শাহাজাদা, আমি যদি কিছু দিই নেবেন?

শাহ আলম। কি দেবে তুমি বালক? কি আছে তোমার?

মেহেদী। মা মরবার সময় আমাকে একটা আধুলী দিয়েছিল। বারো বছর আমি সে আধুলী খরচ করি নি। যদি আপনার কাজে লাগে, আধুলীটা আপনি নিন জাঁহাপনা। [আধুলী দিল]

শাহ্ আলম। ওরে কোহিনূর, খনির অতল তলে কি মণি লুকিয়ে আছে দেখ। এদের দিকে কখনও ত চেয়ে দেখি নি। বালক, তোমার দান আমি মাথায় তুলে নিলুম। যদি আমার বাদশাহী থাকে, তোমার এ দান আমি লক্ষ গুণ করে ফিরিয়ে দেব। আর যদি মরি, পুত্রদের সঙ্গে তুমিও আমার কবরে মাটি দিও।

মেহেদী। যো হুকুম শাহানশা।

কোহিনূর। দাদা, সিন্ধে তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে?

হোসেন। করেছে বই কি দিদি, দস্যু হলেও সে মানুষ।

শাহ্ আলম। তোমাকে বন্দী করতে চাইলে না?

হোসেন। বন্দী কববে কি পিতা? কোন বন্ধুর কাছেও আমি এত সম্মান পাইনি যত সম্মান পেয়েছি এই পরম শত্রুব কাছে।

শাহ্ আলম। কোন সর্ত্ত আছে তার?

হোসেন। কিছু মাত্র না। আমি বরং বলেছি, সাহায্য পেয়েও আমবা তাকে ক্ষমা কবব না।

কোহিনূব। তা সত্ত্বেও রাজি হল?

হোসেন। এক কথায়।

শাহ্ আলম। আশ্চয্য।

মেহেদী। আশ্চর্য্য কিছু নয় জাঁহাপনা। হিন্দুজাতটাই এমনি নির্ব্বোধ। এদেব জোড়া শত্রুতায়ও নেই, সেবায়ও নেই

[প্রস্থান।

শাহ্ আলম। আমি দেখব কি উপাদানে গড়া এই মহাদাজি সিন্ধিয়া। কিন্তু এই গজের কিস্তিটা যাক, যুদ্ধের পরে দেখব।

[প্রস্থান।

হোসেন। ও ভাই কোহিনূর,—

কোহিনূর। তুমি বিশ্রাম করগে; আমি তোমায় সবার গহনা এনে দিচ্ছি।

হোসেন। দাঁড়া। আলমামুন আর এসেছিল?

কোহিনূর। আলমামুন কে?

হোসেন। সেই যে সেই লোকটা। যাকে একবার দেখে তোর চোখে আর ঘুম নেই।

কোহিনূর। কি বাজে বকছ? যাও, সৈন্য সাজাও গে। আমি বেতনের ব্যবস্থা কচ্ছি।

হোসেন। আচ্ছা কোহিনূর, যুদ্ধে যদি তাকে বাগে পাই, মারব না বন্দী করব বল দেখি!

কোহিনূর। তা, বন্দী করলেও হয়।

হোসেন। বন্দী করে তোর কাছে পাঠিয়ে দেব, না দিদি?

কোহিনূর। আমার কাছে কেন? আমি কি করব?

হোসেন। লোহার শেকল খুলে নিয়ে সোনার শেকল দিয়ে বাঁধবি শালাকে।

কোহিনূর। যাও—যাও, বাজে কথা শোনবার আমার সময় নেই।

[প্রস্থান।

হোসেন। খোদা, মারতে হয় আমাদের মার, আমার বোনটিকে সুখী কর মেহেরবান্। আশমানের তারা আশমানেই ফুটিয়ে রেখ। কঠিন মাটিতে ছুঁড়ে ফেল না।

রোশেনারার প্রবেশ।

রোশেনারা। কে? হোসেন?

হোসেন। হ্যাঁ মা।

রোশেনারা। পাত্র কোথায়?

হোসেন। কিসের পাত্র?

রোশেনারা। কোহিনূরের পাত্র। আনিস নি ত? তবে আর আমি কোন কথা শুনব না, তৈরী হও বাছা। আজ রাত্রেই তোমাদের বিয়ে দিয়ে তবে আমি দাবায় বসব।

হোসেন। বিয়েও হবে না, তোমার দাবায় বসাও হবে না।

রোশেনারা। কারণ?

হোসেন। কারণ আমি যাচ্ছি যুদ্ধে, আর কোহিনূর—

রোশেনারা। যুদ্ধে যাবি কি রে? তুই যুদ্ধের জানিস কি? ছেলেবেলা থেকেই ত মদের বোতল ধরেছিস, তলোয়ার ধরলি কবে?

হোসেন। তলোয়ার ত ধরব না। মদের বোতল নিয়েই আমি যুদ্ধ করব। মাথা না কেটে মাথা ভাঙব। বাবা ত শুনেছি দাবার ঘুঁটি নিয়ে যুদ্ধ করবেন। এক একটা মন্ত্রী ছুঁড়ে মারবেন, আর দশটা ঘোড়া কাণা হয়ে যাবে।

রোশেনারা। লোকে হাসবে যে।

হোসেন। লোকে ত তোমার দাবা খেলা দেখেও হাসে মা। আমাদের বাদশাহী চামড়া লোকনিন্দায় ভেদ করা যায় না। শহরে যখন আগুন লাগে, আমরা প্রাসাদে বসে বাঁশী বাজাই। লোকে যখন না খেয়ে মরে, তখন আমরা হীরে জহরতের গহনা গড়াই। দুনিয়ায় কি আর মানুষ আছে মা? মানুষ শুধু আমরাই। কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন করেছেন মহাদাজি সিন্ধিয়া, কিন্তু তাঁর হাতে একটা সোনার আংটিও নেই। দেখে মাথা নত হয়ে এল। বাদশার ছেলে আমি, তাঁকে সসম্ভ্রমে সেলাম করে চলে এলুম।

রোশেনারা। একে হিন্দু, তার ওপর ডাকাত। তুই তাকে সেলাম করলি ? তার ওপর হিন্দুর সাহায্য নিয়ে তোরা আত্মরক্ষা করবি ? মান-সম্মান কি সব রসাতলে গেল ?

হোসেন। মান না দিলে মান পাওয়া যায় না।

[প্রস্থান।

বাঁদীর প্রবেশ।

বাঁদী। বেগমসাহেবা, শীগ্‌গির আসুন, সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।

রোশেনারা। কি হয়েছে ?

বাঁদী। শাহাজাদী আপনার দাবার ছকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন।

রোশেনারা। বলিস কি রে ? আমি যে দশ হাজার টাকা দিয়ে নতুন ছক তৈরী করিয়েছি। গেল গেল, সব গেল। আমি বিষ খেয়ে মরব। ওরে ও কোহিনূর—হারামজাদি, তুই কোথায় ছিলি ? [চপেটাঘাত]

বাঁদী। আমি কি করব মা ? শাহাজাদী কারও কথা শুনছেন না। আতরের ফোয়ারা ভেঙ্গে ফেলেছেন, সবার গহনা খুলে নিচ্ছেন, খাঁচার পাখীগুলো সব উড়িয়ে দিচ্ছেন। সরাবের পিপে একটাও আস্ত নেই। শীগ্‌গির আসুন।

[প্রস্থান।

রোশেনারা। যাক, দাবার ছক যখন গেল, তখন রাজ্যটাও যাক। হতভাগী মেয়েটাকে আমি ভিস্তিওয়ালার সঙ্গেই বিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

—:০:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আকবরের কক্ষ।

আকবরের প্রবেশ।

আকবর। না, এ হতে পারে না। একটা তুচ্ছ মেয়ের জন্ম মসনদটা বিপন্ন করা যায় না। পিতার মতিভ্রম হয়েছে, কিন্তু আমার তা হয় নি। আমি এ হতে দেব না। জাফর!

জাফরের প্রবেশ।

জাফর। হুজুর!

আকবর। সরাপ দে।

জাফর। আজ্ঞে, সরাপ নেই!

আকবর। নেই কেন?

জাফর। প্রাসাদের যেখানে যত সরাপের পিপে ছিল, শাহাজাদী সব ফেলে দিয়েছেন।

আকবর। শাহাজাদী সব ফেলে দিয়েছে! খাব কি তাহলে?

জাফর। আজ্ঞে শাহাজাদী বললেন ছাই খেতে।

আকবর। চোপরাও বাচাল।

জাফর। আমাকে খিঁচিয়ে কি হবে শাহাজাদা? আমি আপত্তি করেছিলুম; অমনি এক চড়। সে কি চড় বাবা, এখনও গলাটা চড়াৎ চড়াৎ করছে।

আকবর। ব্যাটা, তুই তাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এলিনে কেন?

জাফর। ভাবলুম, তাহলে আপনাকেও হয়ত চড়িয়ে দেবে।

আকবর। জাফর,—

জাফর। এগিয়ে দেখুন না, মিথ্যে বলি নি।

আকবর। ডাক সে হতভাগীকে।

জাফর। আমি পারব না শাহাজাদা। বাপ, সে কি মূর্ত্তি! চোখ দুটো ভাটার মত জ্বলছে, সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্যি? বাঁদীরা ভয়ে বাবুর্চিখানায় কাঁথামুড়ি দিয়ে ধুঁকছে। খোজাকে একটা ধমক দিয়েছিল, ভয়ে তার পেট ছেড়ে দিয়েছে, বড় বউবেগম গহনা দিতে চান নি, তার বাক্স প্যাঁটরা টেনে নর্দ্দমায় ফেলে দিয়েছে।

আকবর। কিসের গহনা?

জাফর। আজ্ঞে যুদ্ধের খরচার জন্য যার গায়ে যত গহনা আছে, সব খুলে নিচ্ছে।

আকবর। স্ত্রীলোকের গায়ের গহনা বেচে যুদ্ধ চালাতে হবে? এমন যুদ্ধ না করলেই নয়?

জাফর। যুদ্ধ না করলে শাহাজাদীকে যে নিয়ে যাবে।

আকবর। শাহাজাদী উচ্ছন্ন যাক।

জাফর। যাওয়াই উচিত। পুরুষের গায়ে হাত তোলে মশায়! উঃ, গলাটা এখনও চড চড় করছে।

আকবর। গোলাম কাদের আর যাই হোক, একটা নবাব ত বটে?

জাফর। বটেই ত।

আকবর। তবে লোকটা শুনেছি অত্যন্ত কুৎসিত।

জাফর। একেবারে পাঁঠার বাচ্ছা। তার উপর একটা চোখ নেই।

আকবর। রূপে কি যায় আসে?

জাফর। কিছু না। তার ঘরে পাঁঠার বাচ্ছা হ'লে সেই বিয়ে দেবে, আপনাদের কি ?

আকবর। এমন একটা তুচ্ছ কারণে যুদ্ধ ডেকে আনতে হবে ? যুদ্ধ করবে কে ? সিপাহশালার আলিমহম্মদ বেঁচে আছে কি না কে জানে ?

জাফর। আলি মহম্মদকে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। ছোট শাহাজাদাই এ যুদ্ধের সিপাহশ'লার।

আকবর। সে কি ? হোসেন সিপাহশালার! সে যুদ্ধ শিখলো কবে ?

জাফর। আঁতুড় ঘরে শিখেছিল বোধহয়।

আকবর। তবে ত যুদ্ধ হয়েই গেল। গোলাম কাদের কোহিনূরকে ত নেবেই, মসনদও অধিকার করবে।

জাফর। করে বসে আছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেই একচক্ষু শয়তান দিল্লীর মসনদের উপর ঠ্যাং তুলে দিয়ে বসে আছে।

আকবর। কারও কোন ক্ষতি নেই, ক্ষতি শুধু আমার। পিতা বৃদ্ধ, কবরে গেলেই হল; হোসেন মাতাল অপরিণতবুদ্ধি, সিংহাসনের আশা তার কিছুমাত্র নেই। আমি দিল্লীশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র, মসনদ গেলে আমারই যাবে। সবাই চোখ বুজে থাকলেও আমি তা পারি না, কি বলিস ?

জাফর। ও ত আমি আগেই বলেছি।

আকবর। কখন বলেছিস ?

জাফর। আপনি তখন ঘুমিয়েছিলেন।

আকবর। তোকে একবার গোলাম কাদেরের কাছে যেতে হবে।

জাফর। বেশ, এখনই যাচ্ছি।

আকবর। গিয়ে কি বলবি?

জাফর। বলব,—হে মামদো মিঞা, তুমি শাহাজাদীকে নিতে চাও, নাও, মসনদটি নিও না, তাহলে শাহাজাদা গলায় দড়ি দেবেন।

আকবর। তুই একটা গাধা।

জাফর। গাধার গোলাম।

আকবর। তাকে বলবি, শাহাজাদীকে পেয়েই যদি সে দিল্লী ছেড়ে চলে যায়, আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে যুদ্ধের সময় নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকব।

জাফর। ব্যস্, ব্যস্, আর বলতে হবে না। আপনি জেনে রাখুন, পাঁঠার বাচ্ছা আপনার দুলুভাই হয়ে বসে আছে। আমার গালে চড়! আমিও মেয়েটার দফা-রফা করব, তবে আমার নাম জাফর খাঁ।

বাহাদুরের প্রবেশ।

বাহাদুর। বাবা!

আকবর। কি বাহাদুর?

বাহাদুর। যুদ্ধের জন্য সবাই প্রস্তুত হচ্ছে, খানসামাগুলো পর্য্যন্ত হাতিয়ার নিয়ে কুচকাওয়াজ কচ্ছে, তুমি যে ঘরের কোণে চুপ করে বসে আছ?

আকবর। আমি ত আর সিপাহশালার নই।

বাহাদুর। একটা সৈন্যদলে একজনই সিপাহশালার থাকে, তবু ত সবাই যুদ্ধ করে।

আকবর। যুদ্ধ আমিও করব।

বাহাদুর। কবে? কাজ শেষ হয়ে গেলে?

আকবর। বাচালতা করো না বালক। কি বুঝবে তুমি, কত জ্বালা আমার অন্তরে? পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র আমি, সিংহাসনের ভাবি উত্তরাধিকারী, অথচ আমার কোন পরামর্শই তিনি গ্রহণ করেন নি।

বাহাদুর। পরামর্শটা যে জ্যেষ্ঠপুত্রের মত হয় নি বাবা।

আকবর। কেন?

বাহাদুর। ভেবে দেখ। পরামর্শ যখন দিয়েছিলে, তখন তুমি শুধু সিংহাসনের কথাই ভেবেছিলে, বংশমর্য্যাদার কথা ভাব নি।

আকবর। নবাবকে কন্যাদান করলে বাদশার মর্য্যাদা যায় না।

বাহাদুর। নবাবের পিতা যার গোলামী করেছে, সে নবাবের বেগম হতে পারে না।

আকবর। স্বেচ্ছায় না হয়, চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবে।

বাহাদুর। তোমরা বেঁচে থাকতে তোমাদের বোনকে টেনে নিয়ে যাবে?

আকবর। আমাদের বাঁচতেই হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

বাহাদুর। বেশ ত বাবা, তোমরা আগে মর, তারপর গোলাম কাদের যদি ফুফুর চুলের মুঠিটা ধরতে আসে, আমি তার আগেই চুলশুদ্ধ মাথাটা উড়িয়ে দেব।

আকবর। হুঁ, ছেলেটার পর্য্যন্ত মাথাটা বিগড়ে দিয়েছে।

বাহাদুর। বাবা, তলোয়ার হাতে নিয়ে বেরিয়ে এস। দেখে যাও তোমার ছোটভাইয়ের নেতৃত্বে কতবড় সৈন্যদল গড়ে উঠেছে। বাদশাহী বংশের মান-মর্য্যাদা রক্ষার সবচেয়ে বেশী দায়িত্ব তোমার; মৃত্যুকে যদি আলিঙ্গন করতে হয়, তুমিই ত আগে এগিয়ে যাবে, পিছে চলব আমরা সব। এস বাবা, এস, দাদুসাহেব তোমায় ডাকছেন।

আকবর। তাকে বল, আমি ওই মাতাল হোসেনের অধীনে যুদ্ধ করব না।

বাহাদুর। মাতাল! বাবা, সম্রাট আলমগীরের পর তোমাদের বংশে একটা পুরুষ দেখাতে পার যে মদ খায় না? এই হারেম থেকে আজ আশী পিপে মদ পিসীমা টেনে রাস্তায় ফেলে দিয়েছেন।

আকবর। বড় কীর্ত্তিই করেছেন।

বাহাদুর। আসল কথাটা তা নয় বাবা। ও আমি জানি।

আকবর। কি জানিস?

বাহাদুর। তুমি চাও সন্ধি করতে। তুমি চাও বিনামূল্যে মসনদটা অধিকার করতে। সম্রাট যখন যুদ্ধ করবেনই, তখন যে কোন ছলে তুমি যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াতে চাও। নইলে মায়ের পেটের ভাই সিপাহ্‌শালার হয়েছে, তাতে তোমার এত গায়ের জ্বালা কেন বাবা?

আকবর। আমি বেঁচে থাকতে হোসেন হবে সিপাহ্‌শালার, এ আমি সহ্য করব?

বাহাদুর। বড় অপমান হয়েছে না? নিজের বংশের মান যে এত সহজে বিকিয়ে দিতে চায়, তার আবার এত মানের কান্না কেন?

আকবর। বেরিয়ে যা অপদার্থ।

বাহাদুর। জাফর খাঁকে কোথায় পাঠালে বাবা?

আকবর। জাহান্নামে।

বাহাদুর। শয়তানির মতলব করো না বাবা। এত আয়োজন যদি তোমার হাতে পণ্ড হয়, তোমার বাবাও হয়ত তোমাকে মাপ করবেন, কিন্তু আমি করব না।

আকবর। কি বলছিস তুই হতভাগা ছেলে?

বাহাদুর। গীত।

ডাক দিয়েছে দেশের মাটি, মায়ের ব্যাটা কিসের ভয়?
কিসের লোভ, কিসের মায়া, জীবনটা ত মরণময়।
সামনে পিছে ডাইনে বাঁয়ে,
কবর আছে হাত বাড়ায়ে,
সত্যি যখন মরতে হবে, ছুনিয়াটা করব জয়,
রাখতে ইমান তুচ্ছ পরাণ হাসি মুখে করব ক্ষয়।

[প্রস্থান।

আকবর। যে যাই বলুক, একটা মেয়ের জন্য আমি মসনদটা দিতে পারব না। নিজের বোন হলেও একটা কথা ছিল, চাচাত বোনের জন্য যে সিংহাসন বিপন্ন করে, সে একটা—

কোহিনূরের প্রবেশ।

কোহিনূর। গাধা, কেমন? এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি দিল্লীর সিংহাসনে বসবে? তার চেয়ে সিংহাসনটা যাওয়াই ভাল।

আকবর। তুই এখানে কেন এসেছিস?

কোহিনূর। দেখতে এলুম, দিল্লীর ভাবী সম্রাট যুদ্ধের সময় কেমন করে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকে।

আকবর। যুদ্ধের সময় প্রাসাদের চূড়ায় বসে দেখিস, আকবর কেমন করে তরবারি চালায়। এখন যা, আমার কাজ আছে।

কোহিনূর। পিতা তোমায় তলব দিয়েছেন, যাও নি কেন?

আকবর। সে কথা পিতাকেই বলব।

কোহিনূর। বলবে ত এই যে, ছোটভাইয়ের অধীনে তুমি যুদ্ধ করবে না?

আকবর। ঠিক তাই। যুদ্ধ যদি করতে হয়, আমি স্বাধীনভাবে করব। মাতাল হোসেন বা কাফের সিন্ধের তাঁবেদারী আমি করব না।

কোহিনূর। ওঃ—স্বাধীনভাবে যুদ্ধ করবেন! এর আগে কখনও তরবারিতে হাত দিয়েছ?

আকবর। হোসেন দিয়েছে?

কোহিনূর। দিয়েছে কি না, স্বচক্ষে দেখবে এস।

আকবর। তুই হতভাগীই সবাইকে যুদ্ধ যুদ্ধ করে ক্ষেপিয়ে তুলেছিস। কেন? এই তুচ্ছ কারণে আমরা যুদ্ধ করতে যাব কেন? কি তোর এত রূপের অহঙ্কার? গোলাম কাদেরের রূপ না থাকলেও গুণ আছে, ঐশ্বর্য্য আছে।

কোহিনূর। ঐশ্বর্য্য দেখে তোমার মত সবাই ভোলে না।

আকবর। দেশের স্বার্থের জন্যও কি তুই চোখকান বুঁজে তাকে বিয়ে করতে পারিস না?

কোহিনূর। পুরুষগুলো বোরখা পরে হারেমে বসে থাকবে, পিপে পিপে মদ খেয়ে বাঈজীদের সঙ্গে ফূর্ত্তি করবে, আর একফোঁটা মেয়ে আমি,—আমি করব দেশের স্বার্থরক্ষা! লজ্জা করে না তোমার? দিল্লীর সিংহাসনটা বিনামূল্যেই কিনে নিতে চাও? একফোঁটা রক্ত দেবে না? তা হবে না শাহাজাদা আকবর। শয়তানি করে যদি রাজ্যলাভ করতে চাও, খোদার কসম, তোমার রাজত্বের স্বপ্ন আমিই ঘুচিয়ে দেব।

আকবর। কোহিনূর!

কোহিনূর। বেরিয়ে এস বেইমান। সবাই মাথা দেবে, আর তুমি করবে তার ফলভোগ! এত আবদার ধর্ম্মে সইলেও মানুষ সইবে না। [প্রস্থানোদ্যোগ]

জাফরের প্রবেশ।

জাফর। একটা কথা শাহাজাদা,—শাহাজাদীকে—

কোহিনূর। কি?

জাফর। আজ্ঞে না, আপনাকে নয়, আমি মানে—অর্থাৎ—

কোহিনূর। অর্থাৎ কি উল্লুক?

জাফর। অর্থাৎ যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়।

কোহিনূর। আর কোন কথা আছে তোমার?

জাফর। কথা হচ্ছে এই যে, আমি এখন আসি। সেলাম।

[প্রস্থান।

কোহিনূর। এই শয়তানের বাচ্ছাই বুঝি তোমার মন্ত্রী?

আকবর। যা—যাঃ, বাচালতা করিস নে।

কোহিনূর। যাচ্ছি! কিন্তু শুনে রাখ শাহাজাদা আকবর, ঘরে যদি তুমি আগুন লাগাও, সে আগুনে আগে আমরা তোমাকেই পোড়াব

[প্রস্থান।

আকবর। কবে যে এই হতভাগী বিদায় হবে, কবে রাজবংশটা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে! সম্রাট শাহ আলম নামেই বাদশা, আসল বাদশা এই মেয়েটা। বেগমরা পর্য্যন্ত ওর ভয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না। একবার যদি গোলাম কাদেরকে গছিয়ে দিতে পারি—

বাহাদুরের প্রবেশ ও পত্রদান।

বাহাদুর। এই নাও বাবা, সম্রাট তোমাকে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে রণক্ষেত্রের পূর্ব্বপার্শ্ব রক্ষার ভার দিয়েছেন।

আকবর। হোসেনের অধীনে?

বাহাদুর। না, তুমি স্বাধীন।

আকবর। বেশ, আমি যুদ্ধ করব; চল।

বাহাদুর। বাবা, দোহাই তোমার, মীরজাফরের মত বেইমানি করো না। মসনদ থাকলে তোমারই থাকবে। হুঁশিয়ার।

[প্রস্থান।

আকবর। হুঁ। তুচ্ছ একটা চাচাত বোনের জন্য দিল্লীর সিংহাসন বিলিয়ে দেবে, এত বোকা আকবর নয়। দেখা যাক, গোলাম কাদের কি উত্তর দেয়।

[প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য।

নদীতীর।

সিন্ধিয়ার প্রবেশ।

সিন্ধিয়া। দিল্লী চলো, দিল্লী চলো, দিল্লী চলো। একি, সেতু? সেতু কোথায়? ওপারে ও কার সৈন্যবাহিনী? এ ত আমাদের নয়। কে ও? রঘুপন্থ, রঘুপন্থ,—

রঘুপন্থের প্রবেশ।

রঘুপন্থ। সর্দ্দারজি,—

সিন্ধিয়া। তুমি এখনও এপারে? আমি না তোমায় বলে গিয়েছিলুম, নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমি ফিরে আসবার পূর্ব্বেই তুমি সসৈন্যে ওপারে গিয়ে সেতু রক্ষা করবে?

রঘুপন্থ। আমার বিলম্ব হয়েছিল সর্দ্দারজি। সেই সুযোগ নিয়ে গোলাম কাদেরের সৈন্যরা সেতু ভেঙ্গে দিয়েছে।

সিন্ধিয়া। ভেঙ্গে দিয়েছে! সেতু? মূর্খ, অবাধ্য, অকর্ম্মণ্য, এতদিন তুমি করেছ কি? মহাদাজি সিন্ধিয়ার আদেশ কি ছেলে-খেলা? তোমার কি মনে নেই, অবাধ্যতার জন্য নিজের ভাইয়ের মাথাটাও আমি উড়িয়ে দিয়েছিলুম?

রঘুপন্থ। আমি ভাবতেই পারি নি যে গোলাম কাদের এমনি করে আমাদের পথরোধ করবে।

সিন্ধিয়া। তুমি হুকুমের গোলাম, হুকুম তামিল করবে। কে তোমায় দিয়েছে স্বাধীন চিন্তার অধিকার?

রঘুপন্থ। আমার ভুল হয়েছে সর্দ্দার।

সিন্ধিয়া। তোমার এ ভুলের জন্য দিল্লীর রাজপ্রাসাদে হয়ত আজ কান্নার রোল উঠেছে। গোলাম কাদের হয়ত এতদিনে প্রাসাদ অবরোধ করে বসে আছে। বাদশা হয়ত ব্যাকুল হয়ে আমার আগমন প্রতীক্ষা করছেন। সিন্ধে মিথ্যাবাদী, সিন্ধে বিশ্বাসঘাতক, সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েও সে কোন সাহায্য করলে না।

রঘুপন্থ। সাতক্রোশ দূরে আর একটা সেতু আছে সর্দ্দার।

সিন্ধিয়া। তাও হয়ত তারা ভেঙ্গে ফেলেছে।

রঘুপন্থ। না সর্দ্দার, আমি সংবাদ নিয়েছি।

সিন্ধিয়া। নিষ্ফল। এক দিনের পথ তিন দিনে অতিক্রম করে দিল্লী পৌঁছে দেখব, সব শেষ হয়ে গেছে। বাদশা বন্দী, শাহাজাদী শত্রুর কবলে। ওঃ—

রঘুপন্থ। আমার মনে হয়, বাদশা আপনার ভরসায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই।

সিন্ধিয়া। তুমি মূর্খ। বাদশা তার পুত্রদের উপরও এত নির্ভর করেন নি, যতখানি নির্ভর করেছেন এই শত্রুর মুখের কথায়। সৈন্যরা কোথায়?

রঘুপন্থ। শিবিরে আহার কচ্ছে।

সিন্ধিয়া। শিবির! জরুরী অভিযানের পথে তুমি শিবির সন্নিবেশ করে বসে আছ? তাহলে এ তোমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ?

রঘুপন্থ। না সর্দার।

সিন্ধিয়া। না? মিথ্যাবাদি, মহাদাজি সিন্ধিয়া কি দুগ্ধপোষ্য শিশু? তুমি চাও না যে শত্রুকে আমি সাহায্য করি। আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তুমি স্বেচ্ছায় আমার আদেশ অমান্য করেছ।

রঘুপন্থ। তাহলে আমি বলব, মিথ্যাবাদী আমি নই, আপনি।

সিন্ধিয়া। অস্ত্র নাও। হয় নিজে মর, না হয় আমাকে বধ কর।

রঘুপন্থ। আমি প্রভুর সঙ্গে যুদ্ধ করব না।

সিন্ধিয়া। তাহলে মাথা দিতে হবে বেইমান।

রঘুপন্থ। মাথা দিয়েই আমি প্রমাণ করব যে, আমি বেইমান নই।

সিন্ধিয়া। তাই হোক। [তরবারি নিষ্কাসন]

খোদাবক্সের প্রবেশ।

খোদাবক্স। মহাদাজি সিন্ধিয়া কার নাম? কে মহাদাজি সিন্ধিয়া?

সিন্ধিয়া। আমি। কোথা থেকে আসছ তুমি?

খোদাবক্স। দিল্লী থেকে।

সিন্ধিয়া। কেমন আছেন শাহানশা ? গোলাম কাদের কি সিংহাসন অধিকার করেছে ?

খোদাবক্স। এখনও করে নি। তবে আর দেরী নেই,—তার সৈন্যরা শহরে পিল পিল করে ঢুকছে। বাদশা আপনার পথ চেয়ে বসে আছেন। কি আশ্চর্য্য, আপনি এখনও এপারে বসে আছেন ? তাহলে আপনি যে কথা দিয়েছেন, তা মিথ্যে ?

সিন্ধিয়া। মিথ্যে নয়। কেমন করে বোঝাব যে বাদশাকে সাহায্য করবার জন্য আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু শত্রুরা সেতু ভেঙ্গে দিয়েছে। কি করে পার হব বলতে পার ?

খোদাবক্স। আমি বুড়ো মানুষ। সাঁতার কেটে নদী পার হয়েছি, আর জোয়ান ব্যাটাছেলে আপনি, সাঁতরে পার হতে পারবেন না ?

সিন্ধিয়া। পারব, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারব।

রঘুপন্থ। একে বর্ষাকাল, তার উপর ওপারে শত্রুরা কামান নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে, এই বিপদের মধ্যে আপনি সাঁতরে নদী পার হতে চান ?

সিন্ধিয়া। উপায় নেই। তোমার মত অকর্ম্মণ্য অনুচর যার, তার জীবনে এমনি বিপদ পদে পদেই আসবে।

রঘুপন্থ। একা ওপারে গিয়ে আপনি করবেন কি ?

সিন্ধিয়া। শত্রুর কামান অধিকার করব।

রঘুপন্থ। তার আগেই কামানের গোলায় আপনার প্রাণ যাবে।

সিন্ধিয়া। প্রাণ দিয়েই আমি বাদশাকে জানিয়ে যাব যে, মহাদাজি সিন্ধিয়া বিশ্বাসঘাতক নয়।

রঘুপন্থ। যেতে হয়, আমি যাব কামান অধিকার করতে।

সিন্ধিয়া। এত সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়া যায় না।

রঘুপন্থ। মৃত্যুর সম্মুখীন হতে আপনি কি আর আমায় দেখেন নি?

সিন্ধিয়া। দেখেছি তখন, যখন হীরে মাণিক জহরতের লোভ চোখ ধাঁধিয়ে দিত না। আজ লাভের আশা নেই, আছে শুধু মৃত্যুর তাণ্ডব। আমি যদি মরি, যেখানে যা কিছু আছে, সব তুমি নিও। আর যদি কামান অধিকার করতে পারি, আমার বিশ্বস্ত অনুচর যদি কেউ থাকে, সে যেন আমারই পথ অনুসরণ করে।

খোদাবক্স। সর্দ্দার!

সিন্ধিয়া। দিল্লীর রণক্ষেত্রে আমি যদি পৌঁছুতে না পারি, মহা-মান্য বাদশাকে তুমি বলো,—মহাদাজি সিন্ধিয়া বিশ্বাসঘাতক নয়। যাও শিবিরে বিশ্রাম করগে।

খোদাবক্স। না সর্দ্দার, আমি আগে আগে সাঁতার কেটে যাব, আপনি আসবেন আমার পেছনে।

সিন্ধিয়া। সে কি? একবার তুমি নদী পার হয়ে এসেছ, এই জরাজীর্ণ দেহে আবার বর্ষার নদীতে সাঁতার দেবে?

খোদাবক্স। তাতে আমার কোন কষ্ট হবে না। আমি ভিস্তি-ওয়ালা; জলের সঙ্গে আমার চিরদিনের দোস্তি।

রঘুপন্থ। ভিস্তিওয়ালা! সম্রাট তোমাকে পাঠিয়েছেন?

খোদাবক্স। না, আমি নিজেই এসেছি।

সিন্ধিয়া। কে তুমি বৃদ্ধ?

খোদাবক্স। কি আর পরিচয় দেব? আমি সেই শয়তান গোলাম কাদেরের বাপ।

সিন্ধিয়া। শুনছ রঘুপন্থ? শুনছ? সংসারে মূর্খ শুধু দস্যু সিন্ধে নয়, আরও মূর্খ আছে। শত্রু-মিত্রের বিচার জন্মের হিসাবে

হয় না। বিপন্ন সম্রাটের জন্য একটা ভিস্তিওয়ালা যদি তার পুত্রের মৃত্যুকামনা করতে পারে, তবে আমরা ভদ্রসন্তান বলে পরিচয় দিই, আমরা পারব না পূর্ব্ব শত্রুতা ভুলে যেতে ?

রঘুপন্থ। আপনি যাবেন না সর্দ্দার। এ বৃদ্ধ আপনাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে টেনে নিয়ে যাবে।

খোদাবক্স। তোমার মাথায় ষাঁড়ের গোবর। আমি আগে যাব, উনি আসবেন পেছনে। গুলি যদি আসেই, আগে আমি মরব।

রঘুপন্থ। মিথ্যা কথা।

খোদাবক্স। মিথ্যা কথা বলে তোমার মত ভদ্রলোকেরা। আমরা ছোটলোক,—যা বলব, তা করব। চল সর্দ্দার।

সিন্ধিয়া। তোমার যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

খোদাবক্স। আছে। ওপারের সৈন্যদের চালাচ্ছে রহমত; ব্যাটা আমাকে চেনে। গুলি হয়ত নাও ছুঁড়তে পারে। সে হয়ত মনে করবে, আমি মশায়কে ফুসলে নিয়ে যাচ্ছি তাদের সুবিধের জন্যে।

সিন্ধিয়া। তুমি এখনও বাদশার চাকরি কর ?

খোদাবক্স। চাকরি না করলেও মাইনে নিই।

সিন্ধিয়া। এতে তোমার ছেলের অপমান হয় না ?

খোদাবক্স। ছেলে আমার নেই মশায়। ও ব্যাটা গিধ্‌ধোড়ের বাচ্ছা—মাটি ফুঁড়ে গজিয়েছে। নইলে আমি যাকে দিদি বলি, হারামজাদা তাকে বে করতে চায় ? আমি যদি মরি, সে যেন আমার কবরে মাটি না দেয়। মরার আগে আমি যেন দেখে যেতে পাই যে, সে ব্যাটার এতবড় মানের কেল্লা ধূলোয় মিশে

গেছে; আর সেই মাগী, যে তাকে পেটে ধরেছে, সে যেন না খেয়ে শুকিয়ে এই ছোটলোক ভিস্তিওয়ালার কাছেই ফিরে আসে।

[প্রস্থান।

সিন্ধিয়া। ছোটলোক তুমি নও বন্ধু। তুমি ভদ্রলোকের মাথার মণি।

রঘুপন্থ। আমি শপথ করে বলতে পারি, এই লোকটা শক্রর চর।

সিন্ধিয়া। আমিও শপথ করে বলতে পারি, তুমি শুধু মূর্খ নও, মিথ্যাবাদী।

রঘুপন্থ। আপনি কি আমার কোন কথাই গ্রাহ্য করবেন না?

সিন্ধিয়া। কথা যদি প্রলাপ না হয়, অবশ্যই গ্রাহ্য করব।

[প্রস্থান।

রঘুপন্থ। আমি বেইমান! ওঃ—এ কি জ্বালা! যার জন্য ঘর-সংসার ছেড়েছি, সুখৈশ্বর্য্য দুপায়ে দলেছি, যার মুখের কথায় কতবার মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছি, তার মুখের এই সম্ভাষণ—'বেইমান'! আচ্ছা, তোমায় আমি ভাল করে দেখিয়ে দেব, কেমন আমি বেইমান।

[প্রস্থান।

—:০:—

চতুর্থ দৃশ্য।

গোলাম কাদেরের শিবির।

নসীবনের প্রবেশ।

নসীবন। আলমামুন ছোঁড়াটা কচ্ছে কি? এখনও রাজ্যটা জয় করে মেয়েটাকে ছিনিয়ে আনতে পারলে না? দেখ দেখি, কবে কোহিনূর এসে পা টিপবে, কবে আমি প্রাণভরে ঘুমুব? উঃ— পা দুটো এমন সুড় সুড় কচ্ছে। এই বাঁদি, এই,—[বাঁদীর প্রবেশ।] হারামজাদী, থাকিস কোথায়? জানিস নে, এক লহমা পা না টিপলে আমি চোখে সর্ষেফুল দেখি?

বাঁদী। গাল দেন কেন হুজুরাইন?

নসীবন। একশোবার দেব হারামজাদি। আমি নবাবের মা, তা জানিস নে?

বাঁদী। নবাবের মা হলেই কি গাল দিতে হবে নাকি?

নসীবন। আলবাৎ, নইলে নবাবের মা হয়ে সুখ হল কি? তোরা হলি বাঁদী, তোদের আমি গাল দেব, ঠ্যাঙাব, ছ্যাঁকা দেব, কিচ্ছুটি বলতে পাবি না।

বাঁদী। আপনি যখন বাদশার হারেমের বাঁদী ছিলেন—

নসীবন। চোপরাও বেয়াদপ।

বাঁদী। বেশ, আমি চললুম।

নসীবন। চললুম বললেই হল? খাড়া থাক শয়তানের বাচ্ছা।

বাঁদী। হুজুরাইন মা-বাপ, যা বলেন তাই সই।

নসীবন। বাদশাজাদী আসবে কবে, খবর রাখিস?

বাঁদী। শুনেছি ত আসবে না।

নসীবন। তার বাবা আসবে।

বাঁদী। আজ্ঞে হ্যাঁ, শাহাজাদী বলছে, তার বাবা এসে আপনাকে নাকি কান ধরে নিয়ে যাবে।

নসীবন। কি?

বাঁদী। আর শাহাজাদী আপনার চামড়া খুলে মশক বানাবে।

নসীবন। এই কথা বলেছে কোহিনূর?

বাঁদী। আরও বলেছে গোলাম কাদেরের মুখে লাথি মারব, আর তার বাপ—

নসীবন। কে বাপ? বাপ নেই।

বাঁদী। সেও ত'ই বলেছে হুজুরাইন। কত বড় বুকের পাটা দেখুন। বলে কিনা, যার বাপ নেই, অমি সেই ভূঁইফোড়কে বিয়ে করব না।

নসীবন। আর কি বলেছে?

বাঈজী। **গীত।**

তোমায় মারবে আছাড় ধোপার পাটে।
গলায় বেঁধে শণের দড়ি,
বেচবে নিয়ে বাঁদীর হাটে।
ছুটি পয়সা দিলে দাম,
হোক না মেথর তোরাপ আলি, মুদ্দফরাস গঙ্গারাম।
দিয়ে দেবে সোনার পরী,
শুনে লাজে ছুঃখে মরি,
কে আর মারবে ঝাঁটা লাথি দিবানিশি বিনে খাটে।

নসীবন। কোতল করব, সব কোতল করব। [বাঁদীর প্রস্থান।

এতবড় আস্পদ্দা! আমাকে ধোপার পাটে আছাড় মারবে, আমাকে হাটে বেচবে মেথরের কাছে! আমি ওর মুখে কঁ্যাৎ কঁ্যাৎ করে লাথি মারব, তবে আমি নবাবের মা।

জাফরের প্রবেশ।

জাফর। নবাব সাহেব কোথায়?

নসীবন। কোতল করব।

জাফর। তোকে কোতল করব।

নসীবন। চোপ্‌রাও কমবক্ত্‌।

জাফর। ইয়ারকি মারিস নি। নবাবকে ডেকে দে।

নসীবন। কে তুই?

জাফর। আমি যেই হই না, তুই কে?

নসীবন। আমি নবাবের মা।

জাফর। ফাজলামো করিস নি বাঁদি।

নসীবন। কি? আমি বাঁদী? কোতল করব ব্যাটাকে।

জাফর। বেটী ত বড় জ্বালাতন করলে দেখছি। তুই নবাংকে ডাকবি কি না?

নসীবন। কি দরকার নবাবকে? আমাকে বল, বলছি ত আমি নবাবের মা?

জাফর। আমি ত বলছি, তুই মামদো পেত্নী, শ্যাওড়া গাছে থাকিস, যুদ্ধের কথা শুনে হাড় চিবুতে নেমে এসেছিস।

নসীবন। আয় তোর হাড়-পাঁজরা চিবিয়ে খাই।

জাফর। ও বাবা, নোলা দিয়ে জল পড়ছে যে। দোহাই পেত্নীসাহেবা, আমার হাড়ে কিচ্ছু রস নেই। তুমি বরং বোঁ করে বাদশার হারেমে যাও। সেখানে শাহাজাদী কোহিনূর আছে, তার

হাড় মুরগীর মত নরম, আর মাংস বাঁদরের পশ্চাৎভাগের মত লাল। হে কোদালদাঁতি, তুমি তাকে আহার কর, তোমারও সুখ হবে, আমারও পিঠের ব্যথাটা মরবে।

নসীবন। কোহিনুর তোকে পাঠিয়েছে?

জাফর। খোদার কসম, এগিও না বিবি। দূর থেকে দেখেই আমার পেটে মোচড় দিচ্ছে, কাছে এলে যা তা হয়ে যাবে।

নসীবন। ব্যাটাকে চড়িয়ে দেব নাকি?

জাফর। দূর থেকে চড় ছুঁড়ে মার কাছে এস না। বাপ্‌স্‌, এতক্ষণে বুঝেছি, গোলাম কাদের কোন অস্ত্র দিয়ে এত যুদ্ধ জয় করে। শত্রুর পালের মধ্যে পেত্নী ছেড়ে দেয়, আর সব ব্যাটা গোলমাল করে নিজের মাথা নিজে কাটে।

নসীবন। নাঃ, তোর মরণ ঘনিয়েছে।

জাফর। অমন কথা বলো না বিবি। ঘরে আমার তৃতীয় পক্ষের জরু, আমি মলে তাকে পাঁচশালা শকুনের মত ছেঁকে ধরবে। নইলে তোমার পেটে যেতে আমার আপত্তি ছিল না। দোহাই, খোদার কসম—

গোলাম কাদেরের প্রবেশ।

গোলাম। তুমি এখানে কেন মা? রহমত কোথায়? এ আবার কে?

নসীবন। তা কি মড়া কিছুতেই বলবে? গর্দ্দান না নিলে বলবে না।

জাফর। ও বাবা, এ যে আরও সাংঘাতিক দেখছি। ইস্‌, ভূতের কথা কেতাবে পড়েছি, সে যে এমন ভয়ানক, তা কি জানি?

গোলাম। তুমি এখানে এলে কি করে?

জাফর। আমি আসি নি মামদো মিঞা, এই পেত্নীসাহেবা আমাকে বাড়ী থেকে কামড়ে উড়িয়ে এনেছে।

গোলাম। [জাফরের গালে চড় মারিলেন] শয়তান!

জাফর। বাপ্‌—পানি! [বসিয়া পড়িল]

নসীবন। নবাবের কাছে কি কথা তোর, বল।' [কান ধরিয়া তুলিল।]

জাফর। কথা ফুরিয়ে গেছে।

গোলাম। কোথা থেকে আসছ তুমি?

নসীবন। বাদশার হারেম থেকে। ব্যাটা গোয়েন্দা। মার ব্যাটা শয়তানকে। [চপেটাঘাত]

জাফর। আর চড় আছে? এতে বেশ সুখ হল না।

গোলাম। বল, কি কথা তোমার।

জাফর। নবাব কই?

গোলাম। আমি নবাব গোলাম কাদের।

জাফর। আপনি! বাঃ,—এ নইলে নবাব! ও আমি চড়ের বহর দেখেই বুঝে নিয়েছি। শাহাজাদীর বরাত ভাল। ইনিই বুঝি আপনার মা? সেলাম বিবি। আমি ছেলেমানুষ, বেয়াদবি মাফ করবেন। নবাব সাহেবের বাবাকে একবার দেখতে পাই নে?

নসীবন। বাপ নেই, শুধু মা।

জাফর। বুঝেছি বিবি, আর বলতে হবে না।

গোলাম। যাও মা, ভেতরে যাও, যখন তখন বাইরে এস না।

নসীবন। শাহাজাদী এল?

গোলাম। সময় হলেই আসবে।

নসীবন। সাত দিনের মধ্যে তাকে চাই বাপু, নইলে তোমার তাঁবু আমি আগুন দিয়ে পোড়াব।

[প্রস্থান।

জাফর। [স্বগত] ইস, মাগীর কি রূপ!

গোলাম। তোমাকে পাঠিয়েছেন শাহাজাদা আকবর, নয়?

জাফর। কে বললে?

গোলাম। বাদশাহী বংশের মানুষগুলো ছোবল মারতে না পারলেও ফোঁস করতে জানে। শাহাজাদা আকবর ছাড়া আর কারো দূত কিল খেয়ে কিল চুরি করত না।

জাফর। আজ্ঞে শাহাজাদা আকবর বলেছেন—

গোলাম। যে মান যাক, প্রাণটা থাকলেই হল। দিল্লীর মসনদের যোগ্য অধিকারী বটে।

জাফর। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি দেখে নেবেন, এমন বাদশা হয় না।

গোলাম। না দেখেই বুঝেছি। তাঁর প্রস্তাবটি কি বল।

জাফর। আপনাকে ভগ্নীদান করতে তাঁব আপত্তি নেই।

গোলাম। বাধিত হলুম। প্রতিদানে দিল্লীর মসনদটা তার জন্য রেখে যেতে হবে, কেমন?

জাফর। আপনার বুদ্ধি আছে দেখছি। না বলতেই বেশ বুঝে ফেলেছেন।

গোলাম। আমার একটা চোখ ভেতরে আছে কিনা। কিন্তু আমি বুঝতে পাচ্ছি না মিঞা, যে ভগ্নীর উপর শাহাজাদার কোন আধিপত্য নেই, তাকে তিনি আমায় দেবেন কি করে?

জাফর। তিনি দেবেন কেন? আপনি নিয়ে নেবেন।

গোলাম। তবে শাহাজাদা কি করবেন?

জাফর। তিনি তাঁর দশ হাজার সৈন্য নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবেন।

গোলাম। এই মহৎকাজের পুরস্কারস্বরূপ সিংহাসনটি তাঁর চাই?

জাফর। আজ্ঞে হ্যাঁ, আর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যদি দিল্লী আক্রমণ করে, আপনাকে আমাদের সাহায্য করতে হবে।

গোলাম। আর বাদশার কি করব?

জাফর। তাকে আর ছোট শাহাজাদাকে মেরে ফেলবেন।

গোলাম। ঠিক,—ঠিক, মোগল রাজবংশের এই ত রীতি। হ্যাঁ হে মিঞা, বাঙ্গলার মীরজ'ফব কি দিল্লীতে এসেছে?

জাফর। কই না ত।

গোলাম। এসেছে, দিল্লীর হাবেমে বসে সে ছুরি শানাচ্ছে। বাদশা মরবে, শাহজাদা হোসেন মরবে, কোহিনূরকে ভেঙ্গে হাজার টুকরো করবে। করুক, তাতে আমার কি? যারা চোখ থাকতে অন্ধ, মরতেই তারা জন্মেছে। আমি ছেড়ে দিলেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গলা টিপে ধরবে। যাও দূত, শাহাজাদা আকবরের এই নিষ্ক্রিয় সাহায্য আমি গ্রহণ করলুম।

জাফর। কথাটা কিন্তু—

গোলাম। গোপনে থাকবে।

জাফর। যুদ্ধ জয় করেই—

গোলাম। আমি কোহিনূরকে নিয়ে চলে যাব।

জাফর। অবশ্য শাহাজাদা আপনাকে—

গোলাম। যৌতুক দেবেন। কি যৌতুক, কিছু বলেছেন?

জাফর। যা আপনি চান।

গোলাম। আচ্ছা যাও, আমি রাজি। এই মুহূর্তেই উড়ে গিয়ে তাকে সংবাদ দেবে, বুঝলে?

জাফর। মিঞাকে দেখতে বেশ জুতসই না হলেও বুদ্ধি-শুদ্ধি বেশ। তা আপনার ভালই হলো। রাজ্যিপাট নিয়ে আর কি হবে ছাই? কোহিনূরকে বিয়ে করলে পাঁচ বছরে বংশের আলকাতরার ছোপ উঠে যাবে। চড় মেরেছেন, তাতে বিশেষ দুঃখ নেই, কিন্তু গালে আলকাতরা লাগল কিনা, তাই ভাবছি।

গোলাম। আচ্ছা, সেলাম।

জাফর। সেলাম। [স্বগত] ওঃ, কোহিনূরের পাশে কাণা শালাকে যা মানাবে। দোহাই খোদা, কাঁথা বেচে পীরের দরগায় শিন্নি দেব, শয়তানের তেজটা যেন ভাঙ্গে।

[প্রস্থান।

গোলাম। এ জাত আবার উঠবে! রক্তে এদের বেইমানের বীজ কিলবিল কচ্ছে। এরা মরবে, ভারতের পবিত্র গুলবাগে বসরাই গোলাপ ফোটাতে হলে এদের ধ্বংস চাই।

গীতকণ্ঠে দরবেশের প্রবেশ।

দরবেশ। গীত।

পালক যদি গজিয়ে থাকে, পিপীলিকা উড়ে যা।
মরণ তোরে ডেকে সারা, দুহাতে বিষ গুলে খা।
নিখাদ সোনা ভাবলি যারে,
নেশার চোখে অন্ধকারে,
সোনা সে নয়, অগ্নিশিখা, ওরে পাগল, ফিরে চা।
সামনে পাশে কবর খোঁড়া,
ছোটাস নে তোর মত্ত ঘোড়া,
কাক শকুনে ছিঁড়ে খাবে, দেবে না কেউ ডাকলে রা॥

গোলাম। আমি ত বলেছি আলি আসান, বিবাদ আমি করতে চাই না, বাদশা আমাকে কন্যাদান করলেই চলে যাব।

দরবেশ। নইলে দেশটাকে জাহান্নামে দেবে?

গোলাম। জাহান্নামে যেতে বাকি আছে আলি আসান?

দরবেশ। যতই অপদার্থ হোন বাদশা, তোমারই ত দেশবাসী। এই দুঃসময়ে ঘরোয়া বিবাদ সাজে না কাদের। বাঙ্গলা থেকে হেষ্টিংস্ দিল্লীর দিকে চেয়ে আছে।

গোলাম। গোলাম কাদের হেষ্টিংস্ বা তার মুষ্টিমেয় বানর-বাহিনীকে ভয় করে না।।

দরবেশ। শক্তির অহঙ্কারে আগুনে ঝাঁপ দিও না কাদের, মরবে। তুমি আমার বাল্যবন্ধু, তোমার উন্নতিতে আমার বুকটা দশ হাত ফুলে উঠে। কিন্তু সাবধান, অ্যায়সা দিন নেহি রহে গা।

[প্রস্থান।

গোলাম। অ্যায়সা দিন নেহি রহে গা। জানি। পথে আমি জন্মেছি, পথেই হয়ত ফিরে যাব, তবু যতক্ষণ শক্তি আছে, ততক্ষণ দাম্ভিকের মত দম্ভ আমি সহ্য করব না।

রহমতের প্রবেশ।

রহমত। জাঁহাপনা সিন্ধে আসছে।

গোলাম কেমন করে পার হল?

রহমত। সাঁতার দিয়ে।

গোলাম। গুলি করতে পারলে না?

রহমত। পারতুম, কিন্তু তার ঠিক আগেই ছিলেন আপনার পিতা। গুলি করলে তাঁকেও মারতে হতো।

গোলাম। তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে তোমাকে আমি হুকুম দিয়েছিলুম ?

রহমত। জাঁহাপনা !

গোলাম। কোথায় তারা ?

রহমত। তারা আমাদের কামান অধিকার করেছে।

গোলাম। বেশ করেছে। তুমি গিয়ে কামানের মুখে বুক পেতে দাও ? মূর্খ, অকর্ম্মণ্য ! বুদ্ধির দোষে তুমি কত বড় ক্ষতি করেছ জান ? সিন্ধে যদি একবার দিল্লীর রণক্ষেত্রে পৌছতে পারে, আমাদের এত আয়োজন সব পণ্ড করে দেবে।

রহমত। তার সৈন্যরা এখনও ওপারেই আছে জনাব।

গোলাম। গিয়ে দেখ, এতক্ষণে তারাও পৌছে গেছে।

রহমত। তাহলে আমি এখন কি করব ?

গোলাম। গলায় দড়ি দেবে।

রহমত। আপনার পিতা—

গোলাম। আমার পিতা হলেও তিনি বাদশার ভৃত্য। বাদশার সঙ্গে তাঁকেও কবরে যেতে হবে।

রহমত। আমি তা বুঝতে পারি নি জনাব। আমি মনে করে-ছিলুম, মসনদের চেয়ে পিতার মূল্য বেশী। এখন দেখছি বুড়ো বাপ আর মরা ছাগলের একই দাম।

গোলাম। রহমত !

রহমত। রহমত স্পষ্ট কথা বলতে পীরকেও ভয় করে না।

[প্রস্থান।

গোলাম। কৈ হ্যায় ?

আলমামুনের প্রবেশ।

আলমামুন। বান্দার সেলাম পৌছে জনাব।

গোলাম। কি হয়েছে?

আলমামুন। আপনি কি শাহাজাদা আকবরের সঙ্গে সন্ধি করেছেন?

গোলাম। হ্যাঁ আলমামুন। তিনি যুদ্ধ করছেন না ত?

আলমামুন। না জনাব। দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

গোলাম। তবু তুমি এখনও যুদ্ধ জয় করতে পারলে না?

আলমামুন। বোধহয় পারব না জাঁহাপনা!

গোলাম। পারবে না! তুচ্ছ বাদশাহী সৈন্য, তার অধিনায়ক একটা মাতাল অপরিণত যুবক,—দশ হাজার শত্রুসৈন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবু বিখ্যাত বীর আলমামুন যুদ্ধ জয় করতে পারবে না!

আলমামুন। না।

গোলাম। কারণ?

আলমামুন। অন্যায় যুদ্ধ আমি কখনো করি নি জনাব। গোপনে শত্রুর শক্তিহরণ করে যুদ্ধ করার অভ্যাস আমার নেই। শাহাজাদা আকবরকে আপনি সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে যেতে বলুন। আমাকে যদি যুদ্ধ করতে হয়, কামানের সামনে কোন গোপন বন্ধুকে রেহাই দেব না।

গোলাম। সন্ধিটাই যে গোপনীয়।

আলমামুন। কি সর্তে সন্ধি করেছেন জনাব?

গোলাম। যুদ্ধ জয় করে কোহিনূরকে নিয়ে আমি চলে যাব। মসনদ থাকবে শাহাজাদার জন্যে।

আলমামুন। এ সর্ত আপনি করতে পারলেন?

গোলাম। কেন পারব না?

আলমামুন। তাহলে যুদ্ধের কি প্রয়োজন?

গোলাম। প্রয়োজন কোহিনূর।

আলমামুন। কোহিনূর সুহস্র মাণিক দিয়ে তৈরী হলেও নবাব গোলাম কাদেরের কাছে তার মূল্য নেই।

গোলাম। এ তুমি বলছ কি নির্ব্বোধ। অমন সৌন্দর্য্য দেখে কে না মুগ্ধ হয়?

আলমামুন। ছুনিয়ায় এমন নারী নেই, যার সৌন্দর্য্য আপনাকে মুগ্ধ করতে পারে।

গোলাম। তবে আমি শাহাজাদীকে চেয়েছি কেন?

আলমামুন। ও আপনার ছলনা।

গোলাম। ছলনা!

আলমামুন। আপনি চান দিল্লীর মসনদ। বাদশা আপনাকে কন্যা দেবেন না জেনেই আপনি তাকে দাবি করেছেন। আর এও সত্য যে, কোহিনূরকে পেলেও আপনি তাকে বিবাহ করবেন না।

গোলাম। তোমাকে দিয়ে দেব?

আলমামুন। জাঁহাপনা, আমরা সাধারণ মানুষ। কিন্তু আপনি ত সাধারণ নন। আপনার সঙ্গে কত যুদ্ধ আমি করেছি, কখনও অন্যায় যুদ্ধ করতে দেখি নি। এইজন্যই আপনি এত তুর্ব্বার। এই-বার আপনার অনিবার্য্য পরাজয়!

গোলাম। তুমি থাকতে?

আলমামুন। আমি কে জাঁহাপনা? আপনাকে এতকাল জয়ী করেছে আপনার ধর্ম্মবল। আজ যখন ধর্ম্মবল গেছে, আর আপনার কিছুই থাকবে না।

গোলাম। তুমি নির্ব্বোধ। গোলাম কাদের পরাজয় কাকে বলে জানে না। যাও, অধর্ম্ম যুদ্ধটা আমিই করব, তুমি সিন্ধের

গতিরোধ কর। মাত্র তিনদিন তাকে আটকে রাখ, এরি মধ্যে আমি প্রাসাদ অধিকার করব।

আলমামুন। সেলাম জাঁহাপনা। কিন্তু খুব সাবধান। আপনি যাকে মাতাল বলে উপহাস কচ্ছেন, অমি তার মত যোদ্ধা ভারতে আর দেখি নি। নবাব গোলাম কাদের দিগ্বিজয়ী হলেও তার কাছে শিশু।

গোলাম। তুমি সিদ্ধের কথা ভাব।

আলমামুন। দশটা সিদ্ধে একাধারে দেখে এলুম জাঁহাপনা। একটা সিদ্ধেকে আমি ভয় করি না। তবে সবই নিষ্ফল। আপনি নিজেই নিজের কবর খনন করেছেন। সেলাম জাঁহাপনা।

[প্রস্থান।

গোলাম। লক্ষ্যভ্রষ্ট হযেছি। কিন্তু আব উপায় নেই। এ বিষ হজম করতেই হবে। খোদা, শক্তি দাও।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য।

শিবির।

আকবরের প্রবেশ।

আকবর। ব্যস্, কেল্লা ফতে। আর দুদিনের মধ্যেই আমি হব দিল্লীর বাদশা। তারপর—

হোসেনের প্রবেশ।

হোসেন। তারপর কি দাদা? তারা আমাকে হত্যা করবে, পিতাকে বন্দী করবে, দিল্লীর গুলবাগিচার সুগন্ধি গোলাপ কোহিনূরকে নিয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে চলে যাবে, আর তুমি মহানন্দে বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে?

আকবর। এ তুমি বলছ কি হোসেন? আমি জীবিত থাকতে পিতাকে বন্দী করবে!

হোসেন। তুমি কি জীবিত আছ শাহাজাদা আকবর?

আকবর। কেন, মৃতের লক্ষণ কি দেখলে?

হোসেন। বাছাই বাছাই দশ হাজার সৈন্য নিয়ে রণস্থলে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকা কি জীবিতের লক্ষণ?

আকবর। একসঙ্গে সমস্ত সৈন্যদের হয়রাণ করে ভবিষ্যতের জন্য কোন সঞ্চয় না রাখা বুদ্ধিমানের রণনীতি নয়। সময় হলেই দেখবে, আমার সৈন্যরা শত্রুসৈন্যের উপর বাঘের মত লাফিয়ে পরেছে।

হোসেন। কবে আসবে সে শুভদিন?

আকবর। যখন তোমার সৈন্তরা অবসন্ন হয়ে পড়বে।

হোসেন। সেদিন কি এখনো আসে নি নিষ্ঠুর? আমার অর্দ্ধেক সৈন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, বাকি যারা আছে, তারাও ভগ্নোদ্যম হয়ে পলায়নের সুযোগ খুঁজছে। বল, বল হে দিল্লীর ভাবী সম্রাট, হে বুদ্ধিমান রণবিশারদ, এখনো কি তোমার কামান দাগার সময় হয় নি? মৃত্যু এসে একে একে সবাইকে গ্রাস কচ্ছে, এখনো তুমি দশ হাজার সৈন্য নিয়ে রণক্ষেত্রে তামাসা দেখতে চাও?

আকবর। অনধিকারচর্চ্চা করো না হোসেন। আমি তোমার অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ নই।

হোসেন। অধীনস্থ নও বলেই তোমায় অনুরোধ করতে এসেছি। নইলে তোমার মাথাটা নিয়ে এতক্ষণ বাদশাকে উপহার দিতুম।

আকবর। হোসেন!

হোসেন। চেয়ে দেখ ভাই, শত্রু দাঁত বার করে হাসছে, গোলাম কাদের জয়োল্লাসে নৃত্য করছে। তুচ্ছ সৈনিকেরা পর্য্যন্ত বাদশাকে উপহাস কচ্ছে। এ অপমান কার? শুধু বাদশার, না আমাদেরও।

আকবর। বাদশা যদি অপমান ডেকে আনেন, আমি তার কি করব?

হোসেন। অপমান তিনি ডেকে আনেন নি, এনেছ তুমি। তিনি মালিক, শত্রুকে যুদ্ধে ডেকে আনা না আনা তাঁর ইচ্ছা। তুমি হুকুমের গোলাম, তার হুকুম তামিল করবে। শত্রুর সঙ্গে গোপনে সন্ধি করবার তুমি কে?

আকবর। সন্ধি করেছি?

হোসেন। নিশ্চয়ই করেছ।

আকবর। তুমি মিথ্যাবাদী।

হোসেন। হে সত্যবাদী মহাপুরুষ, গোলাম কাদেরের কামানের মুখটা কেন একবারও তোমার দিকে ঘুরলো না? আমার সাত হাজার সৈন্য অবিশ্রাম যুদ্ধ করে রণক্ষেত্রে ঘুমিয়ে রইল, আর তোমার একটা সৈন্যও কেন মৃত্যুর মুখ দেখল না? বল, জবাব দাও।

আকবর। জবাব সম্রাটের কাছেই দেব।

বাহাদুরের প্রবেশ।

বাহাদুর। তাই দেবে এস। [আদেশপত্র প্রদান]

আকবর। কি এ?

বাহাদুর। সম্রাটের হুকুমনামা।

আকবর। কিসের হুকুম?

বাহাদুর। এই মুহূর্তে রণস্থল ত্যাগ করে তার কাছে গিয়ে জবাব দিতে হবে।

আকবর। রণস্থল ত্যাগ করব?

বাহাদুর। তার আগে অস্ত্র ত্যাগ করতে হবে।

আকবর। কারণ?

বাহাদুর। কারণ তুমি রাজদ্রোহী।

আকবর। কে বলেছে?

বাহাদুর। আমিই বলছি বাবা! বলেছি,—"হে সম্রাট, আপনার কনিষ্ঠপুত্র বুকের পাঁজর দিয়ে যে জয়স্তম্ভ গড়ে তুলেছিলেন, আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র বেইমানির আঘাতে তাকে ধূলিসাৎ কচ্ছেন। ভাইয়ের অধীনে যুদ্ধ করতে যার অপমান হয়েছিল, আপনার সেই গুণবান পুত্র ভিস্তিওয়ালার ছেলের পায়ে ধরে সন্ধি করেছেন।"

আকবর। আমি তোর মাথাটা উড়িয়ে দেব শয়তান। [অসি নিষ্কাসন]

বাহাদুর। আমিও তোমায় গুলি করব বেইমান। [পিস্তল বাগাইল]

হোসেন। ক্ষান্ত হও। এ দুঃসময়ে আত্মকলহে শক্তি ক্ষয় করো না। দাদা, যা করেছ, করেছ; এখনও হয়ত সময় আছে। ছিঁড়ে ফেল সন্ধিপত্র, উগরে ফেল সন্দেহের বিষ। যুদ্ধে যদি জয় হয়, সিংহাসন তোমারই থাকবে, আমি সিপাহশালার বলে কোন পুরস্কার দাবি করব না। ওই দেখ, পঙ্গপালের মত শত্রুসৈন্য ছুটে আসছে। কামানের মুখ ঘুরিয়ে দাও। সৈন্যদের হুকুম দাও। আমাকে যদি অবিশ্বাস হয়, আমিই হব তোমার কামানের প্রথম বলি। দাদা,—[নতজানু]

বাহাদুর। বাবা,—[নতজানু]

আকবর। বেরিয়ে যা শয়তানের দল।

[উভয়কে পদাঘাত করিয়া প্রস্থান।

বাহাদুর। হুকুম দাও সিপাহশালার, আমি এই বেইমানকে হত্যা করব।

হোসেন। না বাহাদুর, যতই অপরাধী হোন, উনি তোমার পিতা, আমার বড়ভাই।

বাহাদুর। তাহলেও বেইমান।

হোসেন। রক্তের দোষ বাহাদুর। মোগল বাদশাহী বংশ চিরকাল বাপভাইয়ের সঙ্গে এমনি করে বেইমানি করেছে। এইজন্যই এতবড় বিশাল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত বাতাসের ভর সইল না। দুশো বেগম যার, তার সন্তানেরা কখনও পরস্পরকে ভালবাসতে পারে না, বাপকে শ্রদ্ধা করতে শেখে না। যদি বেঁচে থাকিস বাহাদুর, মনে রাখিস বহুবিবাহ অকালমৃত্যুর সোপান।

বাহাদুর। চাচা,—

হোসেন। চলে যা বাহাদুর। আমি জানি, জয় আমাদের হবে না। সম্রাটকে গিয়ে বল, আর আশা নেই। তোদের নিয়ে তিনি যেন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান।

বাহাদুর। আমি যাব না। তুমি যদি মর, আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে মরব।

হোসেন। পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতে হবে বালক। দিল্লীর মসনদ যদি তোমার পিতা অধিকার করেন, তুমি সময় বুঝে তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিও। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে আছে! সাবধান, বাহাদুর, সাবধান।

বাহাদুর। চাচা!

হোসেন। যাও বাহাদুর। কোহিনূরকে দেখো।

বাহাদুর। আমি কি তোমার কোন উপকার করতে পারি না সিপাহশালার?

হোসেন। পার। শত্রুরা এখনও একটু দূরে আছে। এই সময় খোদাকে একবার ডাক বাহাদুর! বল, হে দীন-দুনিয়ার মালিক, বহু অপরাধে অপরাধী আমরা, শাস্তি আমাদের প্রাপ্য। তবু তুমি অহেতুক কৃপাসিন্ধু; তাই তোমার করুণার দ্বারে ভিখারী আমরা, তোমার দোয়া দাবি করছি।

বাহাদুর। **গীত**

মরণ জলধি-তীরে।
তোমার শরণ করিনু বরণ ভাসি আজি আঁখিনীরে।
অকূল সাগর সম্মুখে ওগো,
সাথে নাই কোন যাত্রী,
জলভরা চোখে এসেছে নামিয়া আলোহীন অমা-রাত্রি।

আজি কেহ নাই, শুধু তুমি আমি,
ক্ষম অপরাধ নিখিলের স্বামি,
আমার জীবনে দিও হে জীবন স্বামা মোর জননীরে।

হোসেন। কাঁদিস নে বাহাদুর। এ যুদ্ধ এখানেই শেষ নয়। সিন্ধে আসবেন, অযোধ্যার নবাব সৈন্য পাঠাবেন, গোটা মারাঠা শক্তি আমাদের সহায় হবে। এ অন্ধকার একদিন কেটে যাবে। যাও প্রিয়তম।

বাহাদুর। যাচ্ছি। খোদার দোহাই, ইচ্ছে করে মৃত্যুবরণ করো না। [প্রস্থান।

হোসেন। একটা বাজ পড়ে না? একটা প্লাবন আসে না? খোদা, বেইমানকে শাস্তি দিতে তোমারও কি ঘৃণা হচ্ছে? আয়, ওরে কে আছিস বাদশার বিশ্বস্ত সৈনিক, আমার সঙ্গে মরবে যাবি আয়।

মেহেদীর প্রবেশ।

মেহেদী। কেউ নেই শাহাজাদা, বেগতিক বুঝে সবাই পালিয়েছে; একটা সৈন্যও ফিরল না।

হোসেন। পালিয়ে গেল? যারা ছিল, তারাও রইল না? বাদশার নুনের দাম কেউ দিলে না মেহেদি?

মেহেদী। বাদশার বড়ছেলে যেখানে নেমকহারাম, সেখানে অন্যের অপরাধ কি শাহাজাদা?

হোসেন। তুই তবে এলি কেন?

মেহেদী। আপনার সঙ্গে মরতে এলুম।

হোসেন। উজির নাজির আমীর ওমরাহ—সবাই নিজের প্রাণ নিয়ে গা ঢাকা দিলে আর তুই মূর্খ মরতে এলি যুদ্ধক্ষেত্রে?

মেহেদী। তারা ত যুদ্ধের জন্য চাঁদা দেয় নি শাহাজাদা। আমি দিয়েছি। এ যুদ্ধ শুধু বাদশার নয়, আমারও।

হোসেন। কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি তোমার খোদা! দুনিয়ার গুলবাগে আকবর আর গোলাম কাদেরের মত কাঁটাগাছও তুমি রেখেছ, আবার মেহেদী, বাহাদুরের মত গোলাপও ফুটিয়েছ। মেহেদি,—

মেহেদী। কেন মেহেরবান?

হোসেন। ভৃত্য বলে, কাঙ্গাল বলে কত হেনস্তা তোকে করেছি; আজ দেখছি, তোর মত আত্মীয় আমাদের আর কেউ ছিল না। দিন আর আসবে না,—তোর এ মহত্বের পুরস্কার দিতে খোদাকেই আমি বলে যাব।

মেহেদী। চোখ মুছে ফেলুন শাহাজাদা। গোলাম কাদের আসছে।

হোসেন। কোহিনূরকে রক্ষা করা হল না। পিতার মৃত্যুর-সূচনা করে গেলুম। দেখি, ওই নেমকহারাম দশহাজার সৈন্যের চোখ ফোটাতে পারি কিনা। আয় মেহেদি, আয়, আর কিছু না পারি, ওই কামানটা অধিকার করব।

[উভয়ের প্রস্থান।

—:০:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রান্তর।

সিন্ধিয়ার প্রবেশ।

সিন্ধিয়া। এ কি হল? তিনদিনের মধ্যেও আমি নগরে প্রবেশ করতে পারলুম না? গোলাম কাদের হয়ত যুদ্ধ জয় করে প্রাসাদ অধিকার করেছে। দুর্দ্ধর্ষ আলমামুনকে হটিয়ে দিতে আরও এক সপ্তাহ লাগবে দেখছি। এখন উপায়?

খোদাবক্সের প্রবেশ।

খোদাবক্স। সর্ব্বনাশ হয়েছে মারাঠা, যুদ্ধ শেষ।

সিন্ধিয়া। যুদ্ধ শেষ! এরই মধ্যে। শাহাজাদা হোসেন?

খোদাবক্স। বোধহয় নেই।

সিন্ধিয়া। হোসেন নেই। কে মারলে খোদাবক্স?

খোদাবক্স। তার ভাই।

সিন্ধিয়া। শাহাজাদা আকবর! কেন? কেন?

খোদাবক্স। দশ হাজার বাছাই বাছাই সৈন্য নিয়ে এই নেমকহারাম কাদেরের সঙ্গে শলা করে ঠায় দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল। সিপাহ্‌শালার হোসেন খাঁর যখন আর একটাও সৈন্য ছিল না, তখন মরিয়া হয়ে তিনি ভাইয়ের কামান ছিনিয়ে নিলেন। তাকে দেখে দশ হাজার সৈন্য বাদশার জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। সেই সময় কি বলব সর্দ্দার, শাহাজাদা আকবরের বন্দুকের গুলি তাকে মাটিতে শুইয়ে দিলে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল।

সিদ্ধিয়া। কেঁদো না খোদাবক্স। সিদ্ধে যাচ্ছে।

খোদাবক্স। কাদের যে এতক্ষণে হারেমে পৌঁছে গেল সর্দ্দার।

সিদ্ধিয়া। বাদশা কি একটা দিনও প্রাসাদ রক্ষা করতে পারবেন না ?

খোদাবক্স। এক লহমাও নয়।

সিদ্ধিয়া। তাহলে উপায় ? একদিকে আলমামুন, আর একদিকে রহমত পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। আমার সহায় মাত্র পঞ্চাশ হাজার সৈন্য ; এই মুহূর্ত্তে আমি কেমন করে শত্রুব্যূহ ভেদ করব খোদাবক্স ?

খোদাবক্স। তা আমি জানি না সর্দ্দার। কথা যখন দিয়েছেন, আপনাকে উড়ে যেতে হবে। মহাদাজি সিদ্ধিয়া ইচ্ছা করলে সব পারেন।

সিদ্ধিয়া। কি করে পারব বল।

গীতকণ্ঠে মুসাফিরের প্রবেশ।

মুসাফির।   গীত।

ও মুসাফির !
চলতে যখন হবেই তোর, কিসের বাধা আঁধার ঘোর ?
থাক না পাহাড় কাঁকর কাঁটা, যাক না বয়ে সিন্ধুনীর।
চালিয়ে দে তোর মনের রথ,
চলার বেগে ফুটবে পথ,
পাহাড় নদী রাস্তা দেবে, ভয় কি, রাখিস উচ্চশির।

[প্রস্থান।

সিদ্ধিয়া। দূরে মাঠের মধ্যে কালো কালো কি দেখা যাচ্ছে খোদাবক্স ?

খোদাবক্স। গয়লাদের মোষ চরছে।

সিন্ধিয়া। এত রাত্রে! সংখ্যায় কত হবে?

খোদাবক্স। প্রায় পঞ্চাশ।

সিন্ধিয়া। পথ পেয়েছি খোদাবক্স। আমার তাবুর মধ্যে মোম-বাতি আছে। মহিষের শিঙে বেঁধে জ্বালিয়ে দাও।

খোদাবক্স। তারপর?

সিন্ধিয়া। তারপর দশজন সৈন্য নিয়ে পেছন থেকে তাড়া দাও। শত্রুরা মনে করবে আমরাই পালিয়ে যাচ্ছি। তারা পেছনে পেছনে ছুটবে; আমরা নক্ষত্রের বেগে এগিয়ে যাব।

খোদাবক্স। এখনি যাচ্ছি সর্দ্দার। কি আর বলব? সব যায় যাক; শাহাজাদী যেন কাদেরের হাতে না পড়ে।

[প্রস্থান।

সিন্ধিয়া। রঘুপন্থ এল না। লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য্য নিয়ে সে বোধহয় বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। সিন্ধে মরেনি। তার সঞ্চিত অর্থ বিলাসীর ভোগের জন্য নয়, দীন-দরিদ্র দেশবাসীর জন্য। রঘুপন্থ দুদিন আরামে ঘুমিয়ে নাও।

মেহেদীর প্রবেশ।

মেহেদী। মহাদাজি সিন্ধিয়া!

সিন্ধিয়া। কে তুমি বালক?

মেহেদী। আমি শাহাজাদা হোসেনের নফর।

সিন্ধিয়া। কোথায় শাহাজাদা? তিনি কি বেঁচে আছেন?

মেহেদী। জানি না। বেঁচে থাকলেও বন্দী।

সিন্ধিয়া। কে তাকে বন্দী করলে?

মেহেদী। গোলাম কাদের। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি আপনার পথ পানে চেয়েছিলেন। আপনি কথা না দিলে হয়ত তারা আরও ভাল করে প্রস্তুত হতেন। আপনার জন্য আমাদের এই পরাজয়। আপনারই জন্য আমার মনিব আজ বন্দী। আমি তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইতে এসেছি হিন্দু।

সিন্ধিয়া। কিসের কৈফিয়ৎ বালক?

মেহেদী। কেন তুমি আমার সরল মনিবের সঙ্গে বেইমানি করেছ?

সিন্ধিয়া বেইমানি আমি করিনি বালক। বাদশার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আমার দুভাগ্য হাত ধরাধরি করে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি পথ খুঁজে পাই নি।

মেহেদী। ডাকাত পথ খুঁজে পায় না, এ কথা বিশ্বাস করবে কে? দিল্লীর হারেম থেকে লাখো টাকাব মুক্তার হার যখন চুরি করতে গিয়েছিলে, কে তখন পথ দেখিয়েছিল? অমাবস্যার রাত্রে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যখন গুলনেয়ার কেল্লা লুট করেছিলে, তখন পথ কোথায় পেয়েছিলে?

সিন্ধিয়া। তখন আমি ছিলাম যুবক। আজ আমি পৌঢ়।

মেহেদী। না। তখন ছিলে তুমি মানুষ, আজ হয়েছ দস্যু।

সিন্ধিয়া। বালক!

মেহেদী। তখন তোমার ডান হাত দান করত, বাঁ হাত জানত না। আজ তোমার বাহবা চাই, খেলাত চাই। কি তুচ্ছ গোলাম কাদের? বহু আগেই তুমি তার মাথা নিতে পারতে।

সিন্ধিয়া। নিইনি কেন?

মেহেদী। বাদশাকে চরম বিপদে ফেলে তুমি তার চরম উপকার করতে চাও; আর তার জন্য আশা কর চরম পুরস্কার।

সিন্ধিয়া। মিথ্যা কথা। কি আছে সর্ব্বহারা বাদশার, যে মহাদাজি সিন্ধিয়াকে পুরস্কার দিতে পারেন?

মেহেদী। আছে কোহিনূর।

সিন্ধিয়া। আমি তোমায় হত্যা করব বালক।

মেহেদী। তাহলেও সত্যটা মিথ্যে হয়ে যাবে না। এক বছর আগে শাহাজাদীর হীরের কণ্ঠী চুরি করতে কে তার মহালে ঢুকেছিল? হীরের কণ্ঠী হাতে পেয়েও কোন মহাপুরুষ শুধু হাতে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এসেছিল? এও মহাদজি সিন্ধিয়া?

সিন্ধিয়া। তুমি আমায় দেখেছিলে?

মেহেদী। দেখেছিলুম। বন্দুকও তুলেছিলুম। তখন মনে পড়ল এই দস্যুই একদিন আমায় ফিরিঙ্গিদেব হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিল, এই দস্যুই নাকি হিন্দু হয়েও আমার মাকে কবর দিয়েছিল।

সিন্ধিয়া। তুমি কি সেই বালক, যার মাকে ফিরিঙ্গিরা খুঁচিয়ে মেরেছিল? কোথায় ছিলে এতদিন?

মেহেদী। শাহাজাদা হোসেনের কাছে। তার আদরে মাকে আমি ভুলেছিলুম। আজ আমার কেউ নেই। দস্যু, তোমারই গাফলতির জন্যে আমি আমার সোনার মনিবকে হারিয়েছি। তোমার মাথা নিতেই আমি এসেছিলুম, কিন্তু হঠাৎ মনিবের শেষ কথাটা মনে পড়ে গেল।

সিন্ধিয়া। কি কথা শাহাজাদা হোসেনের?

মেহেদী। তিনি বলেছেন,—মেহেদী, মহাদাজি সিন্ধিয়ার সঙ্গে যদি দেখা হয়, তাঁকে বলো,—তাঁর অপরাধ আমি ক্ষমা করব, তিনি যেন আলমামুনের হাতে কোহিনূরকে তুলে দেন।

সিন্ধিয়া। আলমামুন? গোলাম কাদেরের সিপাহশালার? ও

—আচ্ছা, মহামান্য শাহাজাদার আদেশ আমি মাথায় তুলে নিলুম। চল বালক।

মেহেদী। আমি শাহাজাদার কাছে যাব। আমি ছাড়া তার চলে না যে।

সিন্ধিয়া। তার কাছে যেতে হয়ত কবরেই যেতে হবে।

মেহেদী। তাই যাব। তিনি আমার বাপ, তিনি আমার মা; তাঁর কাছেই আমি যাব।

[প্রস্থান।

সিন্ধিয়া। হায় বালক, তুমি জান না, কেন মহাদাজি সিন্ধিয়া হীরের কণ্ঠী হাতে পেয়েও শুধু শাহাজাদীকে দেখে কাপুরুষের মত পালিয়ে এসেছিল। শুধু দুদিনেব দেখা! তারপর কত খুঁজেছি, কোথা'ও এ মুখ আর দেখতে পাই নি। শাহআলম, তোমাকে জ্যান্ত কবর দিলে'ও যথেষ্ট প্রতিশোধ হয় না। তবু তুমি শরণাগত।

আলমামুনের প্রবেশ।

আলমামুন। রহমত, মারাঠাসৈন্য মশাল জ্বালিয়ে পালাচ্ছে। পশ্চাদ্ধাবন কর, পশ্চাদ্ধাবন—কে? কে? মহাদাজি সিন্ধিয়া? সৈন্যরা পালাচ্ছে। আর তুমি—

সিন্ধিয়া। আমিও যাব।

আলমামুন। তুমিও যাবে! পালিয়ে যাবে তুমি সিন্ধিয়া? বুঝলুম, মোগল-সূর্য্য অস্ত গেল।

সিন্ধিয়া। আনন্দ কর আলমামুন।

আলমামুন। আনন্দ করব? আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আকাশ ফাটিয়ে আর্ত্তনাদ করি। বাদশাকে রক্ষা করতে কেউ নেই আর, কেউ নেই।

সিন্ধিয়া। তুমিই ত তার সর্ব্বনাশ করেছ আলমামুন।

আলমামুন। সত্য। তবু আশা ছিল, আমার চেয়ে যে বহু-গুণে শক্তিমান, সেই মহাদাজি সিন্ধিয়া তাকে রক্ষা করবেন। হল না; তুচ্ছ সৈনিক আলমামুনের ভয়ে মহাদাজি সিন্ধিয়াও আজ চোরের মত পালিয়ে যাচ্ছে।

সিন্ধিয়া। গোলাম কাদেরের পাপের সঙ্গী বাদশার জন্য বড চিন্তিত হয়েছেন দেখছি।

আলমামুন। তুমি বুঝবে না মারাঠা। এ যে কি বেদনা, তা শুধু আমিই জানি। দিল্লীর মসনদে মোগল আর বসবে না, মোগলের কন্যা হয়ত ভিস্তিওয়ালার ছেলের অঙ্কশায়িনী হবে, ভাবতে আমি পাগল হয়ে যাই।

সিন্ধিয়া। এ আবার কি অভিনয়? তুমি গোলাম কাদেরের ভৃত্য—

আলমামুন। আমি নই, আমার এই দেহটা। দিনে আমি যাঁর শত্রু ক্ষয় করি, রাত্রে তারই ধ্বংস কামনা করি। আমি মোগল, আমি বাদশাহী বংশের ছেলে। ঘুমের ঘোরে এখনও আমি দেখতে পাই দিল্লীর প্রাসাদের চূড়ায় আকবর আলমগীরের পতাকা উড়ছে।

সিন্ধিয়া। তবে ছেড়ে এস গোলাম কাদেরের দাসত্ব।

আলমামুন। আমি পারব না, আমি পারব না। কিন্তু তুমি যেও না সিন্ধিয়া। বাদশাকে বাঁচাও, শাহাজাদীকে রক্ষা কর। এখানে কেউ নেই। রহমত সৈন্যদের নিয়ে ছুটে যাচ্ছে। সিন্ধিয়া, তুমি আমাকে হত্যা করে হারেমের দিকে ছুটে যাও।

সিন্ধিয়া। তুমি আমার সঙ্গে এস। আমি শপথ কচ্ছি, মোগল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠরত্ন কোহিনূর তোমায় দান করব।

আলমামুন। কোহিনূর! কোহিনূর! না সিদ্দিয়া, সহস্র কোহিনূরের জন্যও আমি আমার মনিবের সঙ্গে বেইমানি করব না।

সিদ্দিয়া। বেইমানি না করলেও কোহিনূর তোমারই হবে আলমামুন! [প্রস্থান।

আলমামুন। এ কি! শত্রু পালিয়ে গেল! রহমত, সৈন্যগণ, শত্রু—ওরে মহাশত্রু পালিয়ে যায়। ধর—ধর। খোদা, মেহেরবান, আমি মনিবের হুকুমের গোলাম, আমায় ফিরিয়ে দাও, আমায় ফিরিয়ে দাও। না—না, সিদ্ধে ছুটে যাবে, আমি উড়ে যাব।

[প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদের একাংশ।

কোহিনূরের প্রবেশ।

কোহিনূর। কে আছ বাদশার নেমকহালাল বন্ধু, শাহাজাদা আকবরের মাথাটা নিয়ে আসতে পার? আশাতীত পুরস্কার দেব। কেউ নেই। ওই মোগলসূর্য্য অস্ত গেল!

গীতকণ্ঠে ভগ্নদূতের প্রবেশ।

ভগ্নদূত। **গীত।**

সামাল সামাল যাত্রি!
মোগলরবি অস্ত গেল, আসিছে তিমির রাত্রি।
কেহ নাই, কিছু নাই, সকলি হয়েছে শেষ,
আমার এ দেশ আজি নয় রে আমার দেশ;

অরাতি আসিছে ধেয়ে,
ওগো, মোগলের মেয়ে,
অরাতির চেয়ে হয়ো মরণের পাত্রী।

কোহিনূর। সব শেষ?

ভগ্নদূত। সব শেষ।

কোহিনূর। শাহাজাদা হোসেন?

ভগ্নদূত। বন্দী।

কোহিনূর। আকবর?

ভগ্নদূত। শত্রুর সঙ্গে সুরাপান কচ্ছেন। হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার শাহাজাদি, তারা আসছে।

[প্রস্থান।

কোহিনূর। আসুক; প্রাণ দেব, তবু মান দেব না।

জাফরের প্রবেশ।

জাফর। এই যে শাহাজাদি, আমি আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

কোহিনূর। কেন?

জাফর। দেখতে এলুম, আপনি তৈরি হয়ে আছেন কিনা।

কোহিনূর। কিসের জন্য তৈরি হব?

জাফর। বাঃ, নবাব সাহেব আসছেন যে।

কোহিনূর। কে নবাব সাহেব? ওই ভিস্তিওয়ালার ছেলে?

জাফর। আজ্ঞে, আপনার হবু খসম।

কোহিনূর। চোপরাও বেয়াদব।

জাফর। একটু সেজে-গুজে থাকা ভাল। কি জানি, যদি পছন্দ না করে চলেই যায়। বর ত নয়, হীরের টুকরো। একবার যে

দেখবে, সে সাতদিন ঘুমুতে পারবে না। এমন বর কি হাতছাড়া করতে আছে ?

কোহিনূর। আমার জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কেন ?

জাফর। এতদিন আপনার হাতের চড় চাপড়টা খেয়ে আসছি, একটা মায়া ত পড়েছে। ওরা চাচাত ভাই, আমি না হয় চড়াত ভাই।

কোহিনূর। তোমার সেই নেমকহারাম মনিবটা কোথায় ? তাকে বল, যদি তার সাহস থাকে, সে যেন একবার আমার মুখোমুখী এসে দাঁড়ায়।

জাফর। কি করে আসবে বল ? একটা ত শরম আছে ? খোদার দোয়ায় বাদশার একটা ভালমন্দ হয়ে গেলেই তিনি এসে একেবারে মসনদে বসবেন।

কোহিনূর। মসনদে বসবে ! গোলাম কাদের তাহলে মসনদ নেবে না ?

জাফর। আজ্ঞে না। তিনি শুধু আপনাকে নিয়েই চলে যাবেন। তাহলে আপনি মেহেরবানি করে আসুন।

কোহিনূর। কোথায় ?

জাফর। শাহাজাদার ঘরে। আমাকে আবার নজর রাখতে পাঠিয়েছে। বলা ত যায় না, মনের দুঃখে যদি বিষ খেয়ে ফেলেন, কি নীচে লাফিয়ে পড়েন, তাহলে শাহাজাদা ত মসনদ পাবেন না।

কোহিনূর। কোথায় তোর সে নেমকহারাম মনিবটা ?

জাফর। আসছে হুজুরাইন, শালা বোনাই একসঙ্গেই আসছে।

কোহিনূর। ছোট শাহাজাদা কোথায়, বলতে পার ?

জাফর। ছিল ত কারাগারে, এখন বোধহয় কবরে।

কোহিনূর। কবরে! ছোড়দা নেই!

জাফর। ছি, এমন আনন্দের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই। কত পীরের শিন্নি মানত করেছি, নবাব সাহেবের সঙ্গে তোমার সাদিটা যেন হয়ে যায়। খোদা মুখ তুলে চেয়েছেন। চোখের জল ফেলে এমন আনন্দের দিনটা মাটি করো না হুজুরাইন।

কোহিনূর। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা শয়তান।

জাফর। শয়তান তোর বাবা।

কোহিনূর। [চাবুক বাহির করিয়া সশব্দে জাফরকে প্রহার]

জাফর। তবে রে হারামজাদি নচ্ছার, তোকে আমি—

সহসা শাহ আলমের প্রবেশ।

শাহ আলম। [জাফরের কণ্ঠ ধারণ করিয়া] নফর!

জাফর। এই, কোন ব্যাটা রে?

শাহ আলম। ভারতের সম্রাট শাহ আলম। [ধাক্কা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন]

জাফর। আজ্ঞে জাঁহাপনা, আমি—

শাহ আলম। তুমি শয়তানের নফর শয়তান। মৃত্যুর পূর্ব্বে জেনে যাও যে শাহ আলম এখনও সম্রাট, কবরে যাওয়ার আগে সে সম্রাটই থাকবে। আগুনে তার সর্ব্বস্ব পুড়ে যাক, তবু সে তার বাদশাহী মর্য্যাদা কলঙ্কিত হতে দেবে না।

জাফর। আমার কোন দোষ নেই জনাব। আমি—

শাহ আলম। তুমি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে গোলাম কাদেরের শিবিরে গিয়েছিলে না? তুমিই না শাহাজাদা হাসেনকে অচেতন অবস্থায় শৃঙ্খলিত করে গোলাম কাদেরের শিবিরে রেখে এসেছ?

জাফর। আজ্ঞে না হুজুর, ওরা সব আপনাকে—

কোহিনূর। চোপরাও বেয়াদব।

জাফর। আজ্ঞে হাঁা। গরীব মানুষ কিনা, বেয়াদব বইকি?

শাহ্ আলম। আমি তোকে কুকুরের মত গুলি করব বেইমান।

জাফর। বেইমান আমিই বটে শাহ্ আলম, আর তুমি বড় সাধু!

কোহিনূর। কি বললি নফর?

জাফর। আজ বুঝি সে কথা মনে নেই শাহ্ আলম? দস্যুর আক্রমণে সর্ব্বস্বান্ত তুমি প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর বিভীষিকা দেখছিলে। সেদিন সেই কাশ্মীরের জঙ্গলে কে তোমাকে রক্ষা করেছিল? কে তোমাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে বুকের রক্ত খাইয়ে তাজা করে তুলেছিল? কি প্রতিদান দিয়েছিলে তুমি সেই উপকারের? মনে আছে শাহ্ আলম।

কোহিনূর। এ কি বলছে বাবা?

শাহ্ আলম। আমি সেই যুবকের ভগ্নীকে দিল্লীতে এনে তোমার পিতার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলুম, দরিদ্রের মেয়েকে বেগমের সম্মান দিয়েছিলুম।

জাফর। তখন কি একবার তার মুখের দিকে চেয়েছিলে? জিজ্ঞাসা করেছিলে সেই মেয়েটিকে, বাদশার বেগম হতে যে চলেছে, তার চোখের জলে তাঞ্জাম কেন ভেসে যায়? জেনেছ কি সম্রাট, কেন তোমার ভাইয়ের সে কাশ্মীরী বেগম কেঁদে কেঁদে তিলে তিলে শুকিয়ে মরে গেল?

শাহ্ আলম। কেন? কেন?

জাফর। তার মনটা ছিল আর এক জায়গায় বাঁধা। তুমি তার সর্ব্বনাশ করেছ। তুমি খুনী, তুমি বেইমান।

শাহ্ আলম। তুমিই কি সে যুবক?

জাফর। হ্যাঁ, আমিই সে যুবক। প্রতিশোধ নেব বলে এখনও আমি বেঁচে আছি।

কোহিনূর। পিতার অসহায় অবস্থা বুঝে তাঁকে ক্ষমা কর জাফর!

জাফর। ক্ষমা! না—না,—মৃত্যুর পরেও আমি এর প্রতিশোধ নেব, দানা হয়ে তোমার রক্ত চুষে খাব। তোমার যে চোখ দুটো আমার মনিবের ভগ্নীকে দেখেছিল, আমি তা উপড়ে নেব। চালাও গুলি বেইমান বাদশা, দেখি আমায় মেরেও তুমি আমার হাত থেকে নিস্তার পাও কি না।

শাহ্ আলম। যাও জাফর। আমার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই আমি তোমায় বাঁচিয়ে রাখলুম। যদি পার, বুঝব খোদার বিচারে আমি অপরাধী।

জাফর। শুধু আমার কাছে নয়। আর একজনের বুকটাও তুমি ভেঙ্গে দিয়েছ। আজ তুমি তারই শরণাপন্ন।

[প্রস্থান।

শাহ্ আলম। কে? কে?

জাফর। মহাদাজি সিন্ধিয়া।

শাহ্ আলম ও কোহিনূর। মহাদাজি সিন্ধিয়া!

শাহ্ আলম। তাই বুঝি সে এল না?

কোহিনূর। না বাবা, বোকা হিন্দুগা অ[illegible]গন বথা মনে রাখে না। সে নিশ্চয়ই আসবে। তবে তখন হয়ত আর সময় থাকবে না। কিন্তু এই কাশ্মিরী বেগমকে আমি ত কখনও দেখি নি।

শাহ্ আলম। দেখেছিলে এক লহমা। আঁতুর ঘরে।

কোহিনূর। কে তিনি? কে?

শাহ্ আলম। তোমার মা!

কোহিনূর। আমার মা! যদি আগে জানতুম…বাবা, যা হবার হয়ে গেছে, তুমি সন্ধি কর।

শাহ্ আলম। ভিস্তিওয়ালার ছেলের সঙ্গে!

কোহিনূর। অন্যায় যার জন্ম, অন্যায় যার বেঁচে থাকা, অন্যায় যার রূপের গর্ব্ব,—সে কোহিনূর হলেও তার কোন মূল্য নেই। আমি ত জানতুম না যে, মায়ের গর্ভে আমি তাঁর বুকফাটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নিয়েই পুষ্ট হয়েছিলুম। নিঃশ্বাসে গড়া এই অসার কোহিনূর। যাকে দেবে, সেই জ্বলে পুড়ে মরবে। বাবা, যে তোমার বড় শত্রু, তার হাতেই আমায় দিয়ে দাও। তুমি সন্ধি কর।

শাহ্ আলম। না—না, তা হবে না।

রোশেনারার প্রবেশ।

রোশেনারা। ওগো, সিংহদরোজা যে ভেঙ্গে ফেলেছে।

কোহিনূর। বাবা, শ্বেতপতাকা উড়িয়ে দাও। সন্ধি কর।

রোশেনারা। না—না, কিসের সন্ধি? আমার একটা ছেলেকে যে বেইমান সাজিয়েছে, আর একজনকে করেছে বন্দী, তার হাতে মেয়ে আমি দেব না। যাক রাজ্য, সর্ব্বস্ব যাক, তবু মেয়ে দেব না আমি। তোর মা তোকে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছে, তার সঙ্গে আমি বেইমানি করব না।

[নেপথ্যে কামানগর্জ্জন।]

শাহ্ আলম। রোশেনারা!

রোশেনারা। এস; ছাদের উপর কামান সাজিয়েছি। আমি বারুদ জোগাব, তুমি কামান দাগবে। শেষরক্ষা হয়ত হবে না, তবু যতগুলো পারি, শত্রু নিপাত করে যাই এস। কোহিনূর,

আয় কোহিনুর, যখন আর কিছুই থাকবে না, তখন কামানের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব। ভিস্তিওয়ালার ছেলে কোহিনুর পাবে না, পাবে তার ছাই।

শাহ্ আলম। চল বেগম। মরতে যদি হয়, মানুষের মতই মরব।

[নেপথ্যে কামানগর্জ্জন।]

কোহিনুর। সন্ধি কর বাবা, সন্ধি কর, আর উপায় নেই।

[প্রস্থান।

বাহাদুরের প্রবেশ।

বাহাদুর। দাদুসাহেব!

রোশেনারা। ভাইজান, তুই চলে যা। যেমন করে পারিস, নিজেকে রক্ষা কর। যদি বেঁচে থাকিস, আজ হোক, দশ বছর পরে হোক, এ শাঠ্যের প্রতিশোধ নিস।

শাহ্ আলম। গোলাম কাদেরের উপর প্রতিশোধ নিতে যদি নাও পারিস, গৃহশত্রুকে ক্ষমা করিস নে ভাই। যে বেইমান ভাইকে গুলি করেছে, পেছন থেকে পিতার মুখে কলঙ্কের কালি মাখিয়ে দিয়েছে, তাকে তুই পিতা বলে রেহাই দিস নে।

বাহাদুর। ফুফুকে নিয়ে তোমরা পালিয়ে যাও দাদুসাহেব।

রোশেনারা। তোকে ফেলে আমরা পালিয়ে যাব? তা হয় না ভাই।

বাহাদুর। তোমরা ত জান, বাবা যখন শত্রুপক্ষে, আমার গায়ে কেউ হাত দেবে না।

রোশেনারা। তবু আমরা পালাব না। দিল্লীর বাদশা মরবে, কিন্তু মূষিকের মত মরবে না। চল, আমি কোহিনুরকে নিয়ে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

শাহ আলম। বাহাদুর, তোর চাচা কোথায় জানিস? বেঁচে আছে?

বাহাদুর। জানি না দাদু।

শাহ আলম। যদি বেঁচে থাকে, যদি দেখা হয়, তাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বলিস, সর্ব্বস্ব হারিয়ে তারই গৌরব বুকে করে আমি চলে যাচ্ছি। খোদা তার মঙ্গল করুন।

[নেপথ্যে কামানগর্জ্জন।]

কোহিনূরের প্রবেশ।

কোহিনূর। বাবা, শত্রুরা হারেমে ঢুকেছে।

শাহ আলম। হারেমে! সে কি! এত শীঘ্র! আয়—আয় কোহিনূর।

আলমামুনের প্রবেশ।

আলমামুন। বন্দেগি জাঁহাপনা। নবাব গোলাম কাদেরের আদেশে আপনি আমার বন্দী।

[বাহাদুর ও কোহিনূর একসঙ্গে পিস্তল উদ্যত করিল।
আলমামুন দুই হাতে ক্ষিপ্রতার সহিত উভয়ের
পিস্তল ছিনাইয়া লইল।]

আলমামুন। যাও বালক, তোমার সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই, জাঁহাপনা, আমার অপরাধ নেবেন না, আমি হুকুমের গোলাম।

[শৃঙ্খলহস্তে অগ্রসর হইল]

বাহাদুর। আমায় আগে হত্যা কর।

আলমামুন। সে গৌরব তোমার পিতাই নেবেন। [সরাইয়া দিল]

কোহিনূর। আলমামুন,—

আলমামুন। শাহাজাদি, মনের অবস্থা বুঝে আমায় ক্ষমা করুন।

শাহ আলম। অস্ত্র, বাহাদুর, একখানা অস্ত্র।

আলমামুন। আপনার জন্য অস্ত্র আমিই এনেছি সম্রাট। [অস্ত্র দান] খোদার কাছে প্রার্থনা করি, আমাকে বধ করে আপনি যেন নির্ব্বিঘ্নে চলে যেতে পারেন। [উভয়ের যুদ্ধ] আপনার পা টলছে সম্রাট। সাবধান।

শাহ আলম। হল না কোহিনুর। প্রাণ দিও, তবু মান দিও না। [বন্দী হইলেন]

আলমামুন। শাহাজাদি।

বাহাদুর। খবরদার দস্যু। হাত বাড়িও না বলছি। আমি ওঁকে হত্যা করব।

আলমামুন। না বাহাদুর, বাদশাহী বংশের এমন অমূল্য রত্ন নিজের হাতে ডালি দিও না। সিন্ধে আসছে। খোদার কাছে প্রার্থনা করি এস, শুধু আর একটা প্রহর যেন তিনি এঁদের নিরাপদে রাখেন। শাহাজাদি—

জাফরের প্রবেশ।

জাফর। শৃঙ্খলিত কর।

আলমামুন। না।

জাফর। নবাবের আদেশ।

আলমামুন। কারও আদেশেই আমি নারীর হাতে শৃঙ্খল পরাব না।

জাফর। তুমি না পার, আমি পরাব।

আলমামুন। খবরদার বেয়াদব। যান শাহাজাদি, প্রাসাদের মধ্যে আপনি স্বাধীনভাবে বিচরণ করবেন। কেউ যদি বাধা দেয়,

আমি তার মাথাটাই উড়িয়ে দেব। আর যতক্ষণ নবাব না আসেন, আমি চোখ বুজে থাকব, যদি পারেন, পালিয়ে আত্মরক্ষা করুন।

কোহিনূর। আলমামুন, শত্রু হলেও তুমি মহান।

[প্রস্থান।

বাহাদুর। মহান হলেও তুমি শত্রু।

[প্রস্থান।

আলমামুন। যান জাঁহাপনা, নির্জ্জন কক্ষে বসে অশরণের শরণ খোদাকে স্মরণ করুন। আমার অপরাধ নেবেন না জনাব; আমি আপনার চেয়েও অসহায়। খোদার দোয়ায় আপনার এ দুর্য্যোগের মেঘ কেটে যাবে। নিয়ে যাও জাফর।

জাফর। আগে ওর চোখ দুটো উপড়ে নিই, তারপর।

আলমামুন। খবরদার নফর। বন্দী হলেও সম্রাট এখনও সম্রাট। তোমার হাতে একটা কেশ যদি ওঁর বিচ্ছিন্ন হয়, খোদার কসম আমি তোমাকেই কোতল করব।

শাহ আলম। আলমামুন! রাজ্য গেল, হোসেন যাবার পথে, আমিও যাব, কোন দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু কোহিনূরের জন্য। তুমি মোগল, তুমি বাদশাহের বংশধর। তোমার কাছে প্রার্থনা করতে আমার লজ্জা নেই আলমামুন। 'ভস্তিওয়ালার ছেলে কোহিনূরকে গ্রহণ করার আগে তুমি তাকে হত্যা করো।

জাফর। আরে, আসুন জাঁহাপনা।

[শাহ আলম সহ প্রস্থান।

আলমামুন। হো রোহিলা-ফৌজ, হারেমকা দরওয়াজা তোড় দেও।

গীতকণ্ঠে হারেম-রক্ষিণীর প্রবেশ।

হারেম-রক্ষিণী। **গীত।**

বাদশা আলমগীর!
কবরের তলে ফেলিছ কি তুমি তপ্ত অশ্রুনীর?
যে স্বপন তুমি দেখেছিলে হায়, স্বপনেই হল সারা,
তোমারই আলয়ে তব সন্তান ঢালিল রক্তধারা;
তোমারই ভবন হলো কারাগার,
আজিকে তোমার মানময়ী মার,
স্বধর্ম্মী যারা, তারাই তোমার ধূলায় নোয়ালো শির।

আলমামুন। অভিশাপ দাও, অভিশাপ দাও নারি।

হারেম-রক্ষিণী। এই নাও দস্যু, হারেমের চাবি। তোমার মনিবকে বলো, অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা।

[প্রস্থান।

আলমামুন। অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। কবে? কবে ফুরুবে এ দিন? কবে আসবে সিন্ধে? হে দুর্জ্জয় বীর, তুমি এস, তুমি এস।

[প্রস্থান।

—:০:—

চতুর্থ দৃশ্য।

দরবার কক্ষ।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় দিল্লীশ্বর গোলাম কাদের শা'র জয়।]

গোলাম কাদেরের প্রবেশ।

গোলাম। কৈ হ্যায়?

ফকীর ছদ্মবেশে রঘুপন্থের প্রবেশ।

রঘুপন্থ। হুকুম জনাব?

গোলাম। তুমি কে?

রঘুপন্থ। আমি দরবার কক্ষের দ্বারী জনাব।

গোলাম। শাহ্ আলমের কর্ম্মচারী?

রঘুপন্থ। জী—হাঁ।

গোলাম। কতজন তোমরা প্রাসাদে আছ?

রঘুপন্থ। পাঁচশো আছি জাঁহাপনা।

গোলাম। তোমরা সবাই আমার বশ্যতা স্বীকার কচ্ছ?

রঘুপন্থ। হ্যাঁ খোদাবন্দ্। আমরা আপনার জন্ত পীরের দরগায় শিন্নি দিয়েছি।

গোলাম। কেন? শাহ আলম কি করেছেন তোমাদের?

রঘুপন্থ। আমরা কেউ এক বছর বেতন পাই নি।

গোলাম। এক বছর!

রঘুপন্থ। আমাদের জরু ছাওয়াল সব না খেয়ে মরেছে।

গোলাম। দিল্লীর মসনদ, কি দিয়ে তুমি গড়া? সোনারূপো মণি-মাণিক হীরে-জহরৎ পরে কার জন্য সেজেছ তুমি? গরীব

দেশের কোটি কোটি মানুষের বুকের পাঁজর দিয়ে তুমি গড়া। লাখো লাখো টাকা তোমার দাম। আমি ভিস্তিওয়ালার ছেলে, লাখটাকার আসনে বসতে আমি জানি না। আমি তোমায় ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে প্রজাদের হাতে বিলিয়ে দেব।

গীতকণ্ঠে দরবেশের প্রবেশ।

দরবেশ। **গীত :**

পথের মানুষ, আয়রে ফিরে আয়,
সোনার শেকল পরিসনে তুই পায়।
এ যে মণি-মাণিক মৃগনাভির ঘটা,
দয়া মায়ার কবরখানা, মিথ্যে আলোর ছটা;
কানাকড়ি নয় মানুষের দর,
ওরে এ যে মানুষ মারার ঘর,
মনের মানুষ কাঁদে রে তোর পথের তরুছায়।
ফিরে আয়।

গোলাম। দেখ আলি আসান, যে দেশের প্রজারা দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না, তাদের শাসনকর্ত্তার আসন দেখ। চোখ তুলে দেখ, প্রাসাদের অসংখ্য মিনারে কত সোনা ঝলমল কচ্ছে। সোনা, সোনা, চারিদিকে সোনা। এরা মরবে না ত মরবে কে?

দরবেশ। ফিরে এস কাদের, এ পথ তোমার নয়। অন্যায় যারা করেছে, খোদা নিজেই তাদের শাস্তি দেবেন! তুমি কে?

গোলাম। আমি তার গোলামের গোলাম। তাঁর কাজ আমারই কাজ।

দরবেশ। অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। [প্রস্থান।

রঘুপন্থ। ঠিক, অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা। [প্রস্থান।

গোলাম। ওয়ারেন হেষ্টিংস, দিল্লীর মসনদ নেবে? এস। এর নাম মীরজাফর নয়, গোলাম কাদের।

জাফর সহ শৃঙ্খলিত শাহ আলমের প্রবেশ।

গোলাম। বন্দেগি জনাব। মেজাজ শরীফ?

শাহ আলম। দিল্লীশ্বর তোমার ব্যঙ্গের পাত্র নয় গোলাম কাদের।

গোলাম। ও—হ্যাঁ, আপনি দিল্লীশ্বর। আপনার প্রধানা বেগম-রোশেনারা বিবিকে ত দেখতে পাচ্ছি না। তিনি কি কন্যাকে নিয়ে কুয়োয় ঝাঁপ দিয়েছেন নাকি?

রোশেনারার প্রবেশ।

রোশেনারা। না শয়তান, তোমার কলিজার রক্ত না খেয়ে সে মরবে না।

গোলাম। আশ্বস্ত হলুম। গরীব বান্দাকে মনে আছে বেগম-সাহেবা?

রোশেনারা। কেন মনে থাকবে না? তুমি ত আমাদের ভিস্তিওয়ালার কানা ছেলেটা।

শাহ আলম। কতবার তুমি তোমার বাপের সঙ্গে আমাদের বাগানে জল দিয়েছ।

গোলাম। ঠিক। কিন্তু কানা হয়ে ত আমি জন্মাইনি জনাব। অবোধ ছোটলোকের ছেলে আমি, নিজের অবস্থা না বুঝে আপনার মেয়ের সঙ্গে খেলা করেছিলুম। খেলার ছলেই তাকে বলেছিলুম, আমি তোমায় সাদি করব। এই অপরাধে - শাহানশা, শুধু এই অপরাধে আপনি আমার একটা চোখে ছুঁচ ফুটিয়ে দিলেন। সে চোখ আর দুনিয়ার আলো দেখল না।

রোশেনারা। তোমার আর একটা চোখও আমি উপড়ে নেবো শয়তান। তুমি আমার একটা ছেলেকে ফুসলে নিয়েছ, আর একজনকে বেঁধে রেখেছ কি মেরে ফেলেছ, সে তুমিই জান। আমি তোমাকে—
[ছুরি বাহির করিবার উপক্রম]

গোলাম। থাক—থাক বেগমসাহেবা, ছুরিখানা কবরেই নিয়ে যাবেন। জাঁহাপনা কি বলেন?

শাহ আলম। কি আর বলব গোলাম কাদের? আমার উচিত ছিল সেদিন তোমার দুটো চোখই নষ্ট করে দেওয়া।

গোলাম। পাপীরা এমনি করেই নিজেদের শাস্তির পথ তৈরি করে রাখে জনাব। এই ভুলটুকু আছে বলেই শয়তানের হাতে খোদার সৃষ্টি বানচাল হয়ে যায় নি।

রোশেনারা। চুপ, তোমার পাপমুখে খোদার নাম উচ্চারণ করো না শয়তান।

গোলাম। আপনারাই করুন, আমি শুনি। গরীবের পাঁজর দিয়ে কে তৈরি করেছে এই মসনদ? কে গড়েছে ওই সব সোনার গম্বুজ? কার বাগানের অসংখ্য ফোয়ারা দিয়ে গরীবের রক্ত ধারায় ধারায় বয়ে যায়? বাদশা-বেগম, আপনাদের সবারই পোষাকে এত হীরে-জহরৎ থাকতে কেন দেশের লোক না খেয়ে মরে?

রোশেনারা। তুমি তার জবাব চাইবার কে?

গোলাম। আমি দেশের মানুষ; আমি ক্ষুধার্ত্ত হিন্দু-মুসলমানের পুঞ্জীভূত কান্না। আমার কাছেই জবাব দিতে হবে বাদশা-বেগম।

শাহ আলম। }
রোশেনারা। } দেব না জবাব।

গোলাম। তাহলে এই দণ্ডেই আমি জারি করলুম মৃত্যুর পরোয়ানা। [পিস্তল উদ্যত করিলেন]

কোহিনূরের প্রবেশ।

কোহিনূর। খবরদার বান্দা। [মাঝখানে দাঁড়াইল]

গোলাম। ও—আচ্ছা, শাহাজাদীর কথা আমার মনেই ছিল না। জাঁহাপনা, মোল্লা কাছেই আছে। আমার ত অনেক কাজ, দেখতেই পাচ্ছেন। তাহলে আপনার কন্যাকে আমার হাতে সমর্পণ করুন।

কোহিনূর। কোহিনূর বাঁদরের জন্যে তৈরি হয় নি।

গোলাম। বাঁদর সে থাকবে কেন? কোহিনূরের সংস্পর্শে সেও মানুষ হয়ে যাবে। তাই ত কোহিনূরের এত দাম।

রোশেনারা। সরে আয় কোহিনূর। আমি তোকে হত্যা করব, তবু যাকে তাকে দেব না।

গোলাম। কি জাঁহাপনা, হাত গুটিয়ে রইলেন কেন? আমার যে আর অবসর নেই।

শাহ আলম। যাও, যাও অর্ব্বাচীন। আমার এই পরীর মত মেয়ে একটা ভিস্তিওয়ালার ছেলের জন্য নয়। ইতরের বাচ্ছা আমার কোহিনূরের স্বামী, আমার চোখে আমি তা দেখব না।

গোলাম। জাফর,—

জাফর। জনাব,—

গোলাম। তোমার মনিবকে গিয়ে বল, বাদশা আমায় এখনও কন্যাদান করবেন না। একটা ভিস্তিওয়ালার ছেলে ওঁর জামাতা হবে, এ উনি চোখে দেখতে পারবেন না।

জাফর। চোখে দেখবার দরকার কি? আপনি বলুন না একবার ওর চোখ দুটো আমি জন্মের মত বুজিয়ে দিই।

শাহ আলম। তাই দাও। তবু আমি ছোটলোককে কন্যাদান করব না। রোশেনারা,—

রোশেনারা। বাদশার মেয়ে মরবে, তবু জানোয়ারটাকে সাদি করবে না। আয় ত কোহিনূর, আয় ত, এমন জায়গায় তোকে পাঠিয়ে দেব, যেখান থেকে দশটা গোলাম কাদেরও তোকে খুঁজে আনতে পারবে না।। [কোহিনূরকে ছুরিকাঘাতের উদ্যোগ]

জাফর। আহা-হা, করেন কি বেগমসাহেবা? মরে যাবে যে? [ছুরি কাড়িয়া লইল]

গোলাম। হত্যা কর। বেগমদের সবাইকে সারবন্দী করে দাঁড করিয়ে শিরশ্ছেদ কর।

শাহ আলম। তার আগে আমি তোমার মাথা ভাঙ্গব। [হাত তুলিয়া অগ্রসর হইলেন]

জাফর। খবরদার! [ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল] আপনি আর বাদশা নন।

গোলাম। এরা ভাঙ্গবে, তবু মচকাবে না। জাফর, বাদশার চোখ দুটো উপড়ে নাও।

জাফর। আমি তৈরিই আছি জনাব। এ চোখ দুটো অনেকের সর্ব্বনাশ করেছে। আজ তা জন্মের মত অন্ধকার হয়ে যাক।

রোশেনারা। }
কোহিনূর। } শয়তান! [গোলাম কাদেরের গায়ে জুতা নিক্ষেপ]

[জাফর কর্ত্তৃক বাদশার চক্ষুরুৎপাটন।]

শাহ আলম। আঃ—কোহিনূর, হোসেন, বাহাদুর,—

জাফর। স্বর্গ হতে চেয়ে দেখ ভগ্নি, আমি প্রতিশোধ নিয়েছি।

গোলাম। এখনও হয় নি। নিয়ে যাও বেগমকে।

জাফর। আসুন বেগমসাহেবা, কবরে যাবেন চলুন।

রোশেনারা। খোদা মারনেওয়ালা। তুম্ কোন হায় বাঁদীকা বাচ্ছা? [আর এক পাটি জুতা নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান। পশ্চাৎ জাফরের প্রস্থান।]

গোলাম। জাঁহাপনা, এখন ত আর চোখে দেখতে হবে না। এইবার?

শাহ্ আলম। আমার একই কথা। আমি বাঁদরের হাতে মুক্তোর হার দেব না।

গোলাম। তবে খোদাকে স্মরণ করুন। [তরবারি নিষ্কাসন]

কোহিনূর। বাবা,—

শাহ্ আলম। চুপ, সরে যা।

গোলাম। বাদশা শাহ্ আলম,—[হত্যার উদ্যোগ]

খোদাবক্সের প্রবেশ।

খোদাবক্স। খবরদার শয়তান, আমার মনিবের গায়ে কাঁটার আঁচড় দিলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

শাহ্ আলম। খোদাবক্স, বেতন নিতে এসেছ?

খোদাবক্স। এ কি, চোখ দিয়ে রক্ত পড়ছে যে।

শাহ্ আলম। এ চোখ আর দেখবে না খোদাবক্স।

খোদাবক্স। ওরে বাঁদীর বাচ্ছা, তুই আমার মনিবের এমনি সর্ব্বনাশ করলি? মসনদের কি এতই দাম? ভিস্তিওয়ালার ছেলে নর্দ্দামার ধারে তুই জন্মেছিস। তোর গায়ে দিতে একখানা কাঁথাও

ছিল না আমার, মশকচাপা দিয়ে তোর মা তোকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। আর তোর মসনদ চাই শূয়ার?

গোলাম। হ্যাঁ, চাই। বেরিয়ে যাও তুমি।

খোদাবক্স। দিদি, একটা অস্তর আমায় দিতে পার? আমি ওকে কেটে দুখান করে নর্দ্দামার ধারেই ফেলে দেব।

গোলাম। সরে যাও বাবা,—বাদশা মরবে, গোটা দেশ ওঁর মৃত্যু চায়। [খোদাবক্সকে সরাইয়া দিল]

রঘুপন্থের প্রবেশ।

রঘুপন্থ। ওঁর নয়, তোমার।

গোলাম। এ কি? তুমি—

রঘুপন্থ। আমি আপনার দ্বারী, মহাদাজি সিন্ধিয়ার অনুচর। আসুন জাঁহাপনা। বেগমরা চলে গেছেন। কোন ভয় নেই। সিন্ধেও এসেছেন।

[শাহ আলম সহ প্রস্থান।

খোদাবক্স। সিন্ধে এসেছে, ওরে সিন্ধে এসেছে।

গোলাম। আলমামুন, আলমামুন,—প্রাসাদে শত্রু। গেপ্তার কর, গেপ্তার কর।

আলমামুন। [নেপথ্যে] হুঁসিয়ার হো রোহিলা ফৌজ, দুশমন, দুশমন। [তূর্য্যনাদ]

রহমতের প্রবেশ।

রহমত। জাঁহাপনা, আমি প্রতারিত হয়েছি। আমারই মূর্খতার জন্য সিন্ধে এখানে আসবার পথ পেয়েছে। আমায় শাস্তি দিন।

গোলাম। শাস্তি তোলা রইল রহমত। প্রাসাদে শত্রু, গেপ্তার কর, গেপ্তার কর। না, তার আগে মোল্লাকে ডাক। বাদশাহী বংশের গর্ব্বের চূড়া আমি ভেঙ্গে দিয়ে যাব। শোন কোহিনূর—

কোহিনূর। চুপ। শাহাজাদী বল, কুর্নিশ কর বেয়াদব।

খোদাবক্স। কর কুর্নিশ।

গোলাম। রহমত, এই নারীকে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাও। ম্যাথর মুদ্দফরাস,—যাকে পাও, তার সঙ্গেই এর সাদি দিয়ে দাও।

রহমত। মাপ করবেন জনাব। আমি যুদ্ধ করতে জানি, মরতে জানি, কিন্তু বিজিতা নারীর গায়ে হাত তুলতে জানি না।

[প্রস্থান।

গোলাম। তবে এস শাহাজাদী; মোল্লার কাজ আমিই করব। [কোহিনূরের হস্তধারণের উদ্যোগ]

খোদাবক্স। ছুঁস নি ব্যাটা শয়তান।

গোলাম। বেরিয়ে যাও। শাহাজাদি,—

কোহিনূর। ওরে কেউ কি নেই আমাদের ?

সিন্ধিয়ার প্রবেশ।

সিন্ধিয়া। আমি আছি মা, তোমাদের দুর্দ্দিনের বান্ধব।

খোদাবক্স। এসেছে, ওরে এসেছে।

গোলাম। কে তুমি ?

সিন্ধিয়া। মহাদাজি সিন্ধিয়া।

গোলাম। কি চাই এখানে ?

সিন্ধিয়া। আগে চাই শাহাজাদীর মুক্তি, তারপর চাই তোমার মাথা। এস মা। [কোহিনূর সহ অগ্রসর হইলেন]

গোলাম। সিদ্ধে! [তরবারিহস্তে অগ্রসর হইয়া বাধা দান

খোদাবক্স। থাম ব্যাটা।

সিদ্ধিয়া। কবর খুঁড়ে রাখ গোলাম কাদের। আমি তোমা। মৃত্যুদণ্ড দিলাম।

কোহিনূর। বাবা,—

সিদ্ধিয়া। এস মা আমার।

[উভয়ের প্রস্থান

গোলাম। বাবা, সরে যাও। শত্রু পালিয়ে গেল।

খোদাবক্স। তুইও পালিয়ে আয় কাদের। আমরা পথের মানুষ, রাজবাড়ীতে আমাদের দরকার নেই। আয়, আয়।

[প্রস্থান।

গোলাম। সবাই শুধু বাইরের আচরণটাই দেখলে, ভেতরের মানুষটাকে কেউ বুঝল না।

[প্রস্থান।

—:০:—

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য।

প্রাসাদ।

নসীবনের প্রবেশ।

নসীবন। কে এলো? ওরে কে এলো? আ-মর, লোকগুলো ছুটছে কেন? কোহিনূর কোথায়, বেগমরা কোথায়? কাউকেই ত দেখছি না। কাদের! ওরে কাদের!

বাঁদীর প্রবেশ।

বাঁদী। আর কাদের? তল্পী তুলুন হুজুরাইন।

নসীবন। কি, হয়েছে কি?

বাঁদী। হতে আর বাকি কি? দফা একেবারে রফা।

নসীবন। মর চুলোমুখি। কথাটা কি তাই বল।

বাঁদী। বলব কি হুজুরাইন? কথাই মুখে আসছে না।

নসীবন। তবে এত কথা বলছিস কি করে?

বাঁদী। ভয়ে।

নসীবন। ভয়টা কি তাই বল না।

বাঁদী। আপনি শোনেন নি? হা আমার পোড়া কপাল। আমি ভাবলুম,—

নসীবন। মরেছে শয়তানি।

বাঁদী। আমরা ত মরেই আছি, আপনাদেরও বাদ দেবে না। সিন্ধে যখন এসেছে—

নসীবন। সিন্ধে এসেছে! দস্যু সিন্ধে! কই, তা ত কেউ বললে না।

বাঁদী। বলবে কে? এক একটা লোক বলবার জন্য হাঁ কচ্ছে, আর হাঁ শুদ্ধ মাথাটা উড়ে যাচ্ছে।

নসীবন। সিন্ধে ত শুনেছি সাংঘাতিক লোক।

বাঁদী। আস্ত মানুষগুলো ধরে ধরে খায় হুজুরাইন।

নসীবন। ও বাবা, রাক্ষস নাকি?

বাঁদী। রাক্ষস ত ছেলেমানুষ। এ রাক্ষসের বাপ খোক্কস।

নসীবন। তাহলে উপায়?

বাঁদী। উপায়—নিরুপায়।

নসীবন। কাদের কোথায়?

বাঁদী ফাঁদের মধ্যে।

নসীবন। ডাক—ডাক, কাদেরকে ডাক। কাজ নেই বাপু, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল।

বাঁদী। তাই ত হুজুরাইন, শাহাজাদী ত এসে আপনার পা টিপলে না।

নসীবন। পা এখন মাথায় উঠেছে। তুই কাদেরকে ডাক।

বাঁদী। কোথায় পাব তাকে? সিন্ধে নাকি তাকে কান ধরে নিয়ে গেছে।

নসীবন। সে কি?

বাঁদী। আর সে কি? তাঁর হয়ে গেল।

নসীবন। হয়ে গেল কি?

বাঁদী। সিন্ধে নাকি তাঁকে ভাজি করে খাবে।

নসীবন। খাবে!

বাঁদী। তাইত শুনছি।

নসীবন। হায় হায় রে, আমার যে কান্না পাচ্ছে।

বাঁদী। আমার যে হাসি পাচ্ছে।

নসীবন। কি বললি শয়তানি, তোর হাসি পাচ্ছে?

বাঁদী। পাবে না? বার বছর আমি হাসি নি। আজ প্রাণ খুলে হাসব। কাদের মরবে, তুমি মরবে, শাহাজাদী কোহিনূর তোমাদের মরা মুখে লাথি মারবে, আর আমি আনন্দে হাততালি দেব। আমায় চিনতে পাচ্ছ না হুজুরাইন?

নসীবন। কে তুই?

বাঁদী। আমি সেই মুচির মেয়ে, তোমার ছেলের বউ। মনে নেই? পনের বছর আগে তোমার খসম আমার সঙ্গে ছেলের বে দিয়েছিল। মুচির মেয়ে বলে তুমি আমায় ঘরে নাও নি। চার বছর বয়স থেকে বার বছর আমি তোমার ছেলেকেই ধ্যান করেছি।

নসীবন। আর পাড়ার ছেলেগুলোর সঙ্গে ঢলাঢলি করেছিস।

বাঁদী। মিথ্যা কথা। গরীব বাপ কত বুঝিয়েছে, কত মেরেছে, কিছুতেই আমি টলিনি। কত ধনীর ছেলে টাকাকড়ি পায়ে ঢেলেছে, তবু আমি স্বামীর কথা ভুলি নি। তোমার ছেলে যখন নবাব হল, তখন বড় আশায় বুক বেঁধে তোমাদের ঘর করতে এসেছিলুম। হাজার লোকের মাঝখানে তুমি আমার মিথ্যে কলঙ্ক প্রচার করলে, আর তোমার ছেলে আমায় তালাক দিয়ে তাড়িয়ে দিলে।

নসীবন। মুচির মেয়ের আবার বেগম হবার সাধ কেন?

বাঁদী। ভিস্তিওয়ালার ব্যাটা বাদশাজাদীকে চায় কেন? বিয়ে যখন দিয়েছিলে, তখন মনে ছিল না?

নসীবন। যে মড়া বিয়ে দিয়েছিল, তার কাছে যা।

বাঁদী। কারও কাছে যাব না, একেবারে কবরে যাব, কিন্তু তার আগে তোমাকে আর তোমার ছেলেকে কবরের পথ দেখিয়ে দেব

নসীবন।' কবরে যাবি কেন? আর কেউ না জোটে, জুতে সেলাই করতে জানিস নে?

বাঁদী। তোমরা ভিস্তির কাজ জান না? নবাবী করতে এসেছ কেন?

নসীবন। হারামজাদীকে আমি জুতিয়ে সোজা করব।

বাঁদী। এস না, এগিয়ে এস। দেখি, কেমন তুমি ভিস্তিওয়ালী, আমিই বা কেমন মুচির মেয়ে। বাদশার মা হবে, শাহাজাদী এসে পা টিপে ঘুম পাড়াবে! ধর্ম্ম কি নেই? গরীবের মেয়ের চোখের জল কি বৃথাই যাবে? ডাক তোমার বাদশা ছেলেকে। আমিই পাঁচিলের উপর দিয়ে দড়ি ফেলে শত্রুকে ঘরে ঢুকিয়েছি। কে আমার মাথা কেটে নেবে, এস!

নসীবন। কসবি, শয়তানি, তোকে আমি—

বাঁদী। চুপ। যে কেউ আমার সামনে আসবে, তাকে আমি গুলি করে মারব। শোন বাদশার মা, তোমার বাদশা ছেলে তিন দিনের মধ্যে মরবে, হয় সিন্ধের হাতে, নয় আমার হাতে। এ যদি মিথ্যে হয়, তাহলে খোদার নামও মিথ্যে।

[প্রস্থান।

নসীবন। ওরে, কে আছিস? এই মুচির মেয়েটাকে কোতল কর।

বাহাদুরের প্রবেশ।

বাহাদুর। এই বুড়ি,—

নসীবন। বুড়ী কে রে শূয়ার? জানিস আমি কে?

বাহাদুর। তুই ভিস্তিওয়ালী, আবার কে?

নসীবন। জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো।

বাহাদুর। জুতো আছে, না দেবো?

নসীবন। তবে রে একরত্তি শয়তান,—

বাহাদুর। খবরদার। [পিস্তল উদ্যত করিল]

নসীবন। দেখ দেখি, সবাই আমাকে গুলি দেখায়! আমি বাদশার মা,—কেউ আমাকে গেরাহ্যি করে না। দুত্তোর বাদশার নিকুচি করেছে। বাঁদীগুলো পেছন থেকে বক দেখায়, দারোয়ান ব্যাটারা পর্য্যন্ত ফিক ফিক করে হাসে। এর চেয়ে যে কুঁড়েঘর ভাল ছিল।

বাহাদুর। ছোট শাহাজাদাকে কোন ঘরে রেখেছে জানিস?

নসীবন। জানলেই তোকে বলব কেন রে ড্যাকরা?

বাহাদুর। কেন বলবি না ডেকরি? না বললে তোর মাথার খুলি ওড়াব। বল, শীগগির বল।

নসীবন। ও বাবা, একি সাংঘাতিক ছেলে গো।

বাহাদুর। বলবি না? তবে এই ছুটল গুলি।

গোলাম কাদের সন্তর্পণে আসিয়া পিছন হইতে
পিস্তল কাড়িয়া লইল।

বাহাদুর। কে?

গোলাম। ভয় নেই বালক। তোমার চাচাকে এই মুহূর্ত্তেই দেখতে পাবে। যাও, ঐ ঘরে তিনি আছেন। একটু তাড়াতাড়ি যাও, নইলে হয়ত দেখা হবে না!

নসীবম। ছেড়ে দিসনে কাদের। কোতল কর।

গোলাম। গোলাম কাদের শিশুহত্যা করে না মা।

বাহাদুর। এত যার দয়া, সে বৃদ্ধ বাদশাকে অন্ধ করে দিল কেন ?

গোলাম। আমি করি নি বাহাদুর। তাঁকে অন্ধ করেছে তাঁরই কর্ম্মফল।

বাহাদুর। তোমার কর্ম্মফল তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে জান ?

গোলাম। কোথায় ?

বাহাদুর। জাহান্নমে।

গোলাম। আমার দেশবাসীকে বেহেস্তের পথে এগিয়ে দিয়ে নিজে আমি জাহান্নামেই যাব।

বাহাদুর। ছলনায় বাহাদুর ভোলে না শয়তান। দুনিয়া তোমায় মাফ করলেও আমি করব না। [প্রস্থানোদ্যোগ]

গোলাম। শোন বাহাদুর। [বাহাদুর ফিরিল, গোলাম কাদের নিঃশব্দে তাহার হাতে পিস্তল তুলিয়া দিল। বাহাদুরের প্রস্থান।]

নসীবন। কাদের,—

গোলাম। কি মা ?

নসীবন। সিন্ধে নাকি এসেছে ?

গোলাম। হ্যাঁ। তার সঙ্গেই এখন আমার যুদ্ধ হচ্ছে।

নসীবন। যুদ্ধে আর কাজ নেই বাপজান। চল, আমরা ফিরে যাই। থাক বাদশাহী, থাক কোহিনূর, নবাবীতেও কাজ নেই। চল বাবা, তোর বাপকে ডেকে নিয়ে আয়। আমরা আবার পথের ধারে কুঁড়েঘর বাঁধব।

গোলাম। এ আজ তুমি কি বলছ মা ?

নসীবন। আমার বুকটা কেমন কচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছে, তুই আমার হারিয়ে যাবি। তোকে হারিয়ে কি হবে আমার ধনদৌলত

নিয়ে? এত যার ঐশ্বর্য্য ছিল, সেই বাদশা আজ পথের ভিখারী। যারা বেশী ওঠে, তারাই বেশী পড়ে।

গোলাম। এ কথা ত আমি আগেই বলেছি মা। তুমিই ত আমার কাছে ঐশ্বর্য্য চেয়েছ। মহামান্যা শাহাজাদীকে আমার প্রয়োজন ছিল না, তুমিই চেয়েছ তার পদসেবা। আর ত আমি ফিরতে পারি না মা।

নসীবন। ওরে হতভাগা, তোকে মেরে ফেলবে যে।

গোলাম। কে? সিন্ধে? যম তার শিয়রে দাঁড়িয়েছে।

নসীবন। সেই মুচির মেয়েটা এসেছে।

গোলাম। হামিদা? এসেছে? কেন এল? আমাকে হত্যা করতে? কই মা, কোথায় সে? কবে এল হামিদা?

নসীবন। সে যায় নি কাদের। এইখানেই বাঁদী সেজে ছিল।

গোলাম। যায় নি? বিবাহ করে নি আর? চার বছর ধরে এই কথাটাই আমি ভেবেছি মা। তোমার কথায় কলঙ্কিনী বলে তাকে তালাক দিয়েছি, কিন্তু তার চোখের জল আমি ভুলতে পারি নি। ভেবেছিলুম, অপবাদ যদি মিথ্যা হয়, সে আমার উপর প্রতিশোধ নেবে। এই দিনটির জন্য আমি খোদাকে কত ডেকেছি। সে এসেছে, কিন্তু তাকে ঘরে নেবার উপায় নেই। দেখ মা, দেখ, শক্তি আমায় ত্যাগ করে যাচ্ছে। কবরের ডাক এল।

নসীবন। কাদের,—

প্রহরীসহ শৃঙ্খলিত হোসেনের প্রবেশ।

গোলাম। কে?

প্রহরী। শাহাজাদা হোসেন খাঁ।

গোলাম। শাহাজাদা, না তার কঙ্কাল?

নসীবন। এমন সুন্দর ছেলেকে এই করেছিস তোরা? খেতে দিস নি?

প্রহরী। দিয়েছি দুখানা রুটি।

নসীবন। দুখানা রুটি!

গোলাম। এতবড় একটা যোদ্ধা, তার বরাদ্দ দুখানা রুটি! এ হুকুম কার?

প্রহরী। শাহাজাদা আকবরের হুকুম।

গোলাম। তোরা কি আমার নফর, না শাহাজাদার? কোথায় সেই বেইমান? ডাক তাকে। যদি না আসে, কান ধরে নিয়ে আসবি। [প্রহরীর প্রস্থান।

হোসেন। গোলাম কাদের,—

গোলাম। আদেশ করুন শাহাজাদা।

হোসেন। আদেশ করব! আমি বন্দী, আর তুমি আমার বিচারক।

গোলাম। আপনার মত একজন যোদ্ধাকে আমি বেঁধে রাখতে চাই না শাহাজাদা।

নসীবন। ছেড়ে দে কাদের, ছেড়ে দে। আমি ওর মার কান্না শুনতে পাচ্ছি। তোকে যদি সিন্ধে এমনি করে বাঁধে, যদি এমনি করে না খাইয়ে মারে? ওঃ,—আমি সইতে পারব না। ছেড়ে দে, ওরে ছেড়ে দে। দাঁড়া, আমি খাবার নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

গোলাম। শাহাজাদা,—

হোসেন। মুক্তি দাও গোলাম কাদের। এই ঘৃণ্য বন্দীজীবন থেকে আমায় মুক্তি দাও।

গোলাম। মুক্তি আপনাকে এই মুহূর্তেই দিতে পারি; শুধু একটা অনুরোধ।

হোসেন। আদেশ বল।

গোলাম। না শাহাজাদা। বাদশার বংশে আমি একটাই মাত্র মানুষ দেখেছি, সে আপনি। আগে যদি আপনাকে জানতুম, তাহলে আমার এ অভিযানের কোনই প্রয়োজন হত না। আপনাকে বন্দী করে এ একমাস আমার চোখে ঘুম নেই।

হোসেন। চমৎকার অভিনয়। গোলাম কাদের, যাঁর দানাপানি খেয়ে তুমি মানুষ, আমার সেই মহানুভব পিতাকে তুমি অন্ধ করে দিয়েছ, আমি তোমার বহু সৈন্য বিনষ্ট করে দিয়েছি, আমাকে দেবে মুক্তি!

গোলাম। খোদার কসম, এই দণ্ডেই আপনাকে মুক্তি দেবো। শুধু একটা সর্ত্ত—

হোসেন। সর্ত্তটা বোধ হয় এই যে, কোহিনূরকে তোমার হাতে তুলে দিতে হবে।

গোলাম। কোহিনূর আমারও ছিল শাহাজাদা। আমি তাকে ভুল করে হারিয়ে ফেলেছি। আপনাদেব কোহিনূব আপনাদের ঘরেই সাজান থাক, আমি ফিরেও চাইব না।

হোসেন। তবে এ অভিযানের উদ্দেশ্য?

গোলাম। উদ্দেশ্য বিলাসী বাদশাহী শাসনের অবসান করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে দেশটাকে রক্ষা করা।

হোসেন। কি তোমার সর্ত্ত?

গোলাম। আপনি দিল্লীর মসনদ গ্রহণ করুন।

হোসেন। পিতা বর্ত্তমানে!

গোলাম। তিনি শক্তিহীন, অন্ধ।

হোসেন। যে মসনদের জন্য তিনি অন্ধ, সে মসনদ নেব আমি?

গোলাম। আমি তার হাত ধরে মক্কায় চলে যাব; আমার একটা চোখ দিয়ে তার দুটো চোখের অভাব পূর্ণ করব।

হোসেন। একটা মসনদ ব'জনকে দেবে? দাদার সঙ্গে তোমার সন্ধি হয়েছে না?

গোলাম। আমি সে বেইমানকে গুলি করব।

হোসেন। যদি পারি, আমিই সে গুলি বুক পেতে নেব।

গোলাম। এই ভাই ই না আপনাকে গুলি করেছিল?

হোসেন। তিনি যে বড় ভাই। আমার পিঠে তিনি দশবার চাবুক মারতে পারেন, আমি ত তাঁর গায়ে কাঁটার আঁচড় দিতে পারি না।

গোলাম। শাহাজাদা!

হোসেন। আমি মুক্তি পেলেও তোমাকে রেহাই দেব না শয়তান। তুমি আমার পিতার চোখ দুটো উপড়ে নিয়েছ, আমি যদি ছাড়া পাই, সিন্ধের সঙ্গে যোগ দিয়ে তোমাকে মূষিকের মত বধ করব।

গোলাম। সে জন্যে যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। আপনি বলুন, দিল্লীর মসনদ আপনিই নেবেন,—আমি এই দণ্ডেই আপনার হাতে অস্ত্র তুলে দেব। আপনি আমার মৃতদেহ মাড়িয়ে সিংহাসনে গিয়ে বসুন। এ আমার মহত্ব নয়। এক নারীকে বঞ্চনা করে আজ আমি বড় শক্তিহীন। আমার স্বপ্ন সফল করতে আমি আর পারব না, পারবেন আপনি।

হোসেন। না গোলাম কাদের, বড় ভাইয়ের প্রাপ্য সিংহাসন আমি নেব না। তুমি আমায় দণ্ড দাও।

গোলাম। এই আপনার দণ্ড। [শৃঙ্খল মোচন] ফিরে যান আপনার পিতামাতার কাছে। তাঁদের গিয়ে বলবেন, ভিস্তিওয়ালার ছেলেও মানুষ।

আকবরের প্রবেশ।

আকবর। কি কচ্ছ তুমি গোলাম কাদের? এতবড় দুশমনকে তুমি মুক্ত দিলে?

গোলাম। দিলাম।

আকবর। এ যদি সিন্ধের সঙ্গে যোগ দেয়?

গোলাম। আমি ওঁর হাতে অস্ত্র তুলে দেব।

আকবর। তারপর যদি মসনদ অধিকার করে?

গোলাম। আমি ওঁর বাগানে জল দেব।

আকবর। আমি তবে কি করব?

গোলাম। মাথায় ছাতা ধরবে, ছাতা।

আকবর। সন্ধির সর্ত্ত কি ছিল?

গোলাম। তুমি আমায় কোহিনূর দেবে, আমি দেব মসনদ। তুমি কোহিনূর দিলে না, আমিও মসনদ দেব না।

আকবর। কোহিনূরকে ত তুমি প্রাসাদের মধ্যেই পেয়েছিলে।

গোলাম। প্রাসাদে পাওয়া আর হাতে পাওয়া এক কথা নয়

আকবর। গোলাম কাদের!

গোলাম। শাহাজাদাকে কারাগারে না খাইয়ে মারবার হুকুম কে দিয়েছিল?

আকবর। আমি।

গোলাম। বন্দী আমার না তোমার?

আকবর। আমি যখন বাদশা, যুদ্ধের সব বন্দী আমার।

গোলাম। বাদশা তুমি!

আকবর। পার, কোহিনূরকে নিয়ে চলে যাও; না পার, তোমার ভূতের দল নিয়ে এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাও।

হোসেন। দাদা, সিংহাসন বিনামূল্যে তুমি পাবে না। এস আমার সঙ্গে। কোথায় তোমার সৈন্যগুলো? তাদের নিয়ে চল তুমি সিন্ধের কাছে। পিতার উপর যে নির্য্যাতন এরা করেছে, তার প্রতিশোধ নিতে হবে।

আকবর। দাঁড়া। মুক্তি তোকে দেব না আমি। সিংহাসনের স্বপ্ন ভুলে যা। [বন্ধনের উদ্যোগ]

হোসেন। কেন তুমি ভাবছ দাদা? আল্লাতালার নাম নিয়ে আমি শপথ কচ্ছি, সিংহাসন পেলেও আমি নেব না।

আকবর। মাতালের শপথে যে বিশ্বাস করে, সে মূর্খ।

গোলাম। আকবর!

আকবর। বেরিয়ে যাও বেয়াদপ। [হোসেনকে শৃঙ্খলিত করিল]

গোলাম। তাহলে আল্লার নাম স্মরণ কর বেইমান। [পিস্তল বাহির করিলেন]

আকবর। তুমি স্মরণ কর নফর। [পিস্তল বাহির করিলেন]

হোসেন। না—না, গোলাম কাদের, দাদা—

[আকবরকে আড়াল দিয়া দাঁড়াইল। উভয়ের গুলি একসঙ্গে হোসেনকে বিদ্ধ করিল।]

হোসেন। আঃ—

বাহাদুরের প্রবেশ।

বাহাদুর। চাচা, চাচাজান,—এ কি!

হোসেন। বাহাদুর। দাদাকে ক্ষমা করিস। গোলাম কাদের, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দিল্লীর পথে আসতে দিও না।

বাহাদুর। কাউকে কি তোমার কিছু বলবার নেই?

হোসেন। মেহেদী কই ? কোহিনূর কই ? তাদের দেখিস বাহাদুর। মহাদাজি সিন্ধিয়াকে আমার সেলাম জানিয়ে বলিস, তিনি যেন আলমামুনের সঙ্গে কোহিনূরের—ওঃ—আমার ঘুম পাচ্ছে। আমার বিছানা পেতে দে। আমি ঘুমুব, আমি—খোদা,—মেহেরবান।

[বাহাদুরসহ প্রস্থান।

আকবর। একটা গেল। পিতাকেও আর পৃথিবীতে রেখে কষ্ট দেব না।

গোলাম। খোদা, ছোটলোক বলে এতই কি আমি অপরাধী ? দুনিয়ার মুখে আমি অমৃতের বাটি তুলে ধরতে চাই, এমনি করেই কি তা বিষ হয়ে যাবে ? [চোখে জল আসিল]

গীতকণ্ঠে দরবেশের প্রবেশ।

দরবেশ। **গীত**

বাদশা আলমগীর।
কবরের দ্বার খুলে ডেকে নাও বংশের শেষ বীর।
মোগলসূর্য্য ওই ডুবে যায়,
উঠিবে না আর কোনদিন হায়,
খোদা ভগবান ঈশা মুসা বুঝি ফেলিতেছে আঁখিনীর।

দরবেশ। কাদের, অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা।

[প্রস্থান।

গোলাম। অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা।

[প্রস্থান।

—:•:—

অষ্টাদশ দৃশ্য।

রণস্থল।

সিন্ধিয়ার প্রবেশ।

সিন্ধিয়া। কে তুমি উল্কা, কে তুমি প্রভঞ্জন,—গোটা রণস্থলে মৃত্যুর বীজ ছড়িয়ে চলেছ? কাছে এস।

আলমামুনের প্রবেশ।

আলমামুন। বন্দেগি মারাঠা।

সিন্ধিয়া। বন্দেগি মোগল। বলতে পার, কে ওই বাদশার পরম বন্ধু রণস্থলে উল্কার বেগে ছুটেছে?

আলমামুন। কেউ ওকে চেনে না সিন্ধিয়া। এমন দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা আমি আর দেখি নি। আমাদের অর্দ্ধেক সৈন্য বিনষ্ট হয়েছে ওরই হাতে। পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বললে;—পরিচয় দিয়ে যাব সিন্ধের কাছে।

সিন্ধিয়া। বাদশা কোথায়? বেগমরা কোথায়?

আলমামুন। কেউ জানে না।

সিন্ধিয়া। নিশ্চয়ই জান। তোমরা তাদের হত্যা করেছ। বাদশার চোখ দুটো উপড়ে নিয়েও তোমাদের শান্তি হয় নি; তাঁকে হয়ত জ্যান্ত কবর দিয়েছ, বেগমদের হয়ত সৈন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছ।

আলমামুন। এ কথা আর যেই বলুক, তুমি বল না মহাদাজি সিন্ধিয়া। সংসারে দুজন মানুষকে আমি অপরিসীম শ্রদ্ধা করেছি, একজন তুমি, আর একজন গোলাম কাদের।

সিন্ধিয়া। শ্রদ্ধার পাত্র বটে। সেই একচক্ষু শয়তান—

আলমামুন। দোহাই তোমার সিন্ধিয়া, আমার কাছে অকারণে আমার প্রভুর নিন্দা করো না।

সিন্ধিয়া। অকারণ? এতবড স্পর্দ্ধা তার, সে বাদশাজাদীকে চায়! দিল্লীর মসনদ চায়?

আলমামুন। না—না, এর কোনটাই তিনি চান না। আমায় বিশ্বাস কর মারাঠা, তিনি চান শুধু তাঁর দেশর মঙ্গল।

সিন্ধিয়া। তাই বুঝি মহানুভব শাহাজাদা হোসেনকে বন্দী করে রেখেছ?

আলমামুন। বন্দী করেছেন হত্যা করবেন বলে নয়, দিল্লীর মসনদে বসাবেন বলে।

সিন্ধিয়া। তুমি বীর হলেও মিথ্যাবাদী।

আলমামুন। তুমি যোদ্ধা হলেও উন্মাদ।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

রঘুপন্থের প্রবেশ।

রঘুপন্থ। শৃগালের দল গহ্বরে মুখ লুকুচ্ছে। কেউ মৃত্যু দিতে পারলে না। কোথায় গোলাম কাদের, কোথায় সে একচক্ষু শয়তান?

রহমতের প্রবেশ।

রহমত। কোথায় বাদশা শাহ আলম? কোথায় সরিয়েছ বেগমদের?

রঘুপন্থ। বলব না।

রহমত। মরতে হবে দস্যু।

রঘুপন্থ। মৃত্যুটা দেবে কে? তুমি? যাও—যাও, তোমার নবাবকে পাঠিয়ে দাও।

রহমত। আগে আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করে যাও।

রঘুপন্থ। তোমাদের সিপাহশালার আলমামুন শৃগালের মত পিছু হটে পালিয়ে গেল, তুমি এসেছ কি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিতে? কেন, তোমার প্রভু কি তোমায় বিশ্বাসঘাতক বলে ত্যাগ করেছে?

রহমত। আমার প্রভু অকারণ কাউকে ত্যাগ করেন না।

রঘুপন্থ। যদি করেন, কি করবে তুমি?

রহমত। তাঁর কাছে প্রাণটা দিয়ে প্রমাণ করব যে আমি বিশ্বাসঘাতক নই।

রঘুপন্থ। ঠিক—ঠিক, ওই গোলাম কাদের কামান দাগছে, মহাদাজি সিন্ধিয়া কামানের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সর্ব্বনাশ হল, ওরে, তীরে এসে তরী ডুবলো। [প্রস্থানোদ্যোগ]

রহমত। খবরদার। পথ নেই।

রঘুপন্থ। পথ চাই, আমার পথ চাই।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

গোলাম। [নেপথ্যে] মহাদাজি সিন্ধিয়া, ইষ্টনাম স্মরণ কর।

[নেপথ্যে কামানগর্জ্জন।]

সৈন্যগণ। [নেপথ্যে] জয় মহাদাজি সিন্ধিয়ার জয়।

সিন্ধিয়ার প্রবেশ।

সিন্ধিয়া। না—না, বল বন্ধুগণ,—জয় দিল্লীশ্বর শাহ আলমের জয়।

সৈন্যগণ। [নেপথ্যে] জয় দিল্লীশ্বর শাহ আলমের জয়।

সিন্ধিয়া। কামানের মুখ ঘুরিয়ে দিলে কে? কে তুমি বাদশার পরম বান্ধব?

মরণাপন্ন রঘুপন্থের প্রবেশ।

রঘুপন্থ। বিশ্বাসঘাতক, রঘুপন্থ। [সিন্ধিয়ার পদতলে পতন]

সিন্ধিয়া। রঘুপন্থ? তুমি রঘুপন্থ? সিন্ধের বিজয়-লক্ষ্মীকে তুমিই বরণ করে এনেছ? যা কেউ পারে নি, তুমি সে অসাধ্যসাধন করেছ। কিন্তু কেন তুমি এমনি করে প্রাণ দিলে রঘুপন্থ।

রঘুপন্থ। প্রাণ দিয়েই প্রমাণ করে গেলুম যে আমি বিশ্বাস-ঘাতক নই।

সিন্ধিয়া। ভাই, বন্ধু,—

রঘুপন্থ। বাদশা আর বেগমদের সমাধিবাগে লুকিয়ে রেখেছি। রহমত প্রাণ দিয়েছে: আর কিছুই বলবার নেই। আমার মাথায় আপনার পা তুলে দিন, আর বলুন, আমি বিশ্বাসঘাতক নই।

সিন্ধিয়া। তুমি বিশ্বাসঘাতক নও। তুমি আমার বিশ্বস্ত বন্ধু, তুমি আমার ভাই।

রঘুপন্থ। বিশ্বনাথ, চরণে স্থান দাও। [প্রস্থান।

সিন্ধিয়া। যাও বন্ধু, প্রভুর জন্য আত্মবিসর্জ্জনে যদি পুণ্য হয়, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই।

কোহিনূরের প্রবেশ।

কোহিনুর। সিন্ধিয়া, সিন্ধিয়া,—

সিন্ধিয়া। কেন মা এখানে এলে?

কোহিনুর। ওরা কি বলছে? পাখীগুলো আমার কাছে এসে কাঁদছে কেন? আমার ছোড়দা কোথায়, ছোড়দা?

সিন্ধিয়া। ভয় কি মা? আমি আজই তাঁকে মুক্ত করব।

কোহিনুর। আমার মন বড় কাঁদছে, এখনই চল।

সিদ্ধিয়া। এখনও যে আলমামুন বন্দী হয় নি মা।

কোহিনূর। নাই হোক,—তুমি বরং সন্ধি কর, তবু ছোড়দাকে মুক্তি দাও। আমি জেগে বসে তার মরামুখ দেখেছি। সে আমায় বলে গেল,—"বোনটি আমি যাই"। সে চোখে কটাক্ষ নেই, সে মুখে রক্তের চিহ্ন নেই। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলুম, শূন্যে মিলিয়ে গেল। কোথায় গেল, ওগো কোথায় গেল?

গীতকণ্ঠে বাহাদুরের প্রবেশ।

বাহাদুর। গীত।

হায়, মাণিক ডুবেছে জলে।

জ্বলিবে না আর আঁধারে প্রদীপ কভু এ ধরণীতলে।

কোহিনূর। কি বাহাদুর, কি?

বাহাদুর। পূর্ব্ব-গীতাংশ।

সে কণ্ঠ আর কহিবে না কথা, মেলিবে না সেই আঁখি,

দুনিয়ার দেনা মিটায়ে গিয়াছে, কিছু নাহি আর বাকি,

কোহিনূর। ওরে, কি বলছিস তুই?

বাহাদুর। পূর্ব্ব গীতাংশ।

কাঁদে তরুলতা পাখীরে,

ঝরে দুনিয়ার আঁখিরে,

আঁধার জগৎ, কোনদিকে পথ, কে দেবে আমারে বলে?

কোহিনূর। ছোড়দা নেই বাহাদুর!

সিদ্ধিয়া। গোলাম কাদের তাকে হত্যা করেছে?

বাহাদুর। গোলাম কাদের আর বাবা একসঙ্গে তাকে গুলি করেছে।

কোহিনূর। মহাদাজি সিদ্ধিয়া,—বাইরে দুশমন বেঁচে থাকে থাক, এই ঘরের দুশমনকে শায়েস্তা কর। তাকে বন্দী করে আমার

কাছে নিয়ে এস। আমি তাকে জ্যান্ত কবর দেব। কই রে বাহাদুর, কই তাঁর মৃতদেহ? চল বাবা, চল,—ভাল করে দুজনে কবর খুঁড়ে তাঁকে শুইয়ে দিতে হবে।

সিদ্দিয়া। যেও না মা। এখনও চারিধারে বিপদ।

কোহিনূর। আজ বিপদ নেই; সব বিপদ সে নিয়ে গেছে বাহাদুর, কাফন নিয়ে আয়।

[প্রস্থান

সিদ্দিয়া। সঙ্গে যাও বাহাদুর। [বাহাদুরের প্রস্থান।] মহানুভব শাহাজাদা, আমার অভিবাদন গ্রহণ কর।

[প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য।

কবর।

শাহ আলমের সন্তর্পণে প্রবেশ।

শাহ আলম। এই ত কবরখানা। হোসেন, কোনখানে তুমি শুয়ে আছ বাবা? [হাতড়াইতে লাগিলেন।] ওরে পাখি, একটিবার আমায় কবরটা দেখিয়ে দিবি? আমি একটু মাটি দেব। এই যে কাঁচা মাটি পায়ে লাগছে। এইখানেই কি তুমি ঘুমিয়ে আছ বাবা? কই, কেউ ত ফুল দেয় নি। কেউ ত দীপ জেলেছে বলে মনে হচ্ছে না। না—না, আরও এগিয়ে যাই। ওই যে পাখী গাইছে। ওই যে মাটির ভেতর থেকে একটা গান উঠছে। [অগ্রসর] হোসেন, হোসেন! খোদা, একটিবার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দাও। [হাতড়াইতে লাগিলেন]

গীতকণ্ঠে কঙ্কালসার মেহেদীর প্রবেশ ।

মেহেদী । গীত ।

কবর-শয়নে যদি শয়ন করেছ তুমি,
আমিও কবরে যাব, রহিব চরণ চুমি।
আঁধার দুনিয়া মোর,
বন্ধ সকল দোর,
তুমি যেথা নাই প্রিয়, অরণ্য ঘনঘোর,
জীবনে মরণে আমি,
তবু পথ অনুগামী,
তুমি ছাড়া কিছু নাই, শূন্য মরুভূমি।

[কবরের পার্শ্বে লুটাইয়া পড়িল ।

শাহ আলম । কে কাঁদছে ?

রোশেনারার প্রবেশ ।

রোশেনারা । জাঁহাপনা !

শাহ আলম । কে ? হোসেন ?

রোশেনারা । না জাঁহাপনা, আমি রোশেনারা ।

শাহ আলম । চলে যাও, চলে যাও, তুমি আবার কেন এলে বেগম ? কেউ দেখে ফেলবে, বেঁধে নিয়ে যাবে, ক্রীতদাসীর হাটে বিক্রি করবে ।

রোশেনারা । কেন তুমি এতরাত্রে বেরিয়ে এসেছ ? দুনিয়ার কেউ যে এখন জেগে নেই ।

শাহ আলম । আছে—আছে, হোসেন জেগে আছে । আমি তার নিঃশ্বাস শুনতে পাচ্ছি ।

রোশেনারা। আর সে নিঃশ্বাস ফেলবে না জাঁহাপনা।। চল, ঘরে চল।

শাহ আলম। দাঁড়াও, দাঁড়াও। নিশুতি রাতে একলা শুয়ে আছে; ভয় পাবে। দেখত বেগম, দেখত, আকবর আসছে নাকি? আমি যেন কার পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। আসতে দিও না শয়তানকে। কবরের মাটি তুলে হোসেনকে গুলি করবে।

রোশেনারা। আর কাকে গুলি করবে জাঁহাপনা? আর সে মরবে না।

শাহ আলম। তুমি কি কাঁদছ বেগম? কেঁদো না, সে যদি শোনে, বড ব্যথা পাবে। এস দুজনে কবরে মাটি দিই। আমাকে ধর। কোথায় কবর, নিয়ে চল। [রোশেনারা তাঁহাকে হাত ধরিয়া কবরে নিয়ে গেলেন] এইখানে? ও আচ্ছা। [কবরে মাটি দিলেন]

রোশেনারা। ঘুমোও বাবা, ঘুমোও। আর কেউ তোমায় বাঁধবে না, কেউ গুলি করবে না।

শাহ আলম। রোশেনারা,—

রোশেনারা। কেন জনাব?

শাহ আলম। শুনছ?

রোশেনারা। কি?

শাহ আলম। হোসেন আমায় ডাকছে। ওই শোন, "বাবা, বাবা" বলে ডাকছে। আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। আমায় ছেড়ে দেবে রোশেনারা? আমি যাব, তার পাশে ঘুমোবো।

রোশেনারা। কেন তুমি এমন পাগল হলে? আমি মা, বুকের রক্ত জল করে তাকে মানুষ করেছি, মুখখানা মলিন হলে পীরের দরগায় শিন্নি দিয়েছি। আমি যদি খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, তুমি

কেন পারবে না? তুমি দেখ নি সে দৃশ্য; কাফন যখন এল, ঘুলঘুলি দিয়ে আমি দেখেছি,—ওঃ, সে কত রক্ত! যেন জবাফুলের বিছানা'য় শুয়ে আছে। তবু ত আমি বুকে ছুরি বিঁধিয়ে মরি নি।

শাহ আলম। এর পরেও বাঁচতে সাধ হয়?

রোশেনারা। আমি মরে গেলে তোমায় কে দেখবে?

শাহ আলম। ছুরি আছে তোমার কাছে? আমায় দাও বেগম আগে তোমার বুকে বিঁধিয়ে দিই, তারপর নিজের বুকে—

রোশেনারা। না জনাব। আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। সিন্ধের হাতে আকবর বন্দী হবে, গোলাম কাদের বন্দী হবে। যে দুটো শয়তান আমাদের ছেলেকে পেট ভরে খেতে দেয় নি, কুকুরের মত গুলি করে মেরেছে, তাদের মৃত্যু না দেখে আমরা মরব না।

শাহ আলম। কবে আসবে সে শুভদিন? আকবর, গোলাম কাদের—

রোশেনারা। চুপ কর, কে যেন কাঁদছে। সরে এস। [উভয়ের একান্তে অবস্থান]

মেহেদী। তুমি ত জান, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি না। কত খুঁজেছি, কত কেঁদেছি, কেউ আমায় তোমার কাছে যেতে দেয় নি। আমি পা টিপে না দিলে তোমার যে ঘুম হয় না। আমি এসেছি প্রভু, কবরের দোর খোল।

রোশেনারা। কে রে, মেহেদি?

মেহেদী। কে? বেগমসাহেবা? জাঁহাপনা? সরে যাও, কবরের মাটি ছুঁয়ো না বলছি। [উঠিয়া দাঁড়াইল]

রোশেনারা। কেন মেহেদি?

মেহেদী। কেন? তোমরা খুনী, তোমরা ডাকাত, মানুষের প্রাণ

নিয়ে তোমরা ছিনিমিনি খেলেছ? মানুষগুলোকে ঘুঁটি সাজিয়ে তোমরা দাবা খেলেছ। ছোটলোক ইতর তোমরা, তোমাদেরই পাপের ফলে এমন একটা মানুষ অকালে মরে গেল।

শাহ আলম। সত্য মেহেদী, আমরাই তোমার মনিবকে খুন করেছি। বেইমানের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে আমিই তার মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করেছি। আমার বুকে তুই ছুরি বসিয়ে দে মেহেদী। চোখে দৃষ্টি নেই বাইরে বেরুবার উপায় নেই। দিল্লীর বাদশা আমি, বেগমদের নিয়ে আজ মুষিকের মত নির্জ্জন কক্ষে আত্মগোপন করেছি। মুক্তির আশ্বাদ যে দিয়ে গেল, সে আর এল না। হয়ত এখনি আমাদের বন্দী করতে আসবে। বেগমরা পণ্যদ্রব্যের মত ক্রীতদাসীর হাটে বিকিয়ে যাবে। এ কথা শোনবার আগে তুই আমায় হোসেনের পাশে ঘুম পাড়িয়ে রাখ!

মেহেদী। জাঁহাপনা!

রোশেনারা। মেহেদি, কোহিনূরকে দেখেছিস?

মেহেদী। না।

রোশেনারা। হয়ত কেঁদে কেঁদে মরে গেছে। বাহাদুরও হয়ত মরেছে। যাক, সব যাক। মেহেদি, গাছে কি ফল আছে বাবা? দুটো পেড়ে নিয়ে আসতে পারিস? বাদশা আজ দুদিন অনাহারী। কিরে মেহেদি, তোর পা টলছে কেন?

মেহেদী। বেগমসাহেবা, আমি আজ দশ দিন কিছু খাই নি।

শাহ আলম। দশ দিন! কেন?

মেহেদী। শাহাজাদাকে বের করে আনবার জন্য ফাঁদ পেতে ছিলুম, বেরুবার অবসর পাই নি। কাজ গুছিয়ে এনেছিলুম,—শেষ রক্ষা হল না।

রোশেনারা। মেহেদি, দেশবাসীর কাছে অশেষ ঋণে ঋণী আমরা। মসনদ যদি ফিরে পাওয়া যায়, সবারই ঋণ আমরা পরিশোধ করব, কিন্তু তোর ঋণ কখনও শেষ হবে না।

খোদাবক্স। [নেপথ্যে] জাঁহাপনা এখানে? জাঁহাপনা!

শাহ আলম। কে ডাকছে বেগম? গোলাম কাদের এল বুঝি? ছুরিটা দাও, শীগ্‌গির ছুরিটা দাও। মেহেদি, শক্ত হয়ে দাঁড়া মেহেদি, গোলাম কাদের আসবার আগেই আমাদের দুজনের বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দে বাবা।

খোদাবক্সের প্রবেশ।

খোদাবক্স। জাঁহাপনা, বেগমসাহেবা,—

শাহ আলম। গোলাম কাদের!

মেহেদী। গোলাম কাদের নয় জাঁহাপনা। এ তার পিতা।

শাহ আলম। খোদাবক্স?

খোদাবক্স। হ্যাঁ জনাব। আমি জানি, এমন সময় আপনারা এখানেই আসবেন।

রোশেনারা। কেন এসেছ খোদাবক্স?

খোদাবক্স। তিন মাসের মাইনে বাকি পড়েছে বেগমসাহেবা, আর ত আমি ফেলে রাখতে পারি না।

রোশেনারা। আমাদের আর কিছুই নেই খোদাবক্স।

খোদাবক্স। সবই আছে মা। শুধু একজনই জন্মের মত চলে গেছে। আসুন, বাইরে ওরা সব তাঞ্জাম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শাহ আলম। তাঞ্জাম! তুমি কি আমাদের গোলাম কাদেরের কাছে নিয়ে যেতে এসেছ?

খোদাবক্স। গোলাম কাদের বন্দী।

সকলে। বন্দী!

খোদাবক্স। গোলাম কাদের, আলমামুন, সব বন্দী। যুদ্ধে আপনার জয় হয়েছে জাঁহাপনা।

শাহ্ আলম। জয় হয়েছ? আমার? তুমি দেখে এসেছ?

খোদাবক্স। শুধু দেখে এলুম? গোটা বাড়ীটা আমি আর নসীবন ঝেঁটিয়ে ধুয়ে দিয়ে এলুম না। সে দেয় ঝাঁটা, আমি ঢালি জল, সে কি ধূলো—বাড়ীটায় যেন ভূতের কেত্তন হয়েছে।

শাহ্ আলম। আজব দুনিয়া বেগম। ছেলে বন্দী, আর তার বাপ-মা আমার জয়-উল্লাসে মেতে উঠেছে।

রোশেনারা। অশেষ দুঃখ পেয়ে অনেক শিক্ষা পেয়েছি খোদাবক্স। এ শিক্ষা জীবনে কখনও ভুলব না। বিধর্ম্মী সিন্ধে শত্রুতা ভুলে গিয়ে আমাদের জন্য প্রাণ দিতে ছুটে এল। ভৃত্য মেহেদী প্রভুর জন্য মৃত্যুর অর্দ্ধপথে, আর তুমি, সামান্য একটা ভিস্তিওয়ালা, তুমি আমাদেরই কারাগারে নিজের ছেলেকে দেখেও আমাদের সেলাম জানাতে এসেছ। ধর্ম্ম আর জাত দিয়ে মানুষের পরিচয় হয় না, মানুষের পরিচয় হয় তার প্রাণটা দিয়ে।

খোদাবক্স। আসুন জনাব। সিন্ধে আপনার পথ চেয়ে বসে আছেন।

শাহ্ আলম। ফিরে যাও ভাই, সিন্ধেকে বলো, সিংহাসন তাঁরই প্রাপ্য, আমাদের নয়। আমরা আর প্রাসাদে যাব না খোদাবক্স। হোসেন এখানে ঘুমিয়ে রইল, আমরা এখানেই থাকব—যে কটা দিন আছি, সামান্য কিছু মাসিক বৃত্তি পেলেই আমাদের চলে যাবে।

খোদাবক্স। তা হয় না জনাব। আপনার কাছে যখন কিছুই নেই, তখন বাদশাহী আপনাকে নিতেই হবে।

রোশেনারা। কেন?

খোদাবক্স। নইলে আমার মাইনে দেবেন কোত্থেকে?

শাহ্ আলম। আজব দুনিয়া!

খোদাবক্স। আসুন। আর সব বেগমরা তাঞ্জামে উঠেছেন। এই যে জনাব, আমার হাত ধরুন। মা, তুমি এ হাতটা ধর, নইলে অন্ধকারে পথ পাবে না। কি হল? চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন যে? ধমক না দিলে কথা গ্রাহ্য হয় না বুঝি? আসুন বলছি।

শাহ্ আলম। মেহেদী কোথায়?

রোশেনারা। মেহেদী! এ কি কবরের ওপর শুয়ে আছিস কেন বাপ? ওরে, সে আর কথা বলবে না। আয় যাদু, আয়। হোসেন গেছে, তুই আমার ছেলে; তোকে বুকে করেই আমি তাকে ভুলব।

মেহেদী। মা, তোমরা চলে যাও; আমি মনিবকে ফেলে যাব না।

খোদাবক্স। আয় না ছোঁড়া।

মেহেদী। চাচা, আমার মানবের ঘরে আর কাউকে থাকতে দিও না। দুবেলা তার ঘরে খানা রেখে যেও। বড় ক্ষিধে নিয়ে মরেছে, জানলে?

সকলে। মেহেদি!

রোশেনারা। ওগো, দেখ দেখ, ছেলেটা হাঁপাচ্ছে। দশ দিন খায় নি। খোদাবক্স, ওকে কিছু খেতে দিতে পার? আর কিছু না হোক, একটু জল।

খোদাবক্স। কাকে আর জল দেবে মা? মেহেদী তার মনিবের কাছে চলে যাচ্ছে।

রোশেনারা। মেহেদি!

মেহেদী। দোর খুলেছে মা, আমি যাই। [মৃত্যু]

শাহ আলম। মরে গেল বেগম? মেহেদী মরে গেল? যাবেই ত। ছোটলোকের ছেলে কিনা। এ ত আর বাদশার ছেলে আকবর নয়, যে দুধ খেয়ে বিষ উগরে দেবে।

রোশেনারা। ওঃ, আর কত দুঃখ দেবে খোদা?

শাহ আলম। জান খোদাবক্স, এই মেহেদী যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য একটি আধুলী চাঁদা দিয়েছিল। আমি নিজের হাতে ওকে ওর মনিবের পাশে কবর দেব। আগে সবাইকে দেখিয়ে আনি, তার-পর—তারপর। [মৃতদেহ তুলিয়া লইলেন] খোদা, এইটুকু ছেলে, একেও তুমি বাঁচতে দিলে না? আমরা কি এতই অপরাধী?

[খোদাবক্স একহাতে বাদশাকে অন্য হাতে বেগমকে ধরিল।]

[সকলের প্রস্থান।

—:০:—

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য

দরবার।

[নেপথ্যে সৈন্যগণ—মহাদাজি সিন্ধিয়ার জয়।]

সিন্ধিয়ার প্রবেশ।

সিন্ধিয়া। আমার জয়ধ্বনি নয়। বল মোগল, বল মারাঠা, জয় দিল্লীশ্বর দ্বিতীয় শাহ আলমের জয়। মশালচি, মশাল জ্বাল; নকিব তৈরি থাক, বাহাদুর, প্রাসাদশীর্ষে মোগলের পতাকা উড়িয়ে দাও। রক্ষি, প্রহরি, সৈন্যগণ, বাদশার আগমন পথে সারবন্দী হয়ে দাঁড়াও।

কোহিনূরের প্রবেশ।

কোহিনূর। মহাদাজি সিন্ধিয়া!

সিন্ধিয়া। এস মা, এস। অনেক দুঃখ পেয়েছ তুমি, আজ সব দুঃখের অবসান। চোখের জল মুছে ফেল মা। আজ যে তোমার কাঁদতে নেই।

কোহিনূর। ছোড়দার কবর নির্ব্বিঘ্নে হয়েছে সিন্ধিয়া? গোলাম কাদের বাধা দেয় নি?

সিন্ধিয়া। বাধা দেবে কি শাহাজাদি? শাহাজাদার সমাধির জন্য সেই প্রথম যুদ্ধবিরতির কথা বললে। শাহাজাদার কবরে সবার আগে গোলাম কাদেরই মাটি দিয়েছে। তার চোখের জলে কবরের মাটি ভিজে গিয়েছিল শাহাজাদি।

কোহিনূর। আমাকে একবার দেখতেও দিলে না?

সিন্ধিয়া। ক্ষমা কর। গোলাম কাদেরকে আমি বিশ্বাস করতে পারি নি; তাই তোমাকে লুকিয়ে রেখেছিলুম। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে, গোলাম কাদের রূপমুগ্ধ হলেও পশু নয়।

কোহিনূর। এবার তুমি চলে যাও সিন্ধিয়া।

সিন্ধিয়া। এখনও যে বাদশাকে সিংহাসনে বসাই নি।

কোহিনূর। সিংহাসনে বসে বাদশা শুধু এদেরই বিচার করবেন না, তোমারও বিচার করবেন। তিনি তোমায় প্রাণদণ্ড দিয়েই রেখেছেন।

সিন্ধিয়া। প্রাণদণ্ডটা নিয়েই যাই। এতবড় যুদ্ধটা জয় করলুম, শুধু হাতেই ফিরে যাব?

কোহিনূর। শাহজাদীর এই বহুমূল্য হীরার কণ্ঠী নিয়ে যাও। ছোড়দা সবার সব গহনা নিয়েছিল, আমার সব নেয় নি।

সিন্ধিয়া। এই কণ্ঠী ইচ্ছে করলে আমি চার বছর আগেই নিতে পারতুম।

কোহিনূর। সে কি?

সিন্ধিয়া। তোমার এই হীরককণ্ঠী আহরণ করতে দস্যু সিন্ধিয়া একদিন রাত্রে তোমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেছিল।

কোহিনূর। তুমি!

সিন্ধিয়া। হ্যাঁ শাহজাদি। আমি এসেছিলুম। কিন্তু কিছু নিয়ে যাই নি। কেন জানিস মা। তোর মুখে প্রতিফলিত দেখলুম আর একটি নারীর মুখ, যাকে আমি সতের বছর সন্ধান করেছি। সে তোর মা। তাকে হারিয়েই আমি দস্যু সেজেছি। বাদশা যদি তাকে জোর করে এনে তোর পিতার সঙ্গে বিবাহ না দিতেন, তাহলে দস্যু সিন্ধে হত মহামানব সিন্ধে।

কোহিনূর। জাফরের কাছে সব শুনেছি আমি।

সিদ্ধিয়া। জাফর! কোথায় সে?

কোহিনূর। প্রতিশোধ নিয়েই সে আত্মহত্যা করেছে।

সিদ্ধিয়া। তোমার মাকে তোমার মনে আছে?

কোহিনূর। না সিদ্ধিয়া।

সিদ্ধিয়া। দেখবে মা? দেখবে তোমার জননীকে? এই দেখ, সতের বছর এই ছবি আমি বুকে করে রেখেছি। [চিত্র প্রদান]

কোহিনূর। এ ত আমার ছবি।

সিদ্ধিয়া। সেও এমনি ছিল।

কোহিনূর। মহাদাজি সিদ্ধিয়া!

সিদ্ধিয়া। মা!

কোহিনূর। আমার মা পরস্ত্রী; তাঁর ছবি বুকে করে রাখার কোন অধিকার তোমার নেই।

সিদ্ধিয়া। নেই! শুধু একটা ছবি, তাও আমি কাছে রাখতে পাব না? তবে আমি কি করব বলে দাও।

কোহিনূর। এই ছবির সঙ্গে মহাদাজি সিদ্ধিয়ার দস্যুতারও অবসান হোক। [ছবি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন]

সিদ্ধিয়া। কোহিনূর—

কোহিনূর। জেগে ওঠ তুমি মহামানব সিদ্ধিয়া। অসার নারীর রূপ ভুলে গিয়ে তুমি তোমার জন্মভূমির শ্যামল-রূপ ধ্যান কর। তোমার অপরিমেয় শক্তি দিয়ে ভারতের মাটিতে তুমি বেহেস্ত রচনা কর। [নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় দিল্লীশ্বর দ্বিতীয় শাহ আলমের জয়।]

শাহ আলমের প্রবেশ।

কোহিনূর। [ছুটিয়া গিয়া তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল] বাবা!

শাহ্ আলম। কে? কোহিনূর? আছিস মা? বেঁচে আছিস তুই? গোলাম কাদের তোকে বন্দী করে নি? জোর করে বিবাহ করে নি?

কোহিনূর। না বাবা।

শাহ্ আলম। প্রাসাদটা আছে, সিংহাসনটা আছে মা?

কোহিনূর। সব ঠিক আছে বাবা; নেই শুধু একটা মানুষ যে এই বাদশাহী বংশটাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসত।

শাহ্ আলম। কাঁদিস নে মা। সে বড় সুখে ঘুমিয়ে আছে তার পাশে মেহেদীকেও কবর দিয়ে এসেছি।

কোহিনূর। মেহেদীও নেই বাবা? কে মারলে মেহেদীকে?

শাহ্ আলম। কেউ মারে নি। যার নুন খেয়েছিল, সেই তাকে ডেকে নিয়েছে। দশদিন সে দানাপানি মুখে দেয় নি। আজব দুনিয়া কোহিনুব। ভাই তাকে খেতে দিলে না, আর একটা নফর তার জন্যে না খেয়ে মরে গেল। এ দুঃখ আমি কাকে বোঝাব? কে বুঝবে আমার বাইরেও অন্ধকার, ভেতরেও অন্ধকার।

সিন্ধিয়া। মহাদাজি সিন্ধিয়ার অভিবাদন গ্রহণ করুন সম্রাট।

শাহ্ আলম। কে কথা বলছে কোহিনূর?

কোহিনূর। মহাদাজি সিন্ধিয়া।

শাহ্ আলম। কাছে এস সিন্ধিয়া। তোমার মত শত্রুও আমার কেউ নেই, এতবড বন্ধুও কেউ নেই। তুমি আমায় নিরন্তর লুণ্ঠনে শক্তিহীন করেছ, তুমিই আমার মানমর্য্যাদা শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করেছ। আমার চোখ দুটো গেছে, তাতে আমার দুঃখ নেই, হোসেনকে হারিয়েছি, তাও একদিন ভুলে যাব; কিন্তু তুমি আমার কোহিনূরকে রক্ষা করেছ, এ উপকার আমি ভুলব না।

সিদ্ধিয়া। সিংহাসনে বসুন জাঁহাপনা। বন্দীদের বিচার করতে হবে। প্রহরি! নিয়ে এস—বন্দী আকবর।

প্রহরী বন্দী আকবরকে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।

শাহ আলম। আকবর! বেইমান আকবর বন্দী! অস্ত্র আছে সিদ্ধিয়া? গুলি নয়, তরবারি! আমি একটু একটু করে নেমকহারামের বুকে বিঁধিয়ে দেব। সে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করবে, তুই হাততালি দিস কোহিনূর। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে, তুই সেই রক্ত তুলে নিয়ে হোসেনের কবর রাঙিয়ে দিবি। নারীর মমতা ভুলে যা। ভাইয়ের স্নেহ ভুলে যা। হোসেনকে গুলি করেছে, না খাইয়ে মেরেছে। পারবিনে তার মৃত্যু সইতে?

কোহিনূর। পারব বাবা। তুমি শক্ত করে তরবারি ধর। বেইমান এসে তোমার সামনে দাঁড়িয়েছে।

শাহ আলম। এসেছে? আকবর এসেছে? কই, কোথায় সে নেমকহারাম?

আকবর। পিতা!

কোহিনূর। চুপ শয়তান। কে তোমার পিতা? তুমি জানোয়ার, মানুষের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই।

আকবর। জাঁহাপনা!

শাহ আলম। কি, ক্ষমা? এতবড় অপরাধের ক্ষমা!

আকবর। ক্ষমার অযোগ্য আমি, ক্ষমা আমি চাই না। আমার শুধু এইমাত্র প্রার্থনা,—এই মুহূর্তেই আমায় হত্যা করুন। [পদতলে পতন]

কোহিনূর। বাবা,—

সিদ্ধিয়া। জাঁহাপনা,—

শাহ আলম। [illegible] প্রবেশ কর কুলাঙ্গার! [তরবারি দ্বারা আকবরকে স্পর্শ করিলেন]

কোহিনুর। কাঁপছ কেন বাবা?

সিন্ধিয়া। কিসের মমতা? আপনার এই কুলাঙ্গার পুত্র ভাইকে গুলি করে মেরেছে। একে বাঁচিয়ে রাখলে আপনাদের সবাইকে হত্যা করবে।

আকবর। আমি হত্যা করি নি সিন্ধে। তাকে গুলি করেছে শয়তান গোলাম কাদের, আমি সেই একচক্ষু শয়তানকে হত্যা করে হোসেনকে রক্ষা করতেই চেয়েছিলুম। আমার ক্ষমাশীল ভাই উভয়ের গুলি একাই গ্রহণ করলেন।

শাহ আলম। এ কথা সত্য?

কোহিনুর। না বাবা, নেমকহারামের কথায় বিশ্বাস করো না।

শাহ আলম। হোসেনকে কারাগারে অনাহারে রাখতে কে হুকুম দিয়েছিল?

আকবর। গোলাম কাদের।

সিন্ধিয়া। বটে! তাঁকে বন্দীও বোধহয় গোলাম কাদেরই করেছিল?

আকবর। না, আমি বন্দী না হলে সেইদিনই তার মৃত্যু হত।

কোহিনুর। দশ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে পুতুলের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিলে কেন?

আকবর। সিন্ধের অপেক্ষায়। আমি জানি সে আসবে। তার আগেই সমস্ত সৈন্য ক্ষয় করা আমি সঙ্গত মনে করি নি।

শাহ আলম। তুমি গোলাম কাদেরের সঙ্গে সন্ধি কর নি?

আকবর। না।

কোহিনুর। তুমি মিথ্যাবাদী।

আকবর। আমি জানি, সংসারে এই পরিচয়ই আমার থাকা। তাতে আমার দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু এই, যে পিতাও আমায় ভুল বুঝেছেন। আমি সন্ধি করব কেন পিতা? মসনদের জন্য? আমি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র, মসনদের অধিকার ত আমারই। সিন্ধে যখন সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তখন তুচ্ছ গোলাম কাদেরকেই বা ভয় করব কেন?

শাহ আলম। এ কি বলছে কোহিনূর?

কোহিনূর। বিশ্বাস করো না বাবা, বিঁধিয়ে দাও তরবারি। তুমি না পার, আমাকে দাও।

আকবর। না পিতা, আমি আপনার হাতেই মরতে চাই। হোসেনের শোচনীয় মৃত্যু আমার বুক ভেঙে দিয়েছে। আমায় শাস্তি দিন পিতা, শাস্তি দিন। [পদতলে পতন]

সিন্ধিয়া। সম্রাট!

শাহ আলম। দেখ ত সিন্ধে। আমার পায়ের তলায় চোখের জলের নদী বইছে নাকি? বাঁধন খুলে দে কোহিনূর, ওরে বাঁধন খুলে দে।

কোহিনূর। বাবা,—

সিন্ধিয়া। প্রতারণায় ভুলে যাবেন না সম্রাট। গোলাম কাদেরকে বরং ক্ষমা করা যায়, তবু ওকে নয়।

শাহ আলম। তোমার যদি পুত্র থাকত সিন্ধে, আর সে যদি এমনি করে পায়ের উপর অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিয়ে মৃত্যু কামনা করত, তাহলে তুমি আমারই মত গলে যেতে সিন্ধে। দেখ কোহিনূর দেখ, হোসেন বুঝি আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কি বলছে জানিস?—"বাবা ভাইকে মুক্তি দাও।" [আকবরের বন্ধন খুলিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন] আঃ—খোদা, এত আমি অপরাধী, তবু ত আমার

শ নাও নি। তুই চলে যা আকবর। আমি মরে গেলে ফিরে আসিস, তার আগে নয়। যা—যা—

কোহিনূর। কি করলে বাবা? বেইমানকে—

[আকবর কোহিনূরের গালে ঠাস করিয়া এক চড় বসাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।]

শাহ আলম। কি হল?

সিন্ধিয়া। ভারতের স্বাধীনতার সমাধি রচনা হল।

প্রহরীসহ বন্দী গোলাম কাদের ও আলমামুনের প্রবেশ।

[প্রহরীর প্রস্থান।

শাহ আলম। কে এল কোহিনূর?

কোহিনূর। বন্দী গোলাম কাদের আর—

সিন্ধিয়া। আর আলমামুন।

শাহ আলম। এখনও এদের বাঁচিয়ে রেখেছ? হত্যা করতে পার নি? গুলি কর, গুলি কর। এদেরই জন্য আজ আমি অন্ধ, এদেরই জন্য আমি পুত্রহীন।

সিন্ধিয়া। সম্রাট, আমার একটা কথা ছিল।

শাহ আলম। তোমার সহস্র কথা শুনব সিন্ধে, আগে এদের গুলি কর। হোসেনের রক্ত যেখানে পড়েছে, সেইখানে এদের তিনজনের রক্তের স্রোত বইয়ে দাও।

কোহিনূর। বাবা!

শাহ আলম। কি কোহিনূর? তোর গলাটা কাঁপছে যে?

কোহিনূর। অপরাধী গোলাম কাদের। আর সবাই হুকুমের গোলাম। তাদের কোন দোষ নেই বাবা।

শাহ আলম। শুনছ সিন্ধে, মেয়েটা কি বলছে শুনছ?

সিন্ধিয়া। কোহিনূর ঠিকই বলেছে জাঁহাপনা। আলমামুন একজন বিখ্যাত বীর—বিশেষতঃ সে আপনাদেরই বংশধর। একে মুক্তি দিলেও হয়, কি বল মা?

কোহিনূর। তা দিলেও হয়।

শাহ আলম। তুমি কি বলছ সিন্ধে?

সিন্ধিয়া। চোখ থাকলে আপনিও এই কথাই বলতেন।

শাহ আলম। তার অর্থ?

সিন্ধিয়া। অর্থ এই যে আলমামুন যদি মরে, শাহাজাদীও মরবে। সুতরাং আমি আপনার অনিচ্ছাসত্ত্বেও একে মুক্তি দিলুম। ইচ্ছা হয়, আমাকে দণ্ড দিন, তাব আগে শাহাজাদা হোসেনের শেষ ইচ্ছা আপনি পূর্ণ করুন জাঁহাপনা। দিল্লী ত্যাগ করবার পূর্ব্বেই আমি দেখে যাই যে মহানুভব শাহাজাদার শেষ আদেশ আমি অমান্য করিনি। [শাহ আলমের একহাতে কোহিনূরকে ও অন্যহাতে আলমামুনকে তুলিয়া দিলেন।]

শাহ আলম। হোসেন বলেছে? হোসেন? তবে আর কোন কথা নেই সিন্ধে। আলমামুন, তোমায় মুক্তি দিলুম, কোহিনূরও দিলুম। [উভয়ের হাত যুক্ত করিলেন]

আলমামুন। সে কি? আমার প্রভু যাকে পত্নীরূপে কল্পনা করেছিলেন, তাকে বিবাহ করব আমি! না সম্রাট, আপনার এ দান ফিরিয়ে নিন। আমি মুক্তিও চাই না, কোহিনূরও চাই না।

গোলাম। আমি চাই আলমামুন। আমি জানি, তুমিই এ দানের যোগ্য পাত্র। আরও জানি, যার ভাবনায় তোমার চোখে ঘুম ছিল না, তার প্রাণটাও তোমারই জন্য পাগল। পত্নীরূপে শাহাজাদীকে আমি কখনও কল্পনাও করি নি। যে কোহিনূর আমি হারিয়েছি,

তার কাছে এ তুচ্ছ। 'আমি ছোটলোক ভিস্তিওয়ালার ছেলে, আমার কোহিনূর কুঁড়ে ঘরে জন্মায়, বাদশার ঘরে নয়।

শাহ আলম। তবে কেন এ যুদ্ধ বাধালে ?

গোলাম। আজ আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। দশ বছর পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন দিল্লীর বাদশার গলা টিপে ধরবে, তখন হে স্বপ্নবিলাসি বাদশা, তখন বুঝবেন কি চেয়েছিল গোলাম কাদের।

শাহ আলম। কি চেয়েছিলে তুমি ?

গোলাম। আলমামুন সব জানে। যাও ভগ্নি, তোমার বিবাহে আমি রোহিলখণ্ড যৌতুক দিলুম। ভগবান তোমাদের সুখী করুন।

আলমামুন। জাঁহাপনা,—

গোলাম। আলমামুন, আমার একটা কথা স্মরণ রেখো, রাজার জন্য প্রজা নয়, প্রজার জন্যই রাজা।

আলমামুন। আপনাকে এ অবস্থায় রেখে আমি কোথাও যাব না। আমি চাই না কোহিনূর, চাই না রাজত্ব।

সিন্ধিয়া। বাদশার দান তুমি উপেক্ষা কর নির্বোধ ?

আলমামুন। আমার বাদশা শাহ আলম নন, আমার বাদশা গোলাম কাদের।

গোলাম। 'তোমার' বাদশাই তোমায় আদেশ দিচ্ছেন, এই মুহূর্তেই তুমি প্রাসাদ ত্যাগ কর।

আলমামুন। জনাব।

গোলাম। আলমামুন, যাও আলমামুন, শাহাজাদার কবর থেকে একটু মাটি আমার দেশে নিয়ে যাও। তাঁর কবরের মাটি বক্ষে ধারণ করে রোহিলখণ্ড ধন্য হোক।

আলমামুন। এস কোহিনূর !

কোহিনূর। বাবা, আমি গেলে কে তোমায় দেখবে বাবা?

শাহ আলম। যিনি সব দেখেন, তিনিই দেখবেন। তুমি যাও তুমি সুখী হও, আমার আর কটা দিন? ও চলে যাবে। আলমামুন কোহিনূর আমার মা-বাপ মরা মেয়ে, ওকে তুমি অনাদর কর না। আচ্ছা,—যাও এবার।

[কোহিনূর সহ আলমামুনের প্রস্থান

সিন্ধিয়া। বসুন শাহানশা, আপনার পরমশত্রু গোলাম কাদেরের বিচার করুন। [সিংহাসনে বসাইলেন]

শাহ আলম। যা হয় তুমি কর। আমি একটু বিশ্রাম করব।

সিন্ধিয়া। গোলাম কাদের!

গোলাম। বল সিন্ধে।

সিন্ধিয়া। কিছু বলবার আছে তোমার?

গোলাম। না।

সিন্ধিয়া। একচক্ষু শয়তান, তুমি শাহাজাদাকে গুলি করেছ।

গোলাম। মিথ্যা কথা।

সিন্ধিয়া। কোহিনূরের অমর্য্যাদা করেছ,—

গোলাম। না, করি নি।

সিন্ধিয়া। বাদশার চোখ দুটো উপড়ে নিয়েছ।

গোলাম। বাদশাকে জিজ্ঞাসা কর ত সিন্ধে, আমার এ চোখে ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়েছিল কে?—কি অপরাধে? বালক আমি, খেলার ছলে পরিহাস করে বলেছিলুম, আমি বাদশার জামাই হব। এই-জন্য একটা অসহায় শিশুর চোখ যে নষ্ট করে দিতে পারে, প্রজার রক্তশোষণ করে সে যদি বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, তার চোখ উপড়ে নেওয়া কি এতই অন্যায়?

সিন্ধিয়া। বাদশা তোমার একটা চোখ নষ্ট করেছেন, আমি তোমার আর একটা চোখ উপড়ে নেব।

গোলাম। অস্ত্র দাও, আমি নিজেই উপড়ে দিচ্ছি।

সিন্ধিয়া। গোলাম কাদের!

গোলাম। সিন্ধে, তুমি মনে কচ্ছ তোমার পরমশত্রু এই বিধর্ম্মী শাহ আলমকে মসনদে বসিয়ে বড় মহত্ত্ব দেখালে। তুমি জান না নির্ব্বোধ, দেশের কি সর্ব্বনাশ তুমি ডেকে আনলে। আমি বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলতে চেয়েছিলুম, তুমিই গোড়ায় জল ঢেলে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছ। যদি কণ থাকত, আমার সঙ্গে তুমিও শুনতে পেতে, গোটা ভারতে ইংরেজ বেণিয়ার "রুল ব্রিটানিয়া" বাজনা বেজে উঠেছে।

সিন্ধিয়া। গোলাম কাদের, আমি তোমায় মৃত্যু দণ্ড দিলুম।

গোলাম। তুমি দণ্ড দেবার কে? আমার দণ্ড খোদাই দিয়ে রেখেছেন। আমার শিবিরের মধ্যে আমি আমার কবর খুঁড়ে রেখে এসেছি। আমি জানি, আজ আমার মৃত্যু। তোমার হাতে নয়, সম্রাটের হাতেও নয়।

[নেপথ্যে—কে বলিল - আমার হাতে।]

সিন্ধিয়া। কে?

নসীবনের প্রবেশ।

নসীবন। ওগো, কে আছ তোমরা? পাগলী মেয়েটাকে ধর। কাদের, ওরে কাদের,—

খোদাবক্সের প্রবেশ।

খোদাবক্স। জাঁহাপনা, মেহেরবান, দোহাই আপনার, কাদেরকে মাফ করুন। [পদতলে পতন]

শাহ আলম। খোদাবক্স!

নসীবন। যত শাস্তি দিতে হয় আমাদের দিন জনাব, ওর প্রাণটা ভিক্ষে দিন।

খোদাবক্স। পুত্রশোকের জ্বালা আপনি তো জানেন। যে জ্বালায় আপনি নিজে জ্বলছেন, সে জ্বালা আর আমাদের দেবেন না মেহেরবান।

শাহ আলম। বড় জ্বালা, পুত্রশোকে বড় জ্বালা। সিন্ধে বাঁধন খুলে দাও।

সিন্ধিয়া। দিল্লীশ্বরের জয় হোক। [গোলাম কাদেরকে মুক্তিদান]

খোদাবক্স। চল বাপজান, আমরা এখান থেকেই মক্কায় চলে যাই।

গোলাম। দেখ বাবা, দেখ, একটা তারা ছুটে আসছে। চার বছর আগে আমি একটা ঢিল ছুঁড়েছিলুম। সেই ঢিলেই তারার বোঁটা ছিঁড়ে গেছে। এল—এল, ওই এল।

বাঁদীর প্রবেশ ও গোলাম কাদেরকে গুলিকরণ।

সকলে। কে? কে?

বাঁদী। আমি—মুচির মেয়ে; ভয় কি? ক্ষতস্থান আমি সেলাই করে দেব। হাঃ হাঃ-হাঃ।

খোদাবক্স। হামিদা!

বাঁদী। বাবা,—

নসীবন। কি করলি মা?

[পিতামাতার কোলে গোলাম কাদের শুইয়াছিলেন।]

গোলাম। ঠিকই করেছে মা। এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। শাহ আলম, মহাদাজি সিন্ধিয়া, এই আমার কোহিনূর। আমি ভুল করে ওকে হারিয়েছি। হামিদা সামনে এস। কেঁদ না! তুমি

আমায় মেরে বাঁচিয়েছ। আমি জেনে গেলুম, তুমি কাফিরনী নও। মুসলমানের পুনর্জন্ম নেই। যদি থাকত, আমি খোদার কাছে এই প্রার্থনা নিয়ে যেতুম, পরজন্মে যেন তোমাকে পাই।

সিন্ধিয়া। কাদের,—

গোলাম। বিদায় সিন্ধে। বাবা, মা, আমি কবর খুঁড়ে রেখে এসেছি। আমায় যত শীঘ্র পার, মাটি চাপা দাও। ওই শোন, আবার "রুল ব্রিটানিয়া" বাদ্য বাজছে। খোদা, খোদা, সোনার ভারত রইল তুমি দেখো। [পিতামাতাসহ প্রস্থান।

শাহ্ আলম। সিংহাসন নাও সিন্ধিয়া। এ সিংহাসন আমার নয়, তোমার।

সিন্ধিয়া। না সম্রাট, সিন্ধে দস্যু, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নয়। আমি গলা বাড়িয়ে দিয়েছি, আমার প্রাপ্য দণ্ড আমায় দিন।

শাহ্ আলম। তোমায় এই দণ্ড দিলুম সিন্ধে, আজ হতে তুমি বাদশার ভাই। [আলিঙ্গন] ভারতের হিন্দু-মুসলমান এমনি করেই একসূত্রে গ্রথিত হোক।

বাঁদী। আমি কি করব? ওগো, আমি কি করব? খোদা খোদা, মৃত্যু দাও—আমায় মৃত্যু দাও।

সিন্ধিয়া। আসুন সম্রাট, পরলোকগত বীরের সদ্গতির জন্য আমরা প্রার্থনা করি।

শাহ আলম। খোদা,—

সিন্ধিয়া। ভগবান,—

উভয়ে। অভাগাকে শান্তি দাও।

[সকলের প্রস্থান।

—যবনিকা—

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটকাবলী—

বাংলার বাঘ—পালাসম্রাট ব্রজেন দের আর একটি অনবদ্য নাট্যাবদান। অম্বিকা নাট্য কোম্পানিতে অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। যশোর নগর ধাম প্রতাপ-আদিত্য নাম, মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ কুলে কবি যাঁর প্রশস্তি গেয়েছেন, সেই বজ্রকঠিন বাঙালীর জীবন কাহিনীর এ এক বিস্ময়কর নাট্যরূপ। আত্মবিস্মৃত জাতির অনাদরে হারিয়ে গেছে যারা, সেই প্রতাপ, সূর্য্যকান্ত, শঙ্কর, কামাল আর রডা আবার প্রাণ পেয়েছে পালাকারের নিপুণ তুলিকায়। বসন্ত রায়ের স্নেহের অমীয় ধারা, রাজকন্যা বিভার অশ্রুর বন্যা, জয়নালের মহত্ব, এনায়েৎ খাঁ,গোবিন্দ রায়ের চক্রান্ত যদি চোখের উপর দেখতে চান, অভিমানী রামচন্দ্রের অনু-তাপের অশ্রুজলে যদি অবগাহন করতে ইচ্ছা হয়,পাঠ করুন পালাসাহিত্যের কোহিনূর এই বাংলার বাঘ। দাম ৫·০০ টাকা।

অরুণ বরুণ কিরণমালা—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতার সু-প্রসিদ্ধ যাত্রা সংস্থা কালিকা নাট্য কো[illegible]ানির অভিনব নাট্য নৈবেদ্য। ঐতিহাসিক নাটক। অরুণ—বুর্জ্জোয়া বুনিয়াদী পরিবারের রূপবান যুবক রূপ লালসার পূজারী। বরুণ—মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দ্বিধাবিভক্ত আদর্শের অক্ষম তন্ত্রধারক। কিরণমালা--দরিদ্র সংসারে অভাবের বেদীমূলে সুশোভণা রূপপ্রতিমা। যুগ যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত সমাজের তিনটি কোন থেকে তিনটি মানুষের জীবনের পদাবলী। শ্বেতমানব জনসন রবার্টের চক্রান্তে মেহেরপুরের মাটিতে শুরু হল ভুলের আবাদ সোচ্চারকণ্ঠে প্রতিবাদ করল সমাজসেবক রাখাল চাটুয্যে। মিছিল নিয়ে এগিয়ে এল কলমীলতা। কেমন করে গর্জ্জে উঠল শান্ত পল্লীর শান্ত মানুষ কৈলাস? কে সাজাল নিষ্ঠাবান সত্যাশ্রয়ী আদিনাথকে মিথ্যাবাদী, শঠ, প্রবঞ্চক। স্বার্থপর সদানন্দ শিরোমণি ও কাত্যায়নী কি চেয়েছিল? চোখের জল কালি করে হৃদয়ের শিলালিপিতে কি লিখে গেল ছোট্ট শিশু বিষ্ণু? দাম ৫·০০ টাকা।